বহুরূপী

শাহরিয়ার কবির

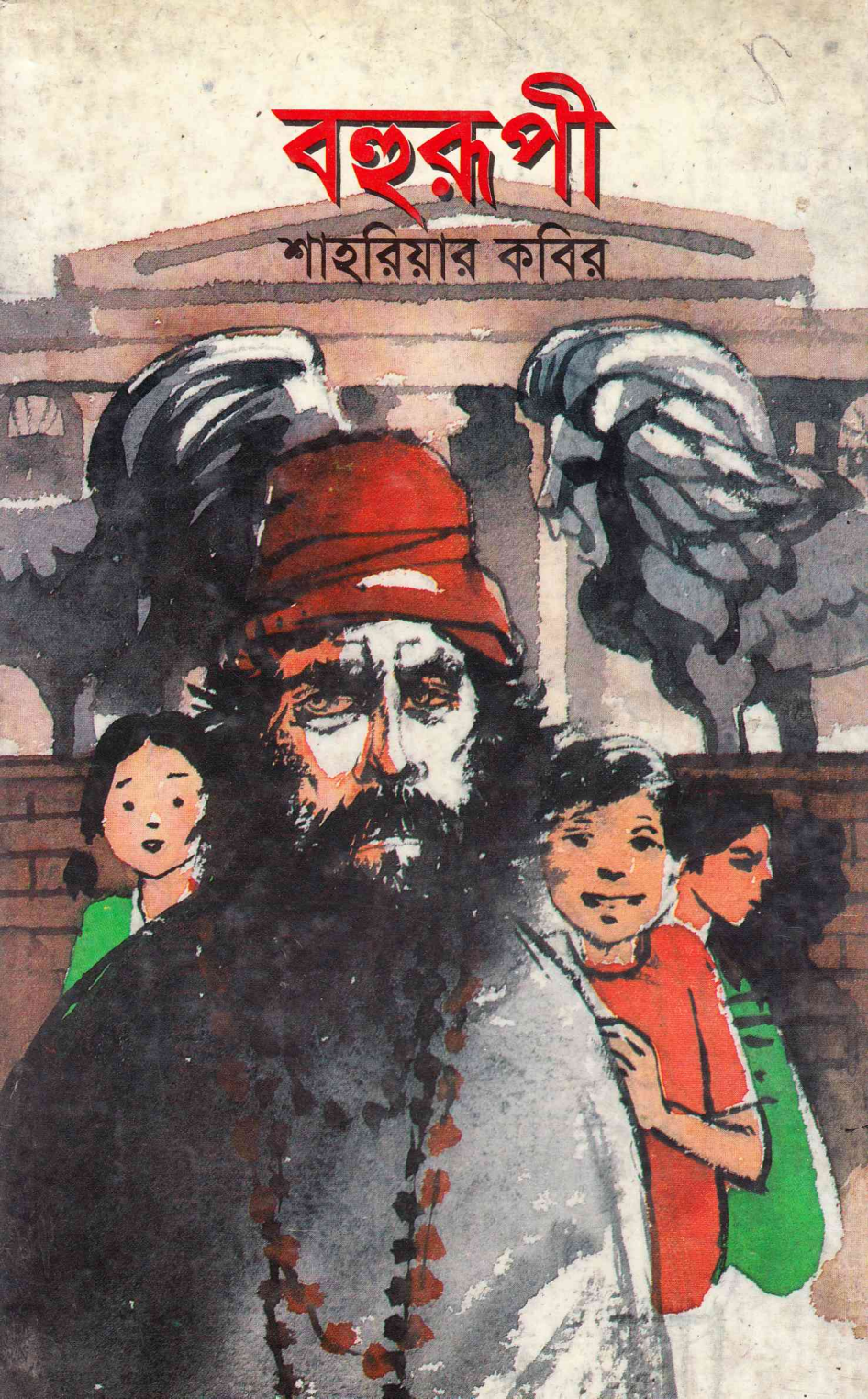

'বহুরূপী' নামে অনেক আগে আমার একটা গল্প বেরিয়েছিল দৈনিক বাংলার 'সাত ভাই চম্পা'র আসরে। তখন ইচ্ছে ছিল এই ঘটনা নিয়ে উপন্যাস লেখার। আফলাতুন ভাইয়ের তাড়াহুড়োর জন্যেই উপন্যাসটা লেখা হয় নি। সেই উপন্যাস লেখা হল এতোদিন পর। উপন্যাসে পুরোনো গল্পের কাঠামো কিছুটা আছে, চরিত্রগুলোও আছে; তবে নতুন ঘটনা আর চরিত্র যোগ হয়েছে অনেক। নামও পাল্টানো যেত, পরে ভেবে দেখলাম নতুন এ লেখার জন্য 'বহুরূপী' নামটাই সবচেয়ে ভালো। ভালো তো আমি বলছি। যাদের জন্য লেখা তারা ভালো বললেই বাঁচি!

BANGLADOST.NET

শাহরিয়ার কবির

Banglapdf.net Exclusive!

Banglapdf.net Exclusive!

শিংটোলার ছআনি দশআনি

শিংটোলার জমিদারদের নিকুঞ্জ-কুটিরের মতো বড় আর পুরোনো বাড়ি গোটা তল্লাটে দ্বিতীয়টি নেই। সেই কোম্পানির আমলের বানানো। বংশের আদিপুরুষ নিকুঞ্জ নারায়ণ রায়ের নামে এ-বাড়ি বানিয়েছিলেন তাঁর অধস্তন চতুর্থ পুরুষ কালী নারায়ণ রায়। জয়পুর থেকে মার্বেল আনানো হয়েছিল, কড়ি-বরগা আর দরজা-জানালার কাঠ এসেছিল বার্মা থেকে, ঝাড়লণ্ঠন এসেছিল ভেনিস থেকে—সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড।

পাড়ার লোকেরা অবশ্য অনেক আজেবাজে কথা বলত। নাকি নিকুঞ্জ নারায়ণ রায়ের বংশে ফাঁসুড়ের রক্ত আছে। যদিও কালী নারায়ণ বলতেন ইদ্রাকপুরে তাঁদের জমিদারি কেনা হয়েছিল স্বপ্নে পাওয়া গুপ্তধনের টাকায়, অনেকে সেসব কথা বিশ্বাসও করত, তবে অবিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা কোনোকালেই কম ছিল না।

অত জাঁকজমক করে বাড়ি বানানো, লক্ষ্ণৌ থেকে বাইজি আর গানের ওস্তাদ আনিয়ে নবাবদের সঙ্গে টক্কর দেয়া—সবকিছু তিন পুরুষেই কর্পূরের মতো উবে গেল। কালী নারায়ণের চতুর্থ পুরুষে এসে শরিকদের ভেতর সম্পত্তি ভাগ হল? দেনার দায়ে বসতবাড়ি ছাড়া বাকি সবই নিলামে উঠল। নিকুঞ্জ কুটিরের দশাও একরকম না থাকার মতোই। কোথায় গেল ভেনিসের ঝাড়বাতি, দরজা-জানালার বর্মী-নক্সা আর দেয়ালের চকমিলান কারুকাজ। সিংহদরজার থামের ওপর বসানো সিংহ দুটোর দশাও তেমনি। একটার লেজ উড়ে গেল কবে কেউ টেরও পেল না, আরেকটার সামনের এক ঠ্যাং ভাঙা—দুটোরই আস্তর খসে ভেতরের সুরকি বেরিয়ে গেছে।

ইংরেজদের রাজত্ব শেষ হওয়ার পর ইতুর বড়দাদু ঠিক করলেন কলকাতা থেকে ঢাকা চলে আসবেন। ওঁদের ওয়েলেসলি স্ট্রিটের বাড়িটা প্রথমে বিক্রি করার জন্য দালাল ধরলেন। সে-সময় বাড়ি কেনার গরজ নেই কারো। উল্টোপাল্টা দাম বলার জন্য তিন তিনটে দালাল ইতুর বড়দাদুর লাঠিপেটা খেয়ে পালাল। ওঁর সঙ্গে স্কুলে পড়তেন ঢাকার নিকুঞ্জ কুটিরের ছআনি শরিকদের এক ছেলে। পরে বাপ মরার পর নিজেই মালিক হয়েছেন, তবে ঢাকার বাড়ির খোঁজখবর সামান্যই রাখতেন। এক বিটকেল নায়েব ছিল, বাড়িতে সে ভাড়াটে বসিয়েছিল। বছরে একবার এসে কিছু টাকা দিয়ে যেত, বারো মাসের ভাড়া যা হওয়ার কথা তার অর্ধেকেরও কম। বলে নিকুঞ্জ

Banglapdf.net Exclusive!

কুটির নাকি ভুতুড়ে বাড়ি, বেশিদিন কোনো ভাড়াটে থাকে না, ন্যায্য ভাড়াও পাওয়া যায় না।

বাড়ি বিক্রির খবর শুনে ছআনি শরিক একদিন নিজে এলেন ইতুর বড়দাদুর সঙ্গে দেখা করতে। ভূতের কথা গোপন করে বন্ধুকে বললেন, 'যখন ঢাকা যাবে ঠিক করেছ, তখন আমার বাড়িটা গিয়ে একদিন দেখে এস। তোমার পছন্দ হলে আমি ওটার সঙ্গে তোমার এ বাড়ি বদল করতে পারি।'

কথাটা ইতুর বড়দাদুর মনে ধরল। শিংটোলার নিকুঞ্জ কুটিরের ছআনি অংশ দেখে তাঁর পছন্দও হল। বাড়ি অনেক পুরোনো বটে, তিরিশ-চল্লিশ বছরে কোনো মিস্তিরির হাত লাগে নি, রঙও কেউ করে নি, তবু জায়গা অনেকখানি। পেছনের জমিতে আম, কাঁঠাল, নারকেল আর লিচুর গাছ আছে বেশ কয়েকটা। দেরি করলে যদি হাতছাড়া হয়ে যায়—কলকাতায় এসেই কাগজপত্র সব পাকা করে ফেললেন। ছআনি শরিকও ভুতুড়ে বাড়ির হিল্লে করতে পেরে ভারি খুশি।

শিংটোলার বাড়িতে আসার অনেক পরে ইতুদের জন্ম হয়েছে। বড়দাদু এ-বাড়িতে এসেই রঙ মেরামত সব করেছিলেন, তবু পুরোনো চেহারাটা রয়েই গেছে। পাড়ার লোকদের কাছে নিকুঞ্জ নারায়ণের বংশের সব কীর্তি-কাহিনী ইতুরা জন্মের পর থেকেই শুনছে। ইতুর দিদা ভীষণ কড়া মানুষ। বলেন, 'ওদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছি তো, তাই এ-বাড়ি সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলে। আসার পর থেকে বছরে কটা মিলাদ পড়াই হিসেব করেছিস? আমি তো চোখ বুজলেই দেখতে পাই সারা বাড়িতে ফেরেশতারা গিজগিজ করছে।'

ইতুরা চোখ বুজে কখনো ফেরেশতা দেখে নি ঠিক, তবে খারাপ কিছুও দেখে নি। দিদার কথা শুনে একদিন মিতু বলল, 'বাড়িতে তো আমরাই গিজগিজ করি দিদা। তুমি আমাদের কথা বলছ?'

বড়রা সবাই দিদাকে আজরাইলের মতো ভয় পেলেও ছোটরা সবসময় ওঁর আহ্লাদ পেয়ে এসেছে। মিতুর কথায় দিদা এতটুকু রাগলেন না। মুখ টিপে হেসে বললেন, 'তোরা সব ইবলিশের ঝাড়। বাচ্চা থাকতে সবাই ফেরেশতা থাকে, তোরাও ছিলি একসময়—এখন সব আস্ত শয়তান হয়েছিস।'

ইতুর তিন দাদুর ছেলেমেয়ে—ওদের বাবা, কাকা, জ্যাঠা আর ফুপিরা মিলে আঠারো ভাইবোন। সবাই অবশ্য এ-বাড়িতে থাকে না। বড় দাদুর এক ছেলে রাঙা জেঠু অনেক আগে—সেই ইংরেজ আমলে ভূপালে গিয়ে আস্তানা গেড়েছেন, দেশে ফেরার কথা মুখেও আনেন না। বিয়ে করেছেন সেখানকার এক নামী বংশে। রাঙা জেঠিমার কথা ইতুরা কেবল বড়দের মুখে শুনেছে, চোখে দেখে নি। ওঁদের ছেলে-মেয়েরা পড়ালেখা করতে গিয়েছিল কেউ বিলেতে, কেউ আমেরিকায়। পড়ার পাট শেষ করে কেউ দেশে ফেরে নি। ভূপালে রাঙা জেঠু আর জেঠিমা বাড়িতে

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

একগাদা কুকুর আর বেড়াল পুষ্যি নিয়ে দিব্বি আরামে দিন কাটাচ্ছেন। ইতুদের আরেক কাকা থাকেন রেঙ্গুনে। তিনিও সেখানে বর্মী বিয়ে করে থিতু হয়ে বসেছেন। এ-বাড়িতে ইতুরা কাকাতো, জ্যাঠাতো ভাইবোন মিলে ডজনখানেকের মতো। ক্লাস সিক্স-এ পড়া ইতুরই বয়সী এক গণ্ডা ভাই রয়েছে।

নিকুঞ্জ কুটিরের দশআনি শরিক ইংরেজ আমলেই কলকাতায় থাকতেন। তবে ছআনির মতো সুবিধের মক্কেল না পাওয়াতে তাঁর অংশটুকু বহুদিন খালি পড়েছিল। ইতুরা সেখানে লুকোচুরি খেলত। বুড়ো পাহারাওয়ালা বনমালী ওদের কিছুই বলত না। তবে গত একমাস ধরে ও-বাড়িতে ঘষামাজার কাজ শুরু হয়েছে। সেই থেকে ওদেরও সেদিকে যাওয়া বন্ধ। কারা নাকি কিনেছে ও বাড়ি।

রোববার সকালে ইতুদের বাড়ির বাসি কাপড় নিতে এসে গিরিবালা ধোপানী দিদাকে বলল, 'আইজকা একটু কম দিয়েন বড়মা। আইজ ম্যালা কাপড় ধোয়ন লাগব।'

গিরিবালার কথা শুনে ভারি অবাক হলেন ইতুর দিদা। প্রতি রোববার কাপড় নিতে এসে সবসময় ও বলে, 'বড়বাড়ির কাপড় বেশি না ওইলে মাইনষে কি কয় বড়মা! আঠারো খানই দিলেন? কুড়ি পুরাইয়া দ্যান না গো বড় মা!' কাপড় যাই দেয়া হোক গিরিবালা সবসময় বেশি ধুতে চায়। নাকি তার পোষায় না।

ইতুর দিদা জানতে চাইলেন, 'আজ যে বড় কম নিতে চাইছিস গিরি! আর কোন রইসের কাপড় ধুচ্ছিস শুনি?'

দোক্তাওয়ালা বড় একখিলি পান মুখে দিয়ে বুড়ি গিরিবালা বলল, 'আপনেরা অখনও হোনেন নাই বড়মা? দশআনি বাড়িত নতুন ভাড়াইট্যা আইছে। ক্যামন মানুষ আইলো দ্যাখতে গেছিলাম কাইল রাইতে। পয়লা দিনই দশআনি গিন্নিমা পঞ্চাশখানা ধরায়া দিছে।'

'ওমা কখন এল, দেখি নি তো!' ইতুর মেজো জেঠিমা শুনে অবাক হলেন—'কারা এসেছে গো গিরিবালা?'

দিদা গম্ভীর হয়ে মেজো জেঠিকে বললেন, 'আমার কথার মাঝখানে কথা বলো কেন? আফসারউদ্দিনের ওঠার সময় হয়ে গেছে। যাও, ওর চা দিয়ে এসো।'

মেজো জেঠিমা জিভ কামড়ে সরে গেলেন সামনে থেকে। দিদা বললেন, 'ওদের কর্তা কী করে শুনেছিস?'

গিরিবালা ঢক করে পানের পিক গিলে বলল, 'তা কইবার পারুম না। তয় গিন্নিমা যে কী সোন্দর দেখতে! এত বয়স হইছে—মুখখানা দুগ্গা পিতিমার মতোন। বাড়ির বউ-ঝিরাও পরির মতোন। পোলারাও কম সোন্দর না বড়মা।'

দিদার ভারি দুঃখ এ-বাড়িতে তাঁর মতো দুধে আলতায় গায়ের রঙ আর কারো নয়। মেয়েগুলো বেশিরভাগই শ্যামলা, বড় নাতনীটি যা কিছুটা ফর্শা। আর ছেলেগুলোকে

Banglapdf.net Exclusive!

কালোই বলতে হয়। দশআনির নতুন ভাড়াটেদের মেয়েরা পরির মতো শুনে তিনি খুশি হলেন না। তাঁর সাবালাক নাতি রয়েছে গোটা চারেক, দুই নাতনীর বিয়ের বয়স হয়েছে। বড়টির জন্য ঘটকও লাগিয়েছেন। অপ্রসন্ন গলায় দিদা গিরিবালাকে বললেন, 'ও-বাড়ির কাপড় ধুয়ে যদি তোর সময় না থাকে তাহলে থাক, আমি হরিমতিকে খবর দেই। আজকাল তোর ধোয়াও ঠিক হয় না।'

গিরিবালা বলল, 'এইটা কেমুন কতা বড়মা! আপনেগো কাপড় ধুইবার পারুম না—এ-কতা কইলে আমার মুখে বিলাই মুতব না! আপনে আমার কম উপ্‌কার করছেন বড়মা! দরকার ওইলে ওই বাড়ির কাপড় আর ধুমু না।'

গিরিবালা চলে যাওয়ার মিনিট-কুড়ি পরে ছআনি শরিকের চিলেকোঠার ঘরে দেখা গেল এ-বাড়ির ইতু, মিতু, রন্টু, ঝন্টু আর ছোটনকে। পাড়ার সবাই ওদেরকে পঞ্চপাণ্ডব বলে। দিদার কাছে মহাভারতের গল্প শুনে নিজেরা সাইজমতো নাম মিলিয়ে নিয়েছে। সবার বড় মিটমিটে পাজি ছোটন হল যুধিষ্ঠির। গায়ে-গতরে বড়সড় মিতু হল ভীম, সবচেয় বুদ্ধিমান ইতু বলেছে সে নাকি অর্জুন আর সেজকাকার জমজ পাজি দুটো হল নকুল সহদেব।

গিরিবালার অস্পষ্ট খবরের জন্য বসে থাকে নি ছোটনরা। মিতুকে নিয়ে নিজেদের কাঁচাপাকা কুল পাড়ার সুবাদে দশআনি শরিক থেকে সকালেই ঘুরে এসেছে ছোটন। ছআনি ঝাঁকড়া নারকেলি কুলগাছের অর্ধেক পড়েছে দশআনির বাগানে। পাড়তে হলে ওদিক থেকেই সুবিধে। পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে মিতু তুমুল জোরে ডাল ঝাঁকাচ্ছিল আর ছোটন টপাটপ করে ঝরেপড়া কুল কুড়োচ্ছিল, তখনই দেখল ওদের কাছাকাছি বয়সী ফ্রকপরা দুটি মেয়ে সদ্য চুনকাম করা দশআনি বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। বয়সে অল্প ছোট মেয়েটা দুপাশে দুটো বেণী ঝোলানো, কাছে এসে রিনরিনে গলায় বলল, 'তোমরা আমাদের গাছের বড়ই পাড়ছ কেন? এক্ষুনি চলে যাও এখান থেকে।'

সাদা রিবন দিয়ে পনিটেল চুল বাঁধা মেয়েটা ওকে চাপা গলায় বলল, 'এই সিমকি কী অসভ্যতা হচ্ছে, ওটা আমাদের গাছ নাকি! ওদের গাছেরটা ওরা পাড়ছে, তুই চেঁচাচ্ছিস কেন?'

সিমকি অবাক হয়ে বলল, 'বারে ছোটপা, তুই-ই তো বললি ওদের সঙ্গে ভাব জমানোর জন্য এভাবে ধমক দিতে! এখন যে বড় অসভ্যতা বলছিস?'

সিমকি প্রথম এসে যখন ওকে ধমক দিয়ে কথা বলছিল, ছোটন ভেবেছিল শক্ত একটা জবাব দেবে। ওর পরের কথা শুনে হাসি চেপে আবার কুল কুড়োতে লাগল। এক ফাঁকে আড়চোখে দেখল সিমকির কথা শুনে পনিটেল-এর ফর্শা মুখ লাল হয়ে গেছে। আরো চাপা গলায় ও সিমকিকে বলল, 'তুই একটা হদ্দ বোকা মেয়ে সিমকি, ওদের চলে যেতে বলছিস কেন?'

BANGLAPDF.NET

মহাভারত পড়লে এমন অসভ্য কথা বলতে না

সিমকি বুঝে উঠতে পারল না ও কী বলবে। অবাক হয়ে নিজের বোনকে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর কাছে এসে ছোটনকে বলল, 'এই, তোমরা আমাদের সঙ্গে ভাব করবে?'

ছোটন হাসি চেপে গম্ভীর হওয়ার ভান করে বলল, 'তোমরা কারা?'

'বারে, দেখ নি বুঝি, আমরা কাল যে সন্ধ্যায় এলাম! এটা তো আমাদের বাড়ি। তোমার নাম কী?'

'আমাদের দুটো নাম আছে, কোন্‌টা বলব?'

'তোমার যেটা খুশি বল।'

'আমার নাম যুধিষ্ঠির আর ওর নাম ভীম।'

নাম শুনে দুই বোন হেসে গড়িয়ে পড়ল। হাসতে হাসতে পনিটেল বলল, 'আমাদের আগের বাড়িতে যে গোয়ালাটা দুধ দিত ওর নাম ছিল যুধিষ্ঠির আর ভীম আমাদের জুতো মেরামত করত।'

মিতু রেগে গিয়ে বলল, 'মহাভারত পড়লে এমন অসভ্য কথা বলতে না। লোকে আমাদের পঞ্চপাণ্ডব বলে, সেজন্যে ওসব নাম বলা। আমার ডাক নাম মিতু, ওর নাম ছোটন।

সিমকি বলল, 'আমার নাম—'

'জানি, সিমকি।' বাধা দিয়ে মিতু বলল, 'তোমার ছোটপার নাম কী নিমকি?'

সিমকি হেসে বলল, 'না, ওর নাম রিমকি। আমার একটা ছোট ভাই আছে ওর নাম নিমকি!'

'খেতে কেমন?' গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করল ছোটন।

'কাছে যেও।' হাসতে হাসতে রিমকি বলল, 'কামড়ে দাঁত বসিয়ে দেবে। নতুন চারটে দাঁত গজিয়েছে। যা পায় তাই কামড়ায়।'

মিতু বলল, 'ভাব করতে হলে আমাদের আরো তিনজন আছে। সবার সঙ্গে করতে হবে।'

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

'ঠিক আছে।' সিমকি বলল, 'আমাদেরও দুটো মামাতো ভাই আছে—রাঙা আর পিটু। তোমরা দল ভারি করতে চাইলে আমরাও করতে পারি। জানো না তো রাঙার গায়ে কী জোর! রোজ দুবেলা জিমনাসিয়ামে গিয়ে ব্যায়াম করে।'

মিতু কাষ্ঠ হেসে বলল, 'দেখা যাবে, পাঞ্জায় কে জেতে!'

ছোটন জানতে চাইল, 'এখানে আসার আগে তোমরা কোথায় ছিলে?'

রিমকি বলল, নবরায় লেন-এ। এরচেয়ে বড় বাড়ি ছিল ওটা।'

সিমকি বলল, 'ওটা তো ভাড়া বাড়ি ছিল। এটা আমাদের নিজেদের।'

রিমকি বলল ওরা কোন্ স্কুলে পড়ে, ছুটির দিনে কত মজা করে—এইসব। একটু পরে বাড়ির ভেতর থেকে ইতুদের কাজের ঝি দুখির মার মতো একজন কার মা এসে রিমকি-সিমকিকে ডেকে নিয়ে গেল।

ছোটন আর মিতু উত্তেজিত হয়ে ঘরে ফিরে সবাইকে কুল-পাড়া অভিযানের ঘটনা জানাল। ইতু সব শুনে গম্ভীর হয়ে বলল, 'গায়ে পড়ে ভাব জমাতে চাইছে—ভেবে দেখতে হেবে অন্য কোনো মতলব আছে কিনা।'

রন্টু বলল, 'তুই সবকিছুতেই সন্দ করিস। দুটো মেয়ে ভাব জমাতে চেয়েছে, এতে মতলবের কী হল?'

ঝন্টু বলল, 'মেয়ে দুটো দেখতে কেমন রে!'

মিতু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'একেবারে পরির মতো!'

'আহ্ আস্তে বল্!' চাপা গলায় ধমক দিল ছোটন। 'সিঁড়িতে শব্দ শুনছিস না? নির্ঘাত ছোড়দি আসছে।'

ক্লাস টেন-এ উঠেই ছোড়দি নিজেকে বড়দি-মেজদির মতো বড় ভাবতে শুরু করেছে। সুযোগ পেলেই ছোট ভাইগুলোর ওপর পণ্ডিতি ফলায়। ছোটন ঠিকই ভেবেছিল। ছোড়দি এসে বলল, 'স্কুল ছুটি বলে লেখাপড়া সব শিকেয় তুলে এখানে বসে আড্ডা মারা হচ্ছে বুঝি!'

ছোটন বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোর সামনে পরীক্ষা বলে এখনই আবোল-তাবোল বকা শুরু করেছিস! ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে জানিস না বুঝি! নতুন ক্লাসে না-ওঠা পর্যন্ত কিসের পড়া শুনি?'

'গাছ থেকে পড়া হতে পারে।' বলল মিতু।

'না আকাশ থেকে পড়া। ছোড়দির কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়েছি।' ফোড়ন কাটল ইতু।

'রেজাল্ট বোরোবার পর পিঠে যখন বড় জেঠুর বেতের বাড়ি পড়বে তখন বুঝবে পড়া কাকে বলে। পাকামো না করে নিচে যাও। দিদা ছোটনকে বাজার করতে ডেকেছেন।'

বাজার করতে ছোটনের আপত্তি নেই। দুআনা চারআনা যা বাঁচে সেটা ওর। তবে চারআনার বেশি বাঁচলে দিদা পুরোটাই নিয়ে নেন। সেজন্যে যা-ই বাজার করুক

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

ছোটন হুঁশিয়ার হয়ে গেছে। এখন ও চারআনার বেশি বাঁচায় না।

দিদা ক্লাস নাইনের ছোটনের হাতে বাজারের ফর্দ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'চার আনা বাঁচাবার জন্য সেদিনের মতো আবার পচা বেগুন আনিস না!'

ছোড়দি ফোড়ন কাটল, 'চারআনা না আটআনা বাঁচায় তুমি কি বাজারে গিয়ে দেখেছ দিদা!'

'বেআক্কেলে কথা বলবে না হোসেনেআরা। আমি কোন্ আহ্লাদে বাজারে গিয়ে দেখতে যাব?'

বড়দের সবাইকে দিদা পোষাকি নামে ডাকেন। যখন থেকে তিনি কাউকে পোষাকি নামে ডাকা শুরু করবেন, তখন থেকে বুঝতে হবে তারা বড় হয়ে গেছে, কথা বলতে হবে হিসেব করে। অল্প ক'দিন ধরে ছোড়দিকে দিদা পোষাকি নামে ডাকা আরম্ভ করেছেন।

বাজারে যাওয়ার সময় ছোটন্ মিতুকে সঙ্গে নিয়ে যায় ব্যাগ বয়ে আনার জন্য। এর জন্য ওকে দু'পয়সার পেয়ারা নয়তো অন্যকিছু কিনে দিতে হয়। ছোটনরা বাজারে যাওয়ার পর ঝন্টু ইতুকে বলল, 'যাবি নাকি নারকেলি পাড়তে?'

ইতু ভুরু কুঁচকে বলল, 'ও-বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমানোর জন্য বুঝি তর সইছে না!'

'তোর সবকিছুতে বাড়াবাড়ি!' এই বলে নিরীহ রন্টুকে সঙ্গে নিয়ে ঝন্টু দশআনি বাড়িতে গেল কুল পাড়তে।

ইতু রহস্যলহরী সিরিজের নতুন বইটা নিয়ে চিলেকোঠার ঘরে পড়তে বসল। ওদের ক্লাসের বিজনের কাছ থেকে এনেছে, অর্ধেকের বেশি পড়াও হয়ে গেছে; পরশু ফেরত দিতে হবে। কয়েক পাতা পড়ে ওর মনে হল ঝন্টুর সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল। আরো দু'পাতা পর নায়ক যখন পাহাড়ের চূড়ায় ভিলেনের সঙ্গে লড়তে গিয়ে হঠাৎ ছিটকে পড়েছে কিনারে, কোনোরকমে একহাত দিয়ে পাথরের কার্নিশ ধরে ঝুলছে ছ'হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে, তখন ইতুর মনে হল ঝন্টুরা কী করছে দেখা দরকার। বই রেখে সে উঠে পড়ল।

ছাদের ওপর থেকে দশআনি বাড়ির বাগান পুরোটা দেখা যায়। ইতু তাকিয়ে দেখল কুলগাছের পাশে ঘাসের ওপর বসে মেয়ে দুটোর সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছে ঝন্টুরা। হাঁদারাম রন্টুটা অসভ্যের মতো হাসছেও। রাগে ইতুর গা জ্বল গেল।

দশআনির ওপর দিদার রাগ

BANGLAPDF.NET

ছোটন আর মিতু বাজারে যাওয়ার জন্য সদর দরজা দিয়ে বেরোতেই সামনে পড়ল দশআনির রিমকিদের বড়ভাই। ছোটনদের মেজদার বয়সী হবে, চব্বিশ-পঁচিশের কাছাকাছি, দেখতে মেজদার চেয়ে অনেক সুন্দর, দেব সাহিত্য কুটিরের বইয়ের ছবিতে

Banglapdf.net Exclusive!

আমরা কাল এসেছি তোমাদের জমজ বাড়িতে

যেমন দেখা যায়। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা থাকাতে একটু বেশি ভারিক্কি মনে হচ্ছিল, পায়জামা-পাঞ্জাবিপরা, হাতে বাজারের থলে।

ছোটনদের দেখে অমায়িক হেসে মার্জিত গলায় যুবকটি বলল, 'তোমরা বুঝি এ-বাড়িতে থাকো! আমরা কাল এসেছি তোমাদের যমজ বাড়িতে।'

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

গম্ভীর হয়ে ছোটন বলল, 'জানি। সকালে রিমকিদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। আপনি তখন বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন।'

'তাই বুঝি! কই তখন তো আমার সঙ্গে পরিচয় করতে এলে না?'

মিতু ফিক করে হেসে বলল, 'পাড়ায় যারা নতুন আসে তারাই আগে এসে পুরোনোদের সঙ্গে পরিচয় করে!'

'বাব্বা, এতোও জানো! ঠিক আছে, পরিচয় দিচ্ছি। আমার নাম সাইফ হায়দার চৌধুরী। দুবছর ধরে মেডিকেল কলেজে পড়াই। তিন ভাই চার বোনের ভেতর আমি সবার বড়!' এই বলে রিমকির ভাই ছোটনদের দিকে হাত বাড়াল।

ছোটনরা ওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের পরিচয় দিল। বলল, 'আপনাকে আমরা সাইফ ভাই বলব।'

সাইফ মৃদু হেসে বলল, 'তোমাদের খুশি। বাজারে যাচ্ছ নিশ্চয়? চলো একসঙ্গে যাই।'

ছোটন বলল, 'আপনি কি সত্যি সত্যি ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়ান?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের বড়দি মেডিকেলে পড়ে।'

'তাই নাকি! কোন্ ইয়ারে?'

'ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। রেজাল্ট এখনো দেয় নি।'

'কী নাম বলত?'

'জাহানারা তরফদার।'

'জাহানারা তোমাদের বড়দি? খুব ভালো করেই চিনি। ভারি লক্ষ্মী মেয়ে।'

সাইফের কথা শুনে ছোটন আর মিতু একে অপরের দিকে তাকাল। বাড়িতে বড়দির ধমকের ভয়ে ওরা পালিয়ে বাঁচে না, আর তাঁর টিচার বলছে লক্ষ্মী মেয়ে!

কথাটা বলেই ফেলল মিতু—'বড়দি কিন্তু খুব রাগী।'

'তাই নাকি!' সাইফ হেসে বলল, 'জাহানারাকে কিন্তু কখনো আমার রাগী মনে হয় নি। লেখাপড়ার ব্যাপারে ও খুব সিরিয়াস।'

বড়দি রোজ ছ-সাত ঘণ্টা পড়ে। লেখাপড়ার ব্যাপারে সিরিয়াস—এটাও মিথ্যে নয়, তবে লক্ষ্মী মেয়ে কথাটা ওকে মানায় না।

সাইফ ওদের বাড়ির কথা আরো জানতে চাইল। কে কী করে, আগে কোথায় ছিল, বড় হয়ে ওরা কে কী হবে এসব মামুলি কথা। সাইফের সঙ্গে বাজার করতে গিয়ে ছোটনদের ভালো-ভালো জিনিস কিনতে হল। চারআনা বাঁচাবার কথা আর মনে থাকল না। বাজারে চমৎকার ডাঁসা পেয়ারা উঠেছিল। মিতু কেনার কথা বলতে ভুলে গেল। সাইফের সঙ্গে কথা বলে ওরা দুজন অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ওর মহাভক্ত হয়ে গেল।

বাড়ি ফেরার পর বাজার দেখে দিদা ভারি খুশি। বললেন, 'বাজারে আজ এত

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

ভালো তরকারি উঠেছে কেন রে ছোঁড়ারা? নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে।'

মিতু বলল, 'আজ যে সাইফ ভাই আমাদের সঙ্গে বাজার করেছেন!'

'সাইফ ভাই আবার কে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন দিদা।

'দশআনিতে কাল যারা এসেছে। জানো দিদা, সাইফ ভাই বড়দিকে ভালো করে চেনে! বড়দিদের কলেজে পড়ায়।'

দিদা ধমক দিয়ে বললেন, 'কলেজে পড়ায় বলতে হয় না, পড়ান বলবে। আদব-কায়দা সব কি শিকেয় উঠেছে?'

ভালো বাজার করার পরও মিতুর জন্য দিদার ধমক খেয়ে ছোটনের মন খারাপ হয়ে গেল। দিদারও রাগের কারণ ছিল। সকালে গিরিবালা ধোপানী ও-বাড়ির লোকদের সম্পর্কে যে-সব কথা বলেছে, শোনার পর থেকে দিদার মন ভালো নয়।

ছোটন আর মিতু ওপরে ওদের চিলেকোঠার ঘরে এসে দেখে ইতু একা খাটে শুয়ে আছে। পাশে অযত্নে খোলা পড়ে আছে রহস্যলহরী সিরিজের বই। ছোটন জানতে চাইল, 'রন্টু ঝন্টু কোথায় গেছে?'

ইতু মুখ ভার করে বলল, 'তোমাদের নতুন পাওয়া বান্ধবীদের সঙ্গে বসে গল্প করছে।'

'ওরা কি ডেকেছিল?'

'ডাকলে তো কথা ছিল না। বেহায়ার মতো নিজেরা গেছে কথা বলতে! মেয়ে দুটো ভাববে আমরা কী হ্যাংলা—গায়ে পড়ে আলাপ করতে চাচ্ছি।'

'তা কেন ভাববে?' মিতু বুঝিয়ে বলল, 'ওরা কখনো আমাদের হ্যাংলা ভাববে না। বন্ধুত্বের জন্য ওরা আমাদের সব শর্ত মেনে নিয়েছে। তুই যাস নি কেন?'

'গায়ে পড়ে কারো সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগে না।'

'জানিস, বাজারে যাওয়ার পথে এক কাণ্ড হয়েছে।' এই বলে সাইফের সঙ্গে পরিচয়ের কথা ইতুকে সব জানাল ছোটন। বয়সে একবছরের ছোট হলেও ইতুর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় ও বুঝি স্কুল পেরিয়ে গেছে।

সাইফের কথা শুনে ইতু উঠে বসল। বলল, 'বড়দিকে বলবি না?'

মিতু বলল, 'ধমক খাবে কে, তুই?'

'আমার মনে হয় না বড়দি ধমকু দেবে।' বিজ্ঞের মতো বলল ইতু।

ছোটন বলল, 'চল্ তাহলে। আমার তো মনে হয় বড়দির ধমক থেকে বাঁচার একটা ব্যবস্থা আমরা করতে যাচ্ছি। বড়দি উল্টোপাল্টা কিছু বললে সাইফ ভাইকে বলে দেব না!'

ইতুদের বড়দি ওর ঘরে বসে পেল্লাই আকারের গ্রে'র এ্যানাটমির বই খুলে কী যেন দেখছিল। ছোটন নিরীহ গলায় বলল, 'বড়দি তুমি সাইফ ভাইকে চেনো?'

ঘাড় বাঁকিয়ে বড়দি ওর দিকে তাকাল। ভুরু কুঁচকে রাগী গলায় বলল, 'সাইফ ভাই কে?'

BanglaBook.org

Banglapdf.net Exclusive!

'ডাঃ সাইফ হায়দার চৌধুরী। তোমাদের কলেজে নাকি পড়ান?'

বড়দির কোঁচকানো ভুরু স্বাভাবিক হল। গলা থেকে সমস্ত রাগ কর্পূরের মতো উবে গেল—'চিনব না কেন? সপ্তাহে আমাদের দুটো ক্লাস নিতেন তিনি। তোরা জানিস কীভাবে?'

পরিচয়ের বৃত্তান্ত শুনে বড়দির চেহারা কোমল হয়ে এল। বলল, 'তিনি সত্যি সত্যি বলেছেন আমি লক্ষ্মী মেয়ে?'

'সত্যি বলছি বড়দি। তোমার অনেক প্রশংসা করেছেন।'

'আর কী বলেছে?' বড়দির কান লাল হল।

'বলেছে, পড়াশোনার ব্যাপারে তুমি নাকি খুব সিরিয়াস।'

মৃদু হেসে বড়দি বলল, 'তিনি নিজেও লেখাপড়ার ব্যাপারে খুব সিরিয়াস।'

মিতু বলল, 'সাইফ ভাইর ছোটবোন দুটোও খুব ভালো। আজ সকালে নিজে থেকে ওরা আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছে।'

'ভালোই তো।' নরম হেসে বড়দি বলল, 'সাইফ ভাইর বোন যখন নিশ্চয় খুব সুন্দর দেখতে!'

'একেবারে পরির মতো।' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মিতু।

বড়দির হাবভাব দেখে ইতু খুব অবাক হল। অনেক চেষ্টা করেও ও মনে করতে পারল না, বড়দি কারো সঙ্গে হেসে কথা বলেছে।

বিকেলে ওরা রোয়াকে বসে এ নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলল। সবশেষে ইতু উপসংহার টানল, 'এ কথা স্বীকার করতেই হবে, সাইফ ভাইর নামের একটা আলাদা জাদু আছে।'

ছোটন বলল, 'জীবনেও আমি বড়দিকে হাসতে দেখি নি।'

ওদের ভেতর বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম হল রন্টুর। বলল, 'বড়দির সঙ্গে সাইফ ভাইর বিয়ে হলে দারুণ মানাবে।'

ইতু ধমক দিয়ে বলল, 'অসভ্যের মতো কথা বলিস না রন্টু। দিদার কানে গেলে সবার পিঠের চামড়া তুলবেন।'

মুখ কালো করে রন্টু বলল, 'আমাদের নিজেদের সব কথা দিদাকে বলতে হবে কেন? আমি—'

রন্টুর কথা শেষ হল না। সিং দরজার দিকে মুখ করে বসেছিল মিতু। বলল, 'আরে, রিমকিরা আসছে যে!'

সবাই ঘুরে তাকাল। রিমকি-সিমকির সঙ্গে দিদার বয়সী এক মহিলা। এত বয়স হয়েছে তবু কী সুন্দর দেখতে! রিমকি এগিয়ে এসে বলল, 'আমাদের নানি তোমাদের দিদার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।'

সবার পেছনে ছিল রিমকিদের কাজের বুয়া বেদানার মা। হাতে মিষ্টির দুটো হাঁড়ি।

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

ইতুরা উঠে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে বলল, 'স্লামালেকুম!'

রিমকির নানি মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন। বেদানার মা একগাল হেসে বলল, 'ওয়ালাইকুম সালাম। কী লক্ষ্মী সব পোলাপাইন। তোমাগো দাদিআম্মা কই গো?'

ওরা রিমকিদের ভেতরে নিয়ে গেল। যেতে যেতে রিমকি ইতুকে বলল, 'তুমি বুঝি অর্জুন?'

ইতু গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমার নাম ইখতিয়ারউদ্দিন খান তরফদার।'

'জানি।' মুখ টিপে হেসে রিমকি বলল, 'সারাক্ষণ তুমি বই নিয়ে পড়ে থাকো, আর ক্লাসে সবসময় ফার্স্ট হও। তোমার সব কথা আমি শুনেছি।'

রিমকির কথা শুনে ইতুর মনটা নরম হল। যতটা ভেবেছিল এরা ততটা খারাপ নয়। খারাপ কেন—ভালোই বলতে হবে। এত মিষ্টি নিয়ে পাড়ার কেউ কখনো ওদের বাড়িতে দেখা করতে আসে নি। ইতুর ফার্স্ট হওয়ার খবরও জেনে গেছে। বলল, 'ফার্স্ট হওয়া এমন কী কঠিন কাজ!'

'তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কে ফার্স্ট হতে যাবে বলো। শোনার পর থেকে ভাবছি তোমার ইংরেজি নোটের খাতাটা দেখব। ইংরেজিতে আমার নম্বর কখনো পঞ্চাশের ওপর ওঠে না।'

'ঠিক আছে, কাল এসো—দেখাব।'

দিদা ওঁর ঘরে ছিলেন। রিমকির নানি অমায়িক হেসে বললেন, 'আপনাদের নতুন প্রতিবেশী আমরা। পরিচয় করতে এলাম।'

রিমকি, সিমকি এসে দিদাকে সালাম করল। মিষ্টির হাড়ি দুটো টেবিলের ওপর রেখে বেদানার মাও রিমকিদের মতো দিদার পা ধরে সালাম করল। দিদা কাষ্ঠ হেসে একবার বললেন, 'থাক বাছা থাক।' আরেকবার বললেন, 'এত মিষ্টি আনবার কি দরকার ছিল?'

নানি বললেন, 'মিষ্টি মুখে দিয়ে পরিচয় করলে সারা বছর মিষ্টি কথা শুনব।'

নানিকে দিদার ঘরে রেখে ইতুরা রিমকিদের নিয়ে চিলেকোঠায় এল। বাড়ি ভাগের সময় উঁচু পাঁচিল দিয়ে ছাদও দু'ভাগ করা হয়েছে। ছাদে ওঠার সিঁড়ি আর চিলেকোঠা ইতুদের ভাগে পড়েছে। এত বড় ছাদ দেখে রিমকিরা বেজায় খুশি। সিমকি তো ছাদে উঠেই প্রজাপতির মতো ডানায় ভর করে এক পাক উড়ে এল। রিমকি বলল, 'আহা ছাদটা যদি আমাদের হত।'

ইতু বলল, 'রোজ এসে খেললেই হয়।'

রিমকি বলল, 'ছোটনদের সঙ্গে বড়দার আলাপ হয়েছে বুঝি? তোমাদের বড়দিকে দেখতে হবে একবার।'

ইতু বলল, 'বড়দি খুব রাগী মেয়ে।'

রিমকি মুখ টিপে হাসল—'আমাদের দেখলে তিনি মোটেই রাগবেন না।'

BANGLAPDF.NET

পৌষ মাস না আসতেই বেশ শীত পড়ে গেছে। ডিসেম্বর মাস পুরোটাই স্কুল বন্ধ। ছোটন রিমকিকে বলল, 'শীতে কি তোমরা পিকনিক কর?'

'নবরায় লেন-এর বাড়ির ভেতরে করতাম।' জবাব দিল রিমকি।

'বাড়ির ভেতরে বুঝি পিকনিক করে?' মুখ টিপে হাসল মিতু। 'শহরের বাইরে না গেলে কিসের পিকনিক?'

'আমাদের ওই বাড়ির পেছনে বড় একটা আমবাগান আছে। ওখানে নিজেরা রান্নাবাড়ি করতাম।'

'আমরা প্রত্যেক বছর পিকনিকে যাই।' ডাঁট দেখিয়ে বলল মিতু—'তেজগাঁয়ে আমাদের একটা বাগানবাড়ি আছে। ঘোড়ার গাড়িতে যেতে দু'ঘণ্টা লাগে।'

'এ বছর যাও নি?'

'যাব, এত তাড়া কিসের?' ছোটন বলল, 'শীতটা আরো একটু পড় ক।'

সিমকি বলল, 'আমাদের সঙ্গে নেবে, পিকনিকে আমরাও চাঁদা দেব।'

সিমকির কথা শুনে রিমকি আর ছোটনরা একটু বিব্রত বোধ করল। রিমকি ভাবল বাড়িতে কারো সঙ্গে কথা না বলে হুট করে এভাবে যেতে চাওয়া ঠিক হচ্ছে না। ছোটনরা ভাবল, দিদাকে না জানিয়ে রাজি হলে শেষে যদি দিদা বেঁকে বসেন। আমতা আমতা করে ইতু বলল, 'একসঙ্গে পিকনিক করলে ভালোই হবে। তবে সবকিছু ঠিক করেন দিদা আর বড় জেঠু। ওঁদের আগে বলতে হবে।'

রিমকি কাষ্ঠ হেসে বলল, 'সিমকি এমনি বলেছে। নানি আমাদের যেতে দিলে তো!'

দুখির মা এসে বলল, 'ম্যামানগো দাদিআম্মায় মিষ্টি খাওনের লাইগা বোলায়! চলেন গো সোন্দর মাইনষের সোন্দর মাইয়ারা।'

রিমকি-সিমকি দুখির মার সঙ্গে চলে গেল। রন্টু বলল, 'সবাই মিলে একসঙ্গে পিকনিকে গেলে কী মজাই না হবে!'

ঝন্টু বলল, 'মনে হয় না দিদা রাজি হবেন।'

ছোটন বলল, 'দিদাকে রাজি করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

কীভাবে দিদাকে রাজি করানো যেতে পারে এ-নিয়ে ওরা অনেক জল্পনা-কল্পনা করল। শেষে ঠিক হল সাইফ ভাইকে দিয়ে কথাটা প্রথম বড়দিকে বলতে হবে। বড়দি সেটা দিদার কাছে পাড়বে। বড়দের ভেতর লেখাপড়ায় ভালো বলে বড়দিকে দিদা একটু বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু কখনো সেটা কাউকে বুঝতে দেন না। তবে ছোটরা অনেক কিছুই লক্ষ করে, যা বড়দের চোখে পড়ে না।

একটু পরে ছুটতে ছুটতে রিমকি-সিমকি এসে বলল, 'আমরা এখন যাচ্ছি। কাল সকালে বাগানে এসো।'

রিমকিরা চলে যাওয়ার পর ছোটনরাও নিচে নামল। শুধু ইতু ওর শেষ না-করা বইটা নিয়ে বসল।

BANGLAPDF.NET

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় নামলে প্রথমে পড়ে ঢাকা-বারান্দা। বারান্দার পাশে আগে বসার ঘর, তার পর দিদার আর অন্যসব ঘর। ছোটনরা ভেবেছিল দিদার ঘরের পাশ দিয়ে চুপিচুপি বেরিয়ে যাবে। সন্ধে হতে চলেছে, এ-সময় বাইরে যাওয়া বারণ। অথচ পিকনিকের কথাটা সাইফ ভাইকে না বললেই নয়। ছোটনদের স্কুল বন্ধ থাকলেও মেডিকেল কলেজে ক্লাস হচ্ছিল। সাইফ ভাই কালই পিকনিকের কথাটা বড়দিকে বলতে পারে। বড়দিদের ক্লাস না থাকলেও ও রোজ কলেজে যায়। নাকি যে-কানো দিন ফল বেরোবে।

দিদা কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন। ওঁর একটা কথা ছোটনদের কানে যেতেই ওরা থমকে দাঁড়াল। দিদা বলছিলেন, 'ওসব হচ্ছে বড়লোকি ঢং। নাকি কুমিল্লা থেকে রসমালাই এনেছেন! কে খাবে ওসব! দিও ওই ছোঁড়াগুলোকে, আহ্লাদ করে দোতালায় নিয়ে এসেছে। নিচের বসার ঘরে বসালেই হত!'

বড় ফুপি বললেন, 'আমার তো ভদ্রমহিলাকে ভালোই মনে হল। বেথুন থেকে বি এ পাশ করেছেন, এতটুকু অহংকার নেই।'

'পড়ার নেই তো কী হয়েছে! রূপের অহংকার তো ষোলআনাই আছে। শুনলে না, হাসতে হাসতে দিব্যি বলল, আমাদের বংশে কালো কেউ নেই!

'না থাকলেও কি আছে বলবে আম্মা? দেখলেনই তো নানি-নাতনি সবাই কী সুন্দর!'

'তোমার কি আর কোনোকালেই বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না আকিকুননেসা? নেই তো নেই, সেটা বড় গলায় বলাটা মোটেই ভালো শোনায় না। তোমাকে আরো বলি বাছা, কিটকিটে ফর্শা হলেই যে মানুষ সুন্দর হয়—যারা এমন মনে করে, তাদের সবাই বোকার হদ্দ বলে। যাক, এসব নিয়ে আলোচনা না করে রান্নাঘরে গিয়ে তোমার ছোট চাচার জন্য কখানা রুটি বানিয়ে দাও গে। ওর তো আবার তোমার রুটি ছাড়া মুখে রোচে না।'

বড়ফুপি ঘর থেকে বেরোবার আগেই ছোটনরা ঝুলবারান্দায় চলে গেল। রিমকির নানির ওপর ভীষণ রেগে আছেন দিদা—এ-কথাটা ভাবতেই ওদের পিকনিকে যাওয়ার উৎসাহ থিতিয়ে গেল। বড় ফুপির সঙ্গে ওঁর কথা থেকে এটুকু শুধু পরিষ্কার হয়েছে ও-বাড়ির সবাই ফর্শা বলে দিদার যত রাগ। কারণ এ-বাড়িতে দিদা ছাড়া আর কেউ ও-বাড়ির ছেলেমেয়েদের মতে ফর্শা নয়।

বড় ফুপির পেছন-পেছন দিদাও যে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন ছোটনরা টের পায় নি। বারান্দায় ওদের দেখে দিদার মনে হলো এগুলোকে এখন থেকে সাবধান করে দিতে হবে। কাছে গিয়ে শান্ত গলায় বললেন, 'শুনলাম আজ সকালে নাকি তোমরা দশআনি বাড়িতে গিয়েছিলে? মতলব কী শুনি!'

ছোটদের যখন দিদা 'তুমি' বলেন তখন বুঝতে হবে তিনি রেগে আছেন। বেশি রেগে গেলে 'আপনি' বলেন। দিদার কথা শুনে কাষ্ঠ হেসে ছোটন বলল, 'কুল পাড়তে গিয়েছিলাম।'

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

'কুল পাড়তে গিয়ে ও-বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে অত গল্প কিসের বাছা! এই বেলা সাবধান করে দিচ্ছি—যখন-তখন ও-বাড়ি যাওয়া চলবে না।'

'কেন দিদা?' বোকার মতো প্রশ্ন করল সাদাসিধে রন্টু।

'তোমরা এখন বড় হচ্ছ!' শান্ত গলায় দিদা বললেন, 'আমি চাই না তোমরা এমন কিছু করো, যাতে এ-বাড়ির লোকদের কারো কাছে ছোট হতে হয়!'

ছোটন বলল, 'ওরা চাইলে তখন কথা না-বলাটাও তো অভদ্রতা হবে।'

'সেটা তোমরা জানো। আমি এসব পছন্দ করি না, শুধু এইটুকু মনে রাখলেই চলবে।' এই বলে দিদা নিচে নেমে গেলেন।

ভূপালী জেঠিমার আগমন

রিমকি সিমকিদের সঙ্গে মেশা যাবে না—দিদার এই ভয়ঙ্কর কথা শুনে ছোটনদের পৃথিবীটা মরুভূমি হয়ে গেল। লুকিয়ে নিশ্চয় দেখা করা যায় কিন্তু দিদার সঙ্গে ওরা কেউ মিথ্যে কথা বলে না। ধরা পড়লে কী জবাব দেবে! পরদিন সকালে ছোটনরা চিলেকোঠার ঘরে বসে এ নিয়ে অনেক কথা বলেও দিদাকে নরম করার কোনো পথ খুঁজে পেল না। পাওয়া সম্ভবও ছিল না, দুদিন পর হঠাৎ করে যদি ভূপালী জেঠিমা ওদের বাড়িতে বেড়াতে না আসতেন।

ওদের এক জ্যাঠা সেই কোন্‌কালে বিএ পরীক্ষায় ফেল করে বাড়ি থেকে পালিয়ে ভূপালে গিয়ে কিসের যেন ব্যবসা করে বড়লোক হয়ে গিয়েছিলেন। বিয়েও করেছিলেন জাঁদরেল এক পীর বংশে। ছোটনদের বাবা-কাকারা গিয়েছিলেন সেই বিয়েতে। ফিরে এসে ভূপালী জেঠিমার রূপের আর গুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কলকাতায় থাকতে এই রূপসী বউটি ওদের বাড়িতে বার-দুই এসেছিলেন, ঢাকা আসার পর একবারও আসেন নি। ছোটরা শুধু ওঁর নামই শুনেছে, চোখে দেখে নি।

সকালে দিদার হাঁকডাক শুনে বাবা, কাকা, জ্যাঠারা যেভাবে ছুটোছুটি করছিলেন, ইতুরা বুঝে ফেলল গুরুত্বপূর্ণ কেউ বাড়িতে আসছেন। দিদাকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, 'তোদের ভূপালী জেঠিমা আসবে বিকেলের ফ্লাইটে। ভীষণ বড়লোক ওরা। ঘরবাড়ি নোংরা করবি না, ভাববে সহবৎ শিখিস নি।'

দোতালায় ঝুলবারান্দার পাশে সবচেয়ে সুন্দর ঘরটা নতুন করে সাজানো হয়েছে ভূপালী জেঠিমার জন্য। দাদুর বিয়ের সময়কার আঙুরলতার নকশাকাটা জমকালো পালঙ্কে নতুন জাজিম আর চাদর বিছানো হয়েছে। জানালায় ধবধবে সাদা পর্দা ঝোলানো হয়েছে, যেগুলো মাড় দিয়ে শক্ত করে ধুয়ে ভাঁজে ভাঁজে কড়া ইস্তিরি করেছে গিরিবালা ধোপানীর বড় ছেলে। বড় একটা কাঠের আলমারি এ-ঘরে আগে থাকতেই ছিল। একটা আয়না-বসানো টেবিল আর খানতিনেক চেয়ার আনা হয়েছে। সবকিছু

BANGLAPDF.NET

বার বার মুছে আয়নার মতো চকচকে করে ফেলেছে দুখির মা।

ছোটন বলল, 'ভূপালী জেঠিমা আসছেন, কী মজা, তাই না রে!'

ইতু ভুরু কুঁচকে বলল, 'জানি না, শুনি না—কোনোদিন চোখেও দেখি নি। মজা কিসের শুনি!'

'জেঠিমা যে কদিন থাকবেন দিদার হাবভাব দেখে মনে হয় ওঁকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন। কে কোথায় যাচ্ছে সে-সব খবর রাখার সময় নিশ্চয় তাঁর হবে না।' বলতে গিয়ে ছোটনের গলায় আনন্দ উপচে পড়ল।

ইতু বলল, 'আমার তো মনে হচ্ছে বাবা-জ্যাঠাদের সঙ্গে দিদা আমাদেরও ফুট-ফরমাশ খাটিয়ে মারবেন। দিনের ভেতর পঞ্চাশবার বাজারে পাঠাবেন, নইলে পাঠাবেন কাউকে ডাকতে। ওসব বড়লোকদের মেজাজও বড়লোকি হয়!'

ঝন্টু ঝাঁঝাল গলায় বলল, 'তুই সবসময় খারাপটাই আগে দেখিস।'

ভূপালী জেঠিমাকে আনতে তেজগাঁ এয়ারপোর্ট গিয়েছিলেন বাবা, কাকা, জ্যাঠা সবাই। ছোটকার অফিসের একটা হুডখোলা জিপ ছিল। বন্ধুর কাছ থেকে এনেছেন মস্ত এক ফোর্ডগাড়ি। জেঠিমাকে নিয়ে ঘরে ফিরতে সন্ধে গড়িয়ে গেল।

ঝলমলে ঘারারা কুর্তা পরনে, এক গা হীরেমুক্তোপান্নার গয়না নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন ভূপালী জেঠিমা। ফোর্ডগাড়ির দরজা দেখে ফিক করে হাসলেন। বিশাল শরীর নিয়ে হাঁসফাঁস করে এগিয়ে গেলেন দিদার দিকে। পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বললেন, 'আপনি কেমুন আছেন চাচিজান! কত্তো বরস্ পর মোলাকাত হল! বহুবিটিয়ারা সব ভালো আছো তো?'

ভূপালী জেঠিমার কথায় উর্দু টান—ছোটনরা শুনে খুব মজা পেল। ধবধবে ফর্শা গায়ের রঙ, পানখাওয়া ঠোঁট দুটো টুকটুকে লাল, গোলগাল হাসিহাসি নিষ্পাপ মুখ, দুচোখে স্নেহ-ভালোবাসার অথৈ সমুদ্র।

দিদাকে সালাম করে উঠতেই তিনি ওঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—'আমার হিসেব আছে ভূপালী বউ। তোর সঙ্গে আঠার বছর পর দেখা হল।'

আগে থেকে দিদা বলে দিয়েছেন—মা, কাকী, জেঠিরা সবাই দিদার ভূপালী বউ-এর পা-ছুঁয়ে সালাম করলেন। সিংদরজার বাইরে রাস্তার লোকজন উঁকি দিচ্ছিল নতুন অতিথির সাজের বহর দেখে।

মা কাকিমারা একবাক্যে স্বীকার করলেন, বয়স যদিও ষাটের কাছে—ভূপালী বুবুকে মনে হয় না পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। আর কী টকটকে গায়ের রঙ, যেন গা দিয়ে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে! দিদা ভাবলেন, পাশের বাড়ির ওদের একবার এনে দেখাতে হবে রূপ কাকে বলে।

ভূপালী জেঠিমার সঙ্গে এসেছে মস্ত বড় দুটো ট্রাঙ্ক। ঘরে গিয়ে যখন খুললেন তখন সবার চোখ ছানাবড়া। সবার কথা মনে করে জিনিসপত্র এনেছেন তিনি। দিদা থেকে শুরু করে সবার ছোট রন্টু ঝন্টু কেউ বাদ পড়ল না। লম্বা একটা ফর্দ বের করে সবার

BANGLAPDF.NET

গরিব দুখি মানুষ বইলা গিন্না কইরেন না গো...

নাম মিলিয়ে উপহার বিলি করলেন। কাজের বুয়া দুখির মার জন্য কিছু আনার কথা নয়—ওকে দিলেন এককৌটো সুগন্ধি জর্দা। দুখির মা বলে দুবেলা ওর ভাত না খেলেও চলে কিন্তু পান ছাড়া ওর একদণ্ডও চলে না। ইতুদের বাড়িতে আসার এক ঘণ্টার ভেতর ভূপালী জেঠিমা সবার মন জয় করে ফেললেন।

পরদিন সন্ধেবেলা সবাইকে নিয়ে টানা-বারান্দায় বসে গল্প করছিলেন তিনি। দিদা ছাড়া সবাই আসর জমিয়ে বসেছিল। দিদা সকাল থেকে সেই যে রান্নাঘরে ঢুকেছেন। বেরোবার নাম নেই। ইতুরা রান্নাঘরে শতরঞ্জি পেতে খায়। খাওয়ার সময় একবার খালি দিদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তারপর ওরা সারা বিকেল কাটিয়ে এসেছে রিমকি-সিমকিদের বাড়িতে। মা, কাকিমারা সবাই ভূপালী জেঠিমাকে নিয়ে ব্যস্ত। ছোটন আর ঝন্টু ঠিকই বলেছিল, ভূপালী জেঠিমাকে নিয়ে বাড়ির সবাই যে-ভাবে মেতে আছে, ওরা কী করছে কোথায় যাচ্ছে সেদিকে কারো খেয়ালই নেই।

বারান্দায় বসে জেঠিমা ভূপালের গল্প করছিলেন। সামনে রাখা পানদান থেকে বড় দুখিলি পান মুখে ফেলে তিনি বললেন, 'আমার দাদাজানের ছোটভাই ছিলেন মস্ত কামেল পীর। আমরা তিনাকে ডাকতাম ছোড়দাদু বলে। তোমাদের ইয়াদ আছে তো—আমার দাদাজানের আব্বাহুজুর বাঙ্গাল মুলুক থেকে ভূপাল গিয়েছিলেন। তিনিও বহুৎ বড়া বুজুর্গ আদমি ছিলেন। তিনার ওফাতের সময় ছোড়দাদুকে গদ্দিনশিন করে যান। বেশুমার মুরিদ ছিল তিনাদের। দিন নাই, রাত নাই—কাহাঁ কাহাঁ মুল্লুক থেকে যে ওরা আসত তার হদিস কেউ জানত না। ছোড়দাদুর কাছে শুনেছি, ওদের বেশিরভাগ ছিল জিন। তিনি ছাড়া দুসরা কেউ বনিআদম আর জিনের ভিতর ফারাক করতে পারত না। জানো তো, আল্লাপাক জিনদের বানিয়েছেন আগুন দিয়ে।'

গল্প বলার সময় ভূপালী জেঠিমা জানেন কখন একটু বিরতি দিতে হয়। রুপোর পিকদানিতে পিচিক করে পানের পিক ফেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে-থাকা নানা বয়সী

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

আগ্রহী মুখগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন, 'ছোড়দাদু একদিন খেতে বসে দেখেন পাতের কাছে ক্ষিরসাপাতি আম। ডিসেম্বর মাসে আমাদের ভূপালে কেন মালদাতেও তোমরা আম পাবে না। দাদুর ছিল চার বিবি। বড় বিবিদাদুকে ডেকে বললেন, বড়িবি আম এল কোত্থেকে? বড় বিবিদাদু বললেন, বাদ মাগরেব আপনার দুজন নয়া মুরিদ এসে একঝুড়ি আম দিয়ে গেছে। শুনে দাদু আর কিছু বললেন না। যা বোঝার বুঝে নিয়ে গম্ভীরমুখে খানা খতম করে তাঁর খাস কামরায় গিয়ে এবাদতে বসলেন। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন বড় বিবিদাদুকে দেখেছি। বুড়ো হয়েছিলেন জরুর, লেকিন দেখতে ছিলেন হুরপরিদের মতো। দুধের মধ্যে জাফরান দিলে যে-রকম দেখায় সে-রকম ছিল তিনার গায়ের রঙ। নাক, চোখ, ঠোঁট—সব ছবির মতো আঁকা। আমরা ভারি ভয় পেতাম। ছোড়দাদুর মঝলি বিবি বলতেন, বড়িবির কাছে কখনো যাস নে। ও মানুষ নয়, জিনের পয়দায়েশ। কখন কী বেআদবি করবি তার কি কোনো ঠিক আছে!'

দোক্তা নেয়ার জন্য ভূপালী জেঠিমা যখন থামলেন, ইতুদের মেজো ফুপি প্রশ্ন করলেন, 'আপনার মেজো দাদিআম্মা বুঝি খুব হিংসুটে ছিলেন?'

'ছিলেন হয়তো।' একগাদা দোক্তা মুখে ফেলে কাষ্ঠ হেসে ভূপালী জেঠিমা বললেন, 'তবে কথাটা যে তিনি ঝুট বলেন নি সেটা আমরা হরবখত টের পেতাম।'

'বলো কি গো রাঙা বউ!' চোখ কপালে তুলে বড় ফুপি বললেন, 'তোমরা যে জিনের বংশ তাতো জানতাম না?'

এ-কথা শুনে যারা ভূপালী জেঠিমার ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে গল্প শুনছিল তারা একটু সরে বসল। ভেতরের বারান্দায় আলো থাকলেও ঝুলবারান্দার ওপরটা ছিল অন্ধকার। ভেতর থেকে আসা আবছা আলোতে মোটাসোটা, টকটকে ফর্শা চুমকি বসানো জমকালো শাড়ি আর এক গা গয়না-পরা জেঠিমাকে একটু অন্যরকমই লাগছিল। তার ওপর মাঝেমাঝে গা কাঁপিয়ে বয়ে যাচ্ছিল ঠাণ্ডা হিমভেজা উত্তুরে বাতাস।

রাঙা জেঠুর চেয়ে ফুপির বয়স বেশি বলে জেঠিমা তাঁর কথায় রাগতে পারলেন না বটে, তবে মনঃক্ষুণ্ন হলেন ঠিকই। শুকনো গলায় বললেন, 'বড়বু যে কী বলেন। আমাদের খানদান হল ভূপালের সবচে রইস খানদান। এক ডাকে সবাই চেনে, ইজ্জত করে। বড় বিবিদাদুর তো কোনো ছেলেমেয়েই ছিল না, বংশ আসবে কোত্থেকে! তাছাড়া ছোট বাচ্চাদের তিনি নফরত করতেন কাপড় নোংরা করে দেয় বলে। সারাক্ষণ ওজু আর ইবাদতের মধ্যে থাকতেন। তুলোর মতো নরম তুলতুলে ছিল হাত-পা। গলার আওয়াজ ছিল ভারি মিঠা। বাড়ির মেয়েদের তিনিই কোরান শরিফ পড়াতেন। অসময়ের আনার, আম, আনারস, আপেল, মোসাম্বি এনে দিতেন। বলে দিয়েছিলেন এ নিয়ে কেউ যেন কোনও কথা না বলে।'

একটু থেমে খানিকটা চুন মুখে দিয়ে ভূপালী জেঠিমা বললেন, 'শুধু কি এই! মেয়েদের অসুখবিসুখ হলে কোনোদিন ডাক্তার হেকিম ডাকা হয় নি। বড় বিবিদাদুর পানিপড়ার

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

চেয়ে ভালো দাওয়াই আর কিছু ছিল না। ছেলেরা খেত ছোড়দাদুর পড়া পানি।'

'শুধু পানি খেয়ে সব অসুখ সেরে যেত?'

ভিড়ের ভেতর কে প্রশ্ন করল ভূপালী জেঠিমা ঠাহর করতে পারলেন না। শক্ত গলায় বললেন, 'শুধু পানি নয়, দোয়াদরুদ পড়া পানি। আর হায়াত মউত সব আল্লাপাকের হাতে। তিনি যাঁকে উঠিয়ে নিতে চান কোন্ ডাগদারের সাধ্যি আছে তাকে ধরে রাখে!'

ইতুর মেজদি সদ্য ঢুকেছে মেডিক্যাল কলেজে। চাপা গলায় পাশে বসা মামাতো ভাই রবিকে বলল, 'তাহলে যে দেশ থেকে মেডিক্যাল কলেজ আর হাসপাতাল সব তুলে দিতে হয়!'

ভাগ্যিস ভূপালী জেঠিমা কানে একটু কম শোনেন। বললেন, 'ভূপালে আমাদের যে তিনমহলা বাড়ি—একমাসে সব কাজ শেষ হল, দরজা-জানালার রং-চুনকাম কিছুই বাকি থাকল না। লোকে শুনে এখনো অবাক হয়।

ইতু চাপা গলায় ফোড়ন কাটল, 'মিস্ত্রিগুলো পানিপড়া খেয়ে সব সুপারম্যান হয়ে গেছিল।'

একটু থেমে জেঠিমা আবার বলল, 'কারিগরদের ভেতর মানুষ আর কজনই বা ছিল? বেশিরভাগ ছিল জিন। ছোড়দাদুর কাজ বলে একপয়সা মজুরি নেয় নি। দরজা জানালায় কাঠের কাজ দেখলেই বোঝা যায় ওসব মানুষের কম্মো নয়।'

এরপর তিনি শুরু করলেন বাড়ির জিনিসপত্রের গল্প—কার্পেট সব কাশ্মীর থেকে আনা। দরজা-জানালার পর্দা তখন থেকেই জয়পুর থেকে আনা হত, এখনো তাই। নইলে বংশের ইজ্জত থাকে না।

নিরীহ গলায় ছোড়দি জানতে চাইল, 'এখনে কি জিনরা পর্দা, কার্পেট এনে দেয়?'

'তা কেন হবে?' ভূপালী জেঠিমা একটু বিরক্ত হলেন—'ছোড়দাদুর আমলেই তো আরও তিনটে বাড়ি বানানো হয়েছে। জমি-টমিও কম কেনা হয় নি।' এই বলে একটু থেমে মুখ টিপে হাসলেন—'ওঁরা যে একেবারেই আসেন না তাই বা বলি কেন! মাঝে মাঝে আসেন। ছোটদাদুর ওফাতের দিন যে ওরস হয়, বেগুমার মুরিদরা আসে। রান্নাবাড়া আর সব কাজকম্মো ওঁরাই সামলান। আমার দুই চাচেরা ভাই সেই যে দেশান্তরি হলেন তারপর বংশে বলতে গেলে একা আমিই আছি। ওঁদের মদদ না পেলে আমার পক্ষে এত কিছু করা কি সম্ভব?'

ভূপালী জেঠিমা কয়েকদিনের ভেতর পাড়ার মেয়েমহলে সবার মন জয় করে ফেললেন। বাড়ি বাড়ি তাঁর ট্রাঙ্কভরা শাড়ির গল্প, বনেদি প্যার্টার্নের গয়নার গল্প—তাছাড়া বাড়ির লোকজনের বাইরে পাড়ার যে-সব মহিলা নিয়মিত গল্পের আসরে আসতেন, ওঁদের এটা-সেটা উপহার দিয়ে রীতিমতো ভক্ত বানিয়ে ফেললেন। সবাই খুব খুশি হল যখন শুনল তিনি ঢাকাতে একমাসের জন্য বেড়াতে এসেছেন। দুখির মার

BANGLAPDF.NET

বড় ছেলের জ্বর ছাড়ে না সাতদিন। ওষুধপত্রও খাইয়েছে চেয়েচিন্তে এনে, কিছুই হয় নি; সেই ছেলে ভূপালী জেঠিমার পানিপড়া খেয়ে দিব্যি ভালো হয়ে গেল। দুখির মা পারলে সারাদিন ওঁর পায়ের ওপর পড়ে থাকে।

জেঠিমা অবশ্য পানিতে ফুঁ দেয়ার আগে অনেক মানা করেছিলেন—'আমার পানিপড়া কাজে লাগবে কেন দুখির মা! আল্লার গুনাহ্‌গার বান্দি আমি। এসব করলে গুনাহ্‌র খাতা ভারি হবে।' দুখির মা সে-সব আধ্যাত্মিক কথা বুঝল না। হাউমাউ করে কেঁদে বলল, 'গুরব দুখি মানুষ বইলা গিন্না কইরেন না গো। পোলাডা আমার মইরা যাইব গো। আপনের পানিপড়া কামে না লাগলে আর কারটা লাগব? কত বড় পীর বংশের ঝিয়ারি আপনে...।' দুখির মার বিলাপে বাধ্য হয়েই পানিতে ফুঁ দিতে হল তাঁকে। বললেন, 'খাবিস এক জিনের নজর লেগেছে।'

ইতুর মেজদি বলতে গিয়েছিল 'আমি যে দুটো এ্যাসপ্রো খাওয়ালাম!'—কথা শেষ করার আগেই মেজ ফুপির ধমক খেয়ে চুপ মেরে গেল। দুখির মার ছেলে ভালো হয়েছে খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এল গিরিবালা ধোপানী। সেদিন ছিল বুধবার, ওর আসার তারিখ নয়। দিদা অবাক হয়ে বললেন, 'আজ কী মনে করে আসা হল?'

গিরিবালা বলল, 'আমি পাপীতাপী মানুষ বড়মা। কুনদিন পুণ্যিবান মাইনষের পায়ের ধুলা লইতে পারি নাই। আপনেগো বাড়িতে গোপাল না কোনপালের এক অতিথ আইছে। হ্যার এটু পায়ের ধুলা লমু গো বড়মা।'

দিদা মুখ টিপে হেসে বললেন, 'বুঝেছি তোর মতলব। এইবেলা তোকে সাবধান করে দিচ্ছি, এসব গল্প বাইরে করবি না। তোদের জ্বালায় না ভূপালী বউকে শেষে পালাতে হয়!'

গিরিবালার ছিল কাপড়ের মোট বওয়ার একজোড়া গাধা। দুদিন ধরে ছেলে গাধাটা কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। আশেপাশের বাড়িঘর, সরকারি খোঁয়াড়—সবই খোঁজা হয়েছে, কোথাও পাজিটাকে পাওয়া যায় নি। ভূপালী জেঠিমাকে গিরিবালা বলল, 'পীরের দরগায় আমি পাঁচসিকার সিন্নি দিমু গো মা। আপনে আমার মুখপোড়া পাজিটার খবর কইয়া দেন।'

ভূপালী জেঠিমা বললেন, 'আমার অত ক্ষমতা কি আছে? আল্লাপাকের শানে কত গুনার কাজ করেছি। আমার মতো আল্লাহর গুনাহ্‌গার বান্দী আর কে আছে? আমাকে দিয়ে এসব কাজ কেন করাতে চাও তোমরা?'

গিরিবালাও দুখির মার কায়দায় চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'আমি ছোট লোক বইলা আমারে এটু পানিপড়া দিবেন না গো বড় মাইনষের ঝিয়ারি?'

ভূপালী জেঠিমা তাড়াতাড়ি ওকে পানিপড়া দিয়ে বিদেয় করলেন। আর কী আশ্চর্য কাণ্ড, পরদিন সকালে ওর গাধা এসে হাজির!

ছোটনদের কাছে এসব খবর শুনে রিমকিদের মা, চাচি, নানি দু'হাড়ি মিষ্টি নিয়ে

BANGLAPDF.NET

ভূপালী জেঠিমার সঙ্গে দেখা করে গেলেন। ইতুদের ভালো লাগল দিদাকে হেসে হেসে রিমকির নানির সঙ্গে কথা বলতে দেখে। দিদা খুশি হবেন না কেন! ভেবেছিলেন দশআনি শরিকের অংশ কিনে ওরা বড়লোকী দেখাতে এসেছে। ওদের চেয়ে বড়লোক, আর ওদের চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর দেখতে আত্মীয়স্বজন ওঁদের বাড়িতে আসে—এটা কম কথা নয়! সেদিন রিমকির নানিদের দিদা জোর করে রাতে ভাত খাইয়ে ছাড়লেন। রিমকির নানিদের ভক্তি দেখে ভূপালী জেঠিমাও কম খুশি হন নি।

চিলেকোঠার ঘরে বসে ইতুরা নিশ্চিন্তে রিমকি-সিমকির সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিল। ছোটন বলল, 'ভূপালী জেঠিমাকে আজই বলতে হবে আমরা দুবাড়ি একসঙ্গে পিকনিকে যাব।'

রিমকি জানতে চাইল, 'এবার তোমরা যাচ্ছ কোথায়?'

'গতবার গিয়েছিলাম তেজগাঁ।' জবাব দিল ইতু—'এবার যাব জয়দেবপুরের রাজবাড়িতে। পরশু দেখেছি রাজবাড়ির ম্যানেজারের সঙ্গে ছোটকা বসে গল্প করছেন। আগেও একবার গিয়েছিলাম ওখানে।'

ছোটন বলল, 'ছোটকাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তারিখ ঠিক করে ফেলেছে কিনা। সাইফ ভাইর সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

রাতেই ওরা সবাই ভূপালী জেঠিমাকে গিয়ে ধরল। রিমকি বলল, 'জেঠিমা আপনি দিদাকে বলুন আমরাও পিকনিকে যাব।'

পিকনিকের কথা ভূপালী জেঠিমার কানে এসেছে। বললেন, 'এটা তো বহুত খুশির খবর বেটি, আমি চাচিজানকে জরুর বলব।' জেঠিমাকে কী যেন বলতে এসেছিলেন দিদা, ছোটদের জটলা দেখে বললেন, 'তোরা বুঝি ভূপালী বউকে একদণ্ড বিশ্রাম নিতে দিবি না? আজ আর কোন গল্প নয়।'

ভূপালী জেঠিমা একগাল হেসে বললেন, 'না চাচিজান, ওরা আমাকে বিরক্ত করছে না। আমি বলছিলাম, রুমকিদের সবাইকে বলুন না আমাদের সঙ্গে পিকনিকে যেতে। সদরুদ্দিনকে বলে দেবেন আমার নামে একশ টাকা চান্দা লিখে রাখতে।'

ছোটনদের পিকনিকে সবাইকে চাঁদা দিতে হয়। ছোটরা যারা স্কুলে যায় তাদের একটাকা, কলেজ পড় য়াদের দুটাকা, আর যারা কামাই করে তাদের গিন্নিদের দশটাকা করে। ছোটরা টিফিনের পয়সা থেকে পিকনিকের চাঁদা বাঁচিয়ে রাখত। সব মিলিয়ে দেড়শ টাকার মতো চাঁদা ওঠে। তখনকার দিনে পোলাওর চালের সের ছিল একটাকা, দু'টাকায় ভালো মুরগি পাওয়া যেত।

ভূপালী জেঠিমার চাঁদার কথা শুনে দিদা হেসে বললেন, 'তুমি মেহমান, তোমাকে চাঁদা দিতে হবে না।'

'না বললে আমি শুনব কেন চাচিজান। জাহানারাকে বলেছি পিকনিকে আমি কবুতরের রোস্ট খাওয়াব সবাইকে একটা করে। আপনি রিমকিদের বাড়ির সবাইকে বলে দেবেন।'

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

দিদা বললেন, 'তুমি যখন একশ টাকা চাঁদা দিচ্ছ ওদের আর চাঁদার কথা বলব না, বরং ওরাই আমাদের মেহমান হোক।'

আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছোটন, ঝন্টু আর মিতু ছুটে এসে দিদাকে জড়িয়ে ধরল। হইচই করে বলল, 'আমরা কবে যাব পিকনিকে?'

মৃদু হেসে দিদা বললেন, 'কেন সদরুদ্দিন বলে নি বুঝি? সামনের রোববারেই তো যাচ্ছি! এবার আহ্লাদ থামিয়ে নিচে খেতে আয়। অনেক কাজ পড়ে আছে।'

ভূপালী জেঠিমা কী যেন বলতে এসেছিলেন—মনে করতে না পেরে দিদা আবার নিচে নেমে গেলেন।

বাড়ি যেতে যেতে রিমকি বলল, 'রোববারে গেলে ভাইয়ার পিকনিকে যাওয়া হবে না।'

'কেন হবে না?' জানতে চাইল ইতু।

'কাল চিটাগাং যাবেন জরুরি কী কাজে।'

সিমকি বলল, 'ভাইয়া না গেলে কী হবে, আমরা যাব।'

রাতে ছোটনরা অনেক রাত পর্যন্ত ভূপালী জেঠিমার সাথে গল্প করছিল। ইতু বলল, 'এ-রকম মানুষ আর হয় না।'

ছোটন বলল, 'দিদার মতো রাগী মানুষকে কীরকম পটিয়ে ফেলেছেন দেখেছিস? ভূপালী জেঠিমা না এলে রিমকিদের সঙ্গে এ-জন্মে আর পিকনিক করতে হত না।'

'পিকনিক দূরে থাক, মেশা পর্যন্ত বারণ হয়ে গিয়েছিল সেদিন শুনিস নি!'

ঘুমোতে যাওয়ার আগে সবাই মনে মনে ভূপালী জেঠিমাকে চিয়ার্স জানাল।

পিকনিকে ঝকমারি

পিকনিকের চাঁদা তোলার ভার থাকে ইতুদের বড় জেঠুর ওপর। সেজকার দায়িত্ব হচ্ছে গাড়ির ব্যবস্থা করা। ছোটকা আর বড়দার কাজ বাজার করা। ফর্দ মিলিয়ে বাজার বুঝে নেন বড় ফুপি আর মেজো জেঠিমা। ইতুরা চাঁদা তোলার ব্যাপারে বড় জেঠুকে সাহায্য করে। কাজটা যেহেতু ওদের নয়, বাজার করে পয়সা বাঁচলে বড় জেঠু এটা-সেটা কিনে দিয়ে ওদের পুষিয়ে দেন। গতবার ওদের পাঁচজনকে যেমন ঘুড়ি আর মাঞ্জা দেয়ার সুতো কিনে দিয়েছিলেন। আগেরবার বেশি পয়সা বাঁচে নি, ওদের সবার ভাগে পড়েছিল একট করে গাবের লাটিম। ইতুরা ফাও যা পায় তাতেই খুশি। তবে ছোটকা আর বড়দার সঙ্গে পিকনিকের সময় প্রত্যেকবার বড় জেঠুর একট ঝগড়াঝাঁটি হবেই।

গণ্ডগোল হয় বাজার করা নিয়ে। মা, কাকী, জেঠিদের সঙ্গে পরামর্শ করে বড় জেঠু পিকনিকের মেনু ঠিক করে ছোটকার হাতে ফর্দ আর টাকা যখন ধরিয়ে দেন তখন থেকেই শুরু। ফর্দের ওপর চোখ বুলিয়ে আঁতকে ওঠেন ছোটকা—'এটা একটা ফর্দ হল বড়দা? টাকা দিয়েছ দেড়শ' 'ফর্দ দিলে তিনশ টাকার—বাকি টাকার জন্য কার পকেট কাটতে যাব শুনি!'

Banglapdf.net Exclusive!

ইঞ্জি চেয়ারে শুয়ে পা নাচাতে নাচাতে বড় জেঠু বলেন, 'পয়সা যদি একটু কম মারো—ওতেই সব হবে।'

'প্রত্যেকবার তুমি এক কথা বলো বড়দা। আমি টাকা মারলে মেজদাকে কেন দাও না? তুমি নিজে কেন যাও না? দরকার নেই আমার পিকনিক করে।'

আগের মতো শান্তগলায় বড় জেঠু বলেন, 'তুই বেশি বাড়াবাড়ি করছিস ছোট। কাজটা তোর, তোকেই করতে হবে। ছোট মুখে বড় কথা মানায় না। মেজোর অনেক কাজ আছে, তোর মতো বেকার খাতায় চিরদিনের জন্য নাম লেখায় নি।'

বি এ পাশ করে পাঁচ বছর ধরে ঘরে বসে আছেন ছোটকা। এ নিয়ে কেউ কিছু বললে ওঁর মন খারাপ হয়ে যায়। বড় জেঠুর কথা শুনে গাঁইগুঁই করে করে বলেন, 'ঠিক আছে, বাজারে এই দামে যা পাব তাই কিনব। শেষে বলতে পারবে না আলু পচা কেন, মুরগির গায়ে মাংস নেই কেন—ওসব আমি শুনতে পারব না।'

শেষপর্যন্ত ছোটকা জিনিস সবই আনেন, ভালো জিনিসই কেনেন, তবু বড় জেঠুর ধারণা ছোটকা আর বড়দা মিলে সিনেমা দেখার পয়সা নাকি ঠিকই বাঁচান।

এবার অবশ্য টাকার পরিমাণ বেশি দেখে ছোটকা তেমন কিছু বললেন না। শুধু মাথাপিছু একটি কবুতর শুনে সামান্য আপত্তি করলেন—'ছোটদের আর মেয়েদের আধখানা করে দিলেই তো হয় বড়দা, পয়সা যদি না কুলোয়!'

ছোটনরা কাছেই ছিল। খাওয়ার ব্যাপারে মিতু একটু পেটুক বলে বদনাম আছে। বলল, 'ভূপালী জেঠিমা হিসেব করে টাকা দিয়েছেন ছোটকা। অন্য কোনো ফন্দি যদি করো দিদা আর জেঠিমা দুজনকেই বলে দেব।'

দিদাকে ভীষণ ভয় পান ছোটকা। পারতপক্ষে ওঁর সামনে যান না। ভালো করেই জানেন ছোটদের তিনি কীরকম আস্কারা দেন। শুকনো গলায় বললেন, 'ভারি বদ হয়েছিস তো ছোঁড়া! সবকথা মাকে কেন বলতে হবে শুনি!'

'আস্ত রোস্ট পেলে বলব না।' এই বলে ছোটনরা সরে গেল সামনে থাকে।

পিকনিকের মাত্র আর একদিন বাকি, সেজকা এসে এক দুঃসংবাদ দিলেন—রোববারের জন্য গাড়ি পাওয়া যাবে না।

প্রত্যেক বছর সেজকা তাঁর অফিস থেকে গাড়ি ম্যানেজ করেন। তেলের পয়সাটা শুধু দিতে হয়, ড্রাইভার দুজন পিকনিকের ভোজ পেলেই খুশি। দিদা অবশ্য দুজনকে দুটাকা করে বখশিসও দেন। এবার বলা হয়েছিল তিনটে গাড়ি লাগবে। ভূপালী জেঠিমা আছেন, রিমকিদের বাড়ি থেকেও সাত-আটজন যাবে—বড় জেঠু পইপই করে বলে দিয়েছিলেন, 'তিনটে গাড়ির কমে হবে না সেজো। কথা বলে দেখ জোগাড় করতে পারবি কিনা, নইলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

সেজকা একগাল হেসে বললেন, 'অন্য ব্যবস্থা মানে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে তেজগাঁর বাগানবাড়িতে যাওয়া! গতবারই তো গিয়েছিলাম। পিকনিকের আসল মজা কি ওতে হয়! তুমি কিছু ভেব না বড়দা। গাড়ি আমি ঠিকই ম্যানেজ করব।'

BANGLAPDF.NET

গাড়ির ব্যাপারে সবাই ষোলআনা নিশ্চিন্ত ছিল। সেজকার কথার কোনো নড়চড় হয় না। অথচ শুক্রবার সন্ধেবেলা তিনি শুকনো মুখে অফিস থেকে ফিরে বড় জেঠুকে বললেন, 'ঝামেলা হয়ে গেল যে বড়দা! বিদেশ থেকে এক সার্ভে টিম এসেছে। কাল অফিসের তিনটে গাড়ি নিয়ে বড় সায়েব সিলেট যাচ্ছেন। আমাকে বললেন, তোমাদের তো ফ্যামিলি পিকনিক, একসপ্তাহ পিছিয়ে দাও।'

মা, কাকিমারা সবাই হইচই করে উঠলেন—'সে কী, সবাইকে বলা হয়ে গেছে, কেনাকাটাও করা হয়েছে—সাতদিন পেছাবে বললেই হল!'

বড় জেঠু কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'এ-রোববারে যদি যেতে চাও কপালে ঘোড়ার গাড়িই আছে তেজগাঁ পর্যন্ত। কী আর করবে! পিচ্চিগুলোর একটু মন খারাপ হবে—এই যা!'

ভূপালী জেঠিমা শুনে বললেন, 'তোমরা কিছু ভেব না। আমার এক চাচেরা ভাইর লাড়কা থাকে সেগুনবাগিচায়। ওরা বহুৎ পয়সাওয়ালা আদমি আছে। দাঁড়াও, ওকে বলি দুতিনখানা গাড়ি ব্যবস্থা করে দিতে।'

দিদা বললেন, 'থাক না রাঙাবউ, মিছেমিছি অচেনা মানুষকে বিরক্ত করবে কেন? এমন কোনো তাড়া তো নেই! পরের রোববারে গেলেই হয়।'

'না চাচিজান, আপনি বাধা দেবেন না। সবাই নিয়ত করে ফেলেছে এই রবিবারে—ছোটদের মন ভেঙে যাবে। মীর্জা এহতেশাম আমার চাচেরা ভাইর লাড়কা হলে কী হোবে, এ আমার আপনা আওলাদের চেয়েও বেশি। গত বছর ভূপাল গিয়ে আমাকে বলেছিল, ঢাকা এলে ওকে স্রেফ একটা খবর পৌঁছাতে।'

ভূপালী জেঠিমার আগ্রহ দেখে দিদা আর কিছু বললেন না। ছোটনরা মহাখুশি, টেলিফোনেই ভূপালী জেঠিমা তিনখানা গাড়ি ম্যানেজ করে ফেললেন। সেজকার কথা শোনার পর থেকে ইতু ভেবে পাচ্ছিল না রিমকিদের কী করে বলবে মাইক্রোবাসের বদলে ঘোড়ার গাড়িতে পিকনিকে যাবে! নিজেরা হলে কথা ছিল না। রিমকিদের এত জাঁক করে বলেছে গাড়িতে করে জয়দেবপুর যাবে—ভূপালী জেঠিমা না থাকলে কী লজ্জার ব্যাপারই না হত!

পরদিন দিদা ভূপালী জেঠিমার 'চাচেরা ভাই'র ছেলেকে নেমন্তন্ন করলেন দুপুরে খেতে। হোক না আত্মীয়, কোনোদিন তো জানতেন না! ভাবলেন একটা ধন্যবাদ দেয়া উচিত—সেজন্যে এই নেমন্তন্ন।

মস্ত লম্বা ধবধবে সাদা একটি ফোর্ড গাড়ি হাঁকিয়ে এল ভূপালী জেঠিমার 'চাচেরা ভাই'র ছেলে মীর্জা এহতেশাম। বয়স বেশি হলে বছর তিরিশেক হবে। একটু ভারি শরীর, গায়ের রঙ একেবারে বিলেতি সাহেবদের মতো। চোখের রঙও কটা। দুই ঝুড়ি কমলা এনেছে, নাকি ওদের সিলেটের বাগানের। দিদাকে বলল, 'এটা আমার পিকনিকের চাঁদা। বহুত খায়েশ ছিল যাওয়ার। জরুরি এক কাজ পড়ে গেছে। সামনের বছর জরুর যাব।'

ভূপালী জেঠিমার মতোই কথায় উর্দু টান, তবু ছোটনদের খুবই ভালো লাগল

Banglapdf.net Exclusive!

না চাচীজান....ছোটদের মন ভেঙে যাবে

এহতেশাম ভাইয়াকে। ভূপালী জেঠিমাই ওদের বলে দিয়েছেন এহতেশাম ভাইয়া ডাকতে। এত বড়লোক, অথচ এতটুকু অহঙ্কার নেই। ছোটনদের সঙ্গে বন্ধুর মতো অনেক কথা বলল। কার কী হবি, বড় হলে কে কী হবে—এসব জিজ্ঞেস করল। ওদের একটা মস্ত বাগানবাড়ি আছে টঙ্গিতে। বলল, ওখানে একদিন গাড়িতে করে সবাইকে নিয়ে যাবে পিকনিকে। বিরাট এক পুকুর আছে—দশ-পনের সেরের রুই কাতলারা সারাক্ষণ লাফালাফি করে সেখানে। ওরা গেলে পুকুরের মাছ ধরে খাওয়া হবে। শীতকালে ওখানে সবরকম সবজির চাষ হয়। কয়েক ঘণ্টার ভেতর ছোটনদের সবাইকে ওর মহাভক্ত বানিয়ে ফেলল।

সন্ধেবেলা রিমকিদের বাগানে বসে ছোটনরা যখন পিকনিকের কথা আলোচনা করছিল, তখন সবাই একবাক্যে স্বীকার করল, এত মজার পিকনিক আগে কখনো হয় নি। মিতু বলল, 'আস্ত একটা কবুতরের রোস্ট. সঙ্গে থাকবে খাসির বিরিয়ানি, মুরগির দোপেঁয়াজি আর সীতারাম মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের দই। ভাবতে পারিস কী দারুণ এক খাওয়া হবে!'

ঝন্টু বলল, 'এহতেশাম ভাইয়া যে দু ঝুড়ি বাগানের কমলা দিয়ে গেল, সেটা বাদ দিচ্ছিস কেন?'

সিমকি জিজ্ঞেস করল, 'এহতেশাম ভাইয়া আবার কে?'

'ভূপালী জেঠিমার চাচেরা ভাই।' বলতে গিয়ে হেসে ফেলল মিতু—'জেঠিমার মতো উর্দু মেশানো কথা বললে কী হবে, আমাদের বলেছে একদিন ওদের বাগানবাড়িতে নিয়ে যাবে।'

রিমকি বলল, 'ইশ, ভাইয়াটা যদি থাকত, কী মজাই না হত!'

পিকনিকে যাওয়ার আগে ইতুদের বাড়িতে আরেক খুশির খবর এল। শনিবার সকালে কলেজে গিয়েছিল বড়দি। দুপুরে এসে লাজুক হেসে বড় জেঠুকে বলল, 'আজ আমাদের পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে বাবা। আমি পাশ করেছি।'

BanglaPdf.net Exclusive!

'তাই নাকি!' বলে হইচই বাধালেন বড় জেঠু—'ওরে কে আছিস, মিষ্টি আন এক মণ, পাড়ার সব বাড়িতে খবর দে। তা মা কেমন পাশ হল?'

বড়দি বলল, 'সেকেন্ড ক্লাস থার্ড। ফার্স্ট ক্লাস এবার কেউ পায় নি।'

বড় জেঠুর হাঁকডাক শুনে বাড়ির সবাই ছুটে এল। মেজো জেঠি বড়দিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—'আহা, বড়বু যদি কটা মাস দেরি করে পরীক্ষার ফলটা জেনে যেতে পারতেন!' এই বলে ফোঁত ফোঁত করে খানিকটা কাঁদলেনও।

বড়দির পরীক্ষার একমাস আগে বড় জেঠিমা মারা গিয়েছেন। সবাই ধরে নিয়েছিল বড়দি বুঝি এবার পাশ করতে পারবে না। ইতুর বাবা আর বড় জেঠুও বলেছিলেন এ বছর ড্রপ দেয়ার জন্য। বড়দি কারো কথা শোনে নি।

ভূপালী জেঠিমা বললেন, 'জাহানারার পাসের মিষ্টি আমি খাওয়াব। জেনানা হয়ে একবারে ডাগদারি ইমতেহান পাশ করে—এমুন কথা আমি শুনি নাই।'

পাড়ার বয়স্করা সবাই বড়দিকে দেখতে এল। খবর পেয়ে এহতেশাম ভাইয়াও এল মস্ত বড় দুই হাঁড়ি মিষ্টি হাতে নিয়ে। বললেন, 'পিকনিকের পরের দিন সবাইকে সিনেমা দেখাবেন।'

এত রাগী বড়দি—মীর্জা এহতেশামের প্রশংসা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে এদেশে কোনো মেয়ে বুঝি আমার আগে ডাক্তারি পাশ করে নি।'

এহতেশাম ভাইয়া হা হা করে হেসে বলল, 'জরুর করেছে। লেকিন আমি হল্‌ফ করে বলতে পারি, ওরা কেউ আপনার মতো ভালো রেজাল্ট করে নি।'

বড়দি আর কী বলবে, চা আনার ছুতো করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গণ্ডগোল বাধল সন্ধেবেলা। ঝুলবারান্দায় বসে রোজকার মতো গল্প করছেন ভূপালী জেঠিমা, হঠাৎ ওঁর মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। কথাটা বলে তিনি একগ্লাস পানি খেয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

বড়দি ওর ঘরেই ছিল। খবর পেয়ে ছুটে এসে পাল্‌স দেখে, বুকে স্টেথস্‌কোপ লাগিয়ে বলল, 'প্রেসার বেড়েছে, একদম শুয়ে থাকবেন। আগে কখনো প্রেশার এরকম বেড়েছিল?'

'কেমুন করে বলব জাহানারা বেটি! মাঝেমাঝে মাথা চক্কর দেয় জরুর, ভূপালে আমরা এখনো ডাগদারের কাছে যাই না। বংশের বদনাম হবে যে ওতে!'

রাতে বড়দি ওর পরিচিত এক ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে ভূপালী জেঠিমার জন্য ওষুধ আনিয়ে দিল। বলল, 'দুদিন পুরো বিশ্রাম। কাল পিকনিক হবে না।'

জেঠিমা একটু বিরক্ত হলেন—'এ কেমুন কথা বোলছ বিটিয়া? পিকনিক কি ফ্রেস আমার জন্য! সবাই যাবে পিকনিকে, আমি বাড়ি পাহারা দেব।'

দিদা শুনে চিন্তিত গলায় বললেন, 'বাড়ি পাহারা দেয়ার লোক আছে রাঙা বউ। পিকনিকের জন্য এত চাঁদা দিয়েছ তুমি—না গেলে সবারই খারাপ লাগবে।'

'না চাচিজান, পিকনিক হচ্ছে ছোটদের। আমাদের যাওয়া তো ছোটদের মজাক দেখার জন্য। আমি একদিন বাড়িতে ওদের নিয়ে পিকনিক করে মজাক দেখব। আমাকে বারবার বলে শরমিন্দা করবেন না।'

BANGLAPDF.NET

ছোটদের জন্য ভূপালী জেঠিমার যাওয়াটা অবশ্য বেশি জরুরি ছিল না। সবাই একটা করে কবুতরের রোস্ট বাড়তি পাবে, এতেই ওরা খুশি।

দিদা মুখে বারবার ভূপালী জেঠিমাকে যেতে বললেও মনে মনে কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছিলেন এই ভেবে যে, বাড়িতে কেউ অন্তত থাকবে! প্রত্যেকবার পিকনিকে যাওয়ার সময় যদিও দশআনির পাহারাদার বনমালীকে বলে যান, তবু মনটা খচখচ করে—চারদিকে চোর-ডাকাত গিজগিজ করছে, বনমালী যদি সামলাতে না পারে! এবার তো আরো চিন্তিত ছিলেন—ও-বাড়িতে রিমকিরা এসেছে, একা দু'বাড়ি কি পাহারা দিতে পারবে বনমালী? ভূপালী জেঠিমা বাড়িতে থাকবেন শুনে আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'তাহলে বৌমাদের কেউ থাকুক তোমার কাছে।'

জেঠিমা দিদার হাত ধরে বললেন, 'চাচিজান, আমার জন্য কেউ পিকনিকে যাবে না, এটা হতেই পারে না। মীর্জা এহতেশামকে বলব দুপুরের পর একবার আসতে। তাছাড়া বললেন না বনমালী না করমালী—কে যেন এসে খোঁজখবর নিয়ে যাবে! আমার কুন অসুবিধা হবে না। আপনারা আমার জন্য পেরেশান না হয়ে ঘুরে আসুন।'

পরদিন খুব সকালে মীর্জা এহতেশাম দুটো মাইক্রোবাস আর-একটা জিপ পাঠিয়ে দিল। রিমকির মেজ ভাইয়া তার এক বন্ধুর বড় বুইক গাড়ি এনেছে। ওদের বাড়ি থেকে যাচ্ছে রিমকি, সিমকি, নিমকি, ওদের মেজ আর ছোট ভাইয়া, চাচি, মা আর নানি। রিমকির বাবা-চাচা যাচ্ছেন না, আর সাইফ ভাই যে চট্টগ্রাম গেছেন ফিরবেন আজ রাতে।

বুড়োরা বুইক গাড়িতে, ছোটরা জিপে আর অন্যরা সব মাইক্রোবাসে উঠল। সঙ্গে হাঁড়িপাতিল আর জিনিসপত্র যা ছিল, মাইক্রোবাসের ছাদে ক্যারিয়ারে ভালোমতো বেঁধে দেয়া হয়েছে। রওনা দিয়েছিল সাতটারও আগে, জয়দেপুর পৌঁছতে লাগল পুরো সোয়া ঘণ্টা। কথা বলতে বলতে সময় যে কীভাবে কাটল কেউ টেরও পেল না।

ইতুরা আগেও একবার এসেছিল এখানে। জায়গাটা ওদের অচেনা নয়। ওরা জানে রান্নার আয়োজন কোথায় হবে। যে যা পারে হাতে নিয়ে ছুটল সেদিকে। গোটা পিকনিকে এটুকুই ওদের কাজ। জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে রেখে পকেটে একটা করে কমলালেবু নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব চুপচাপ কেটে পড়ল। এবার ওদের সঙ্গে রিমকিরাও আছে। বলাই বাহুল্য আনন্দের পাল্লা এতে আরো ভারি হয়েছে।

গতবার ওরা রাজাদের নায়েববাড়ির খিড়কির পুকুরধারে দেশী কুলের গাছ দেখেছিল। লাল মরিচের গুঁড়ো আর নুন দিয়ে সেই টকমিষ্টি কষটে কুল খেতে দারুণ মজা। কাঁচাপাকা কুল বোঝাই সেই গাছটা খুঁজে পেতে ওদের দেরি হল না। ডাল ঝাঁকিয়ে ইচ্ছেমতো কুল পাড়ল ছোটনরা, বারণ করার কেউ নেই। তারপর ওরা পকেট বোঝাই করে কুল নিয়ে পুরোনো শিরিষগাছের তলায় বসল। কিছু কুল খেল, বাকিটা ইতু আর রিমকি গিয়ে মেজদিকে দিয়ে এল। বড়দিকে আশেপাশে কোথাও দেখল না।

দুপুর পর্যন্ত ওরা শালবনের ভেতর লুকোচুরি খেলল। লুকোনোর মজা হচ্ছে নায়েববাড়িতে। বেশিরভাগ ঘরে কখনো সূর্যের আলো ঢোকে না। তার ওপর চারপাশে হেন ফল নেই—যার গাছ নেই। একবার রিমকিকে চোর বানিয়ে ওরা গিয়ে উঠল শিরিষ গাছে। রিমকির মাথায় অত বুদ্ধি নেই যে আগে থাকতে বলবে, গাছে উঠলে

Banglapdf.net Exclusive!

খেলা হবে না। সিমকি গাছে ওঠে নি। লুকিয়েছিল পাশের ঝোপে। ইতুরা গাছের ওপর থেকে দিব্যি দেখছিল রিমকি কীভাবে ওদের তন্নতন্ন করে খুঁজছে। হঠাৎ চাপা গলায় রন্টু বলল, 'আরে সাইফ ভাই এল কখন?'

ওর কথায় দূরে ঝোপের পাশে সবাই তাকিয়ে দেখল, সাইফ ভাই আর বড়দি পাশাপাশি বসে আছে। সাইফ ভাই কী যেন বোঝাচ্ছে বড়দিকে। মাথা নিচু করে বড়দি চুপচাপ শুনছে। মিতু বলল, 'আসার তো কথা ছিল আজ রাতে!'

ইতু বলল, 'এতে অবাক হওয়ার কী আছে। রাতের বদলে সকালে এসেছে। আমরা রাজবাড়ি এসেছি শুনে বাস ধরে চলে এসেছে।'

বয়সে বড় ছোটনের মনে হল এভাবে লুকিয়ে ওদের দেখা ঠিক হচ্ছে না। বলল, 'চল, আমরা নায়েব বাড়ির দিকে যাই।'

নিচে নামতেই দেখা হল রিমকি-সিমকির সঙ্গে। মিতু বলল, 'সাইফ ভাই এসেছে। লুকিয়ে বড়দির সঙ্গে কথা বলছে।'

সিমকি লাফিয়ে উঠল, 'কী মজা ছোটপা! চল, আমরা ভাইয়াকে নিয়ে স্টোলেন কুকিস গেমটা খেলি।'

ছোটন একটু শক্ত গলায় বলল, 'আমার মনে হয় ওরা কোনো জরুরি কথা বলছে। এখন ওদের ডিস্টার্ব করা ঠিক হবে না।'

মিতু বলল, 'আমার মনে হয় প্রাইভেট কথা বলছে।'

ইতু আর ছোটন ভুরু কুঁচকে মিতুর দিকে তাকাল। রিমকি মুখ টিপে হেসে বলল, 'ঠিক আছে, আমরা আগের জায়গায় খেলব। এবার মিতু চোর হবে। ওকে আমি আগে দেখেছি।'

বড়দির বিয়ের প্রস্তাব

চট্টগ্রাম থেকে সাইফের ফেরার কথা ছিল রাতে। কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় সকালেই ফিরে এসেছে। বাড়িতে আসতেই বাবা বললেন, 'আর একঘণ্টা আগে এলে সবার সঙ্গে পিকনিকে যেতে পারতি।'

'সবার সঙ্গে মানে?' পিকনিকে যাওয়ার কথা সাইফ কিছু জানত না।

'ও বাড়ির সবাই ফি-বছর পিকনিকে যায়। এবার আমাদেরও নেমন্তন্ন করেছে।'

শুনে সাইফের মন খারাপ হল। ওকে বাদ দিয়ে সবাই পিকনিকে গেছে, এটা ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না ওর।

বাবা বললেন, 'তোর ছাত্রীর রেজাল্ট শুনেছিস? জাহানারা সেকেন্ড ক্লাস থার্ড হয়েছে।'

বাবার কথা শুনে সাইফের চেহারা উজ্জ্বল হল। জাহানারা পরীক্ষায় ভালো করবে জানত। এতটা ভালো আশা করে নি।

বাবা আড়চোখে সাইফকে দেখছিলেন। হাসি চেপে খবরের কাগজের আড়ালে মুখ

BANGLAPDF.NET

ঢেকে বললেন, 'জয়দেবপুর এখান থেকে এমন কিছু দূর নয়। বাসে বড়জোর ঘণ্টা দেড়েক লাগবে। ট্রেনে আরো কম লাগে।'

সাইফ একটু অবাক হয়ে বলল, 'তুমি কি আমাকে এখন জয়দেবপুর যেতে বলছ বাবা?'

বাবা নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিলেন—'গেলে ক্ষতি কী! বাড়িতে থাকলে হোটেলে গিয়ে খেতে হবে। তোর মা শুধু দুজনের খাবার রেখে গেছে।'

মনে মনে খুশি হলেও সাইফ সেটা প্রকাশ করল না। বলল, 'আমি সেলিমদের বাসায় যাচ্ছি। ওর গাড়ি পেলে যাব। এতক্ষণ ট্রেন জার্নি করে এসেছি। আবার বাসের ধকল পোষাবে না।'

সেলিমদের বাড়ি এসে ওকে পেল না। সাইফের তখন মনে হল বাসে এক-দেড় ঘণ্টার জার্নি—এমন আর কঠিন কী কাজ! গুলিস্তান থেকে উঠে বসল জয়দেবপুরের বাসে।

সাইফের ভাগ্য ভালো বলতে হবে। বাস ওকে একঘণ্টায় জয়দেবপুর পৌঁছে দিল। বাস থেকে নেমে রাজবাড়ির দিকে যেতেই ও জাহানারাকে দেখতে পেল—পিকনিকের হইচই থেকে বেশ দূরে শালগাছের নিচে হাঁটছে। ছআনির লোকজনদের ভেতর জাহানারাই সাইফের বেশি পরিচিত। তাই সে ওদিকেই গেল।

জাহানারা সাইফকে দেখে খুব অবাক হল। বলল, 'সাইফ ভাই, আপনি?'

মৃদু হেসে সাইফ বলল, 'বাবার কাছে তোমার পাসের খবর পেলাম। ভাবলাম অভিনন্দন জানানো দরকার।'

লাজুক হেসে জাহানারা বলল, 'এর জন্য কষ্ট করে এতটা পথ এলেন!'

'তাছাড়া বাবা আরো একটা কথা বলেছেন। রাতে আসব বলে মা বাড়িতে আমার খাবার রেখে যান নি। বাবা বললেন, হয় পিকনিকে যেতে হবে, নয় হোটেলে গিয়ে খেতে হবে। তুমি বোধহয় জানো না, হোটেলের খাবার আমি পছন্দ করি না।'

জাহানারা বলল, 'ভালো করেছেন। চলুন ওদিকে যাই।'

'ওদিকে হইচই বেশি দেখে তুমিই তো এখানে চলে এসেছ। আমাকে আবার ওদিকে নিতে চাইছ কেন? ভূপালী জেঠিমার আজগুবি গপ্পো শোনার জন্য?'

জাহানারা হেসে বলল, 'জেঠিমার শরীর খারাপ, আসেন নি। আপনি ওঁর খবর পেলেন কোথায়?'

'জানো না বুঝি! তোমাদের বাড়িতে আমার কম করে হলেও গোটা পাঁচেক গুপ্তচর রয়েছে। ওদের কাছে সব খবর পাই।'

এরপর সাইফ আর জাহানারা শালবনে বসে ঘণ্টা-দুয়েক অনেক কথা বলল। ছোটনদের মতে সেগুলো জরুরি আর প্রাইভেট হলেও আসলে তেমন জরুরি বা প্রাইভেট কিছুই ছিল না।

শেষ দুপুরে খাওয়ার সময় সাইফকে দেখে সবাই খুব খুশি। ইতু লক্ষ করল বড়দির চেহারায় রাগী ভাবটা একেবারেই নেই। হেসে কথা বলছে। খেতে বসে ডাক্তারদের নিয়ে মজার মজার গল্প বলে সবাইকে হাসিয়ে মারল বড়দি।

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

আরে সাইফ ভাই এল কখন?

ফেরার পথে ছোটন ইতুরা সবাই স্বীকার করল আগে কোনো পিকনিকে এত মজা হয় নি। রিমকি-সিমকিও বলল ওদের নবরায় লেনের বাড়ির পিকনিকে এর সিকিভাগ মজাও হত না।

পরদিন মীর্জা এহতেশাম এল দুপুরের ঠিক পরে। বেবি আইসক্রিম থেকে অর্ডার

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

দিয়ে বানিয়েছে চমৎকার ফুলের নকশা-করা লালচেরি বসানো মস্ত বড় দুটো আইসক্রিম কেক। ছোটনরা জীবনেও এত মজার আইসক্রিম খায় নি। আইসক্রিম খেতে খেতে ওরা শুনল এহতেশাম ভাইয়া ওদের সবাইকে নাজ-এ সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবে। জুলে ভার্নের 'এ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ' বইটা ইতুর পড়া ছিল। সেই বইয়ের ছবি শুনে ভীষণ রোমাঞ্চিত হল ওরা।

মীর্জা এহতেশাম টিকেট কেটেই এনেছিল। বড়দি থেকে শুরু করে রন্টু-ঝন্টু পর্যন্ত সব মিলিয়ে দশজন। বড়দা মেজদা বয়সে বড়দির চেয়ে বড় বলে ওরা ডাঁট দেখিয়ে গেল না। বড়দা অবশ্য বলল, ছবিটা ওর দেখা। ওরা না যাওয়াতে ছোটন ইতুরা খুশিই হল। আরো খুশি হত ছোড়দিটাকে রেখে যেতে পারলে। অসভ্যের মতো ও যে-ভাবে হেসে হেসে এহতেশাম ভাইয়ার সঙ্গে কথা বলছিল—মনে হচ্ছিল ও বড়দি হয়ে গেছে। ওরা খুব ভালো করেই জানে বড়দির পাশের জন্য এহতেশাম ভাইয়া সবাইকে ছবি দেখাচ্ছে। অথচ বেচারাকে ছোড়দি একমুহূর্তের জন্যেও বড়দির কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না।

তবে বড়দি খুব সেজেছে। এহতেশাম ভাইয়া ওর জন্য গোলাপি রঙের যে জামদানি শাড়িটা এনেছে—ওটাই পরেছে। মেজো জেঠিমা ওর কানে ছোট্ট দুটো সোনার ফুল আর গলায় এক চিলতে হার পরিয়ে দিয়েছেন। তাতেই বড়দিকে পরির মতো লাগছিল। ছোড়দা ঠাট্টা করে বলল, 'বড়দি, তোকে নতুন বউয়ের মতো লাগছে।' অন্য সময় হলে বড়দি নিশ্চয় একটা কড়া ধমক লাগাত, অথচ ইতু লক্ষ করল, ছোড়দাকে কিছু না বলে বড়দি শুধু লাজুক হাসল।

রহস্যটা বোঝা গেল রাতে। ভূপালী জেঠিমা মাঝপথে ওঁর গল্প বলার আসর ভেঙে দিয়ে বললেন, 'ছোটরা এবার নিচে গিয়ে খেলা করুক। আমরা বড়রা কিছু জরুরি কথা বলব।'

সেদিন রিমকি-সিমকিরা আসে নি। ছোটনরা ভূপালী জেঠিমার ঘর থেকে বেরিয়ে আর নিচে গেল না। বড়দের জরুরি কথাটা শোনা ওদের জন্যেও জরুরি হয়ে পড়েছিল। মেজদি, ছোড়দি নিচে চলে যেতেই ওরা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ভূপালী জেঠিমার দরজায় কান পাতল। দিদাকে বলতে শুনল, 'ছেলে তো খুবই ভালো রাঙাবউ।'

'ভালো বলে ভালো!' পান চিবোতে চিবোতে ভূপালী জেঠিমা বললেন, 'আমাদের খানদান তো আপনি ভালো করে জানেন চাচিজান। মীর্জা এহতেশাম চাচাজানের এক লওটা বেটা আছে। ব্যবসাপাতি সব ও পাবে। কত দিলদরাজ লাড়কা আপনারা তো দেখেছেন। ওর সঙ্গে বিয়ে হলে জাহানারা বিটিয়া বহুৎ সুখ পাবে।'

বড় ফুপি বললেন, 'জাহানারাকে একবার জিজ্ঞেস করলে ভালো হত না?'

দিদা শক্ত গলায় বললেন, 'তোমার বিয়ের সময় কি আমরা তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলাম আকিকুননেসা?'

শুকনো গলায় বড় ফুপি বললেন, 'তখনকার কথা আলাদা! তাছাড়া জানু ডাক্তারি

BANGLAPDF.NET

পাশ করেছে। বুদ্ধিসুদ্ধি আছে—।'

'ওর থাকলেও তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে বাছা। এ-বাড়ির সব বিয়ে মুরুব্বিরা ঠিক করেন।'

ভূপালী জেঠিমা বললেন, 'চাচিজান বেআদবি মাফ করবেন। জাহানারা বিটিয়াকে পুছ করতে ঝামেলা কোথায়? আমার তো মনে হয় ও এহতেশামকে পছন্দ করেন। আজ দেখলেন না সিনিমায় যাওয়ার সময় কীরকম সাজল!'

'জিজ্ঞস করতে হলে মেজো বউ করুক।' গম্ভীরমুখে দিদা বললেন, 'ওকে বলে দিও উত্তরটা যেন—হ্যাঁ হয়।'

যা বোঝার বুঝে নিয়ে আসর ভাঙার আগেই কেটে পড়ল ছোটনরা। ইতুর মা নিচে ওদের ভাত বেড়ে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। ঝটপট খাওয়া সেরে ওরা চলে এল ওদের চিলেকোঠার ঘরে।

মিতু বলল, 'শিগ্‌গিরই আমরা তাহলে একটা বিয়ে খেতে যাচ্ছি।'

ছোটন বলল, 'আমার মনে হয় বড়দি সাইফ ভাইকে পছন্দ করেন।'

ইতু মাথা নাড়ল—'আমার মনে হয় না। সাইফ ভাই বড়দির টিচার। ওঁর সঙ্গে হেসে দুটো কথা বলা মানে ওঁকে পছন্দ করা নয়। বরং আজ সিনেমায় যাওয়ার আগে ছোড়দা যেভাবে এহতেশাম ভাইয়ার কথা বলে বড়দির সঙ্গে ঠাট্টা করছিল, বড়দি তো কিছুই বলল না।'

ঝন্টু বলল, 'তোর কি মনে হয় বড়দি সত্যি সত্যি এহতেশাম ভাইয়াকে পছন্দ করে?'

ইতু মাথা নেড়ে সায় জানাল। ছোটন তবু বলল, 'বড়দির সঙ্গে সাইফ ভাইর বিয়ে হলে ভালো হত।'

ও ভাবছিল রিমকিদের কথা। সাইফ ভাইয়ের সঙ্গে বড়দির বিয়ে হলে রিমকিদের সঙ্গে মেলামেলার জন্য কেউ ওদের বারণ করতে পারবে না। মিতুর পছন্দ মীর্জা এহতেশামকে। বলল, 'এহতেশাম ভাইয়ারা কী বড়লোক দেখেছিস? আমার তো মনে হয় বড়দির জন্য সাইফ ভাইর চেয়ে এহতেশাম ভাইয়াই বেশি ভালো হবে।'

'কেন, খাওয়ায় বলে?' ফোড়ন কাটল ইতু।

খেতে একটু বেশি পছন্দ করে মিতু। কিন্তু এ নিয়ে কিছু বলাটা ও মোটেই পছন্দ করে না। ইতুর কথা শুনে বিরক্ত হল—'কেউ কাউকে খাওয়ালে বুঝি দোষ হয়ে যায়?'

'খাওয়ানোর ভেতর যদি মতলব থাকে, সেটা নিশ্চয় দোষের ব্যাপার!'

বড়দির সঙ্গে কার বিয়ে হলে ভালো হয় এ নিয়ে ওদের ভেতর অনেক কথা হল। দল ভারি মীর্জা এহতেশামের সমর্থকের। সাইফের পক্ষে ছিল ছোটন আর ইতু। শেষে মিতু নিরপেক্ষ হয়ে গেল। বলল, 'যার সঙ্গে হোক, বিয়েটা শিগ্‌গির হওয়া দরকার।'

ছোটন আর ইতু ভেবেছিল মীর্জা এহতেশামের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে বড়দি নিশ্চয় আপত্তি করবে। মেজো জেঠিমা যখন এ-ব্যাপারে বড়দির মত জানতে গেল, সুবোধ বালিকার মতো বড়দি বলল, 'কাকে বিয়ে করব এ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

তোমরা যা ভালো মনে করো করবে। আমার ইচ্ছে ইন্টার্নিশিপটা শেষ করে বিয়ে করা।'

'তার মানে তো আরো দুবছর।'

'তাতে কী! দুবছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আমাকে নিশ্চয় তোমরা বোঝা ভাবছ না?'

'ছিঃ জানু! তোকে কেন বোঝা ভাবতে যাব! বড়বু বেঁচে থাকলে—' কথা শেষ না করে মেজো জেঠিমা চোখে আঁচল চাপা দিলেন।

বড়দি মেজো জেঠিমার বুকে মাথা রেখে বলল, 'তোমরা কি কোনোদিন টের পেতে দিয়েছ আমার যে মা নেই!'

এ-কথা শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলেন মেজো জেঠিমা। আড়িপাতার দল সরে গেল দরজার আড়াল থেকে।

মীর্জা এহতেশাম যখন শুনল ওকে বিয়ের ব্যাপারে বড়দির আপত্তি নেই, তখন প্রায় প্রতিদিন আসতে লাগল ইতুদের বাসায়। প্রথমদিকে বড়দা একটু দূরে সরে থাকছিল বয়সে বড়দির বড় বলে। কদিন পর লুকিয়ে আলাদা করে বড়দা আর ছোটকাকে ছবি দেখিয়ে এহতেশাম ওদেরও পটিয়ে ফেলল। ছোটরা তো এমন সব উপহার পেতে লাগল যেগুলো ছিল ওদের স্বপ্নের জগতে। স্ট্যাম্প এ্যালবামের সঙ্গে রাশি রাশি স্ট্যাম্প, কয়েন এ্যালবামের সঙ্গে নানাদেশের কয়েন, কয়েকরকম গেমস, ইতুর জন্য দেব সাহিত্য কুটিরের পূজোবার্ষিকী—সব মিলিয়ে সবাই ধরে নিল মীর্জা এহতেশামের সঙ্গেই বড়দির বিয়েটা খুব সুখের হবে।

শুধু সাইফ ব্যাপারটা পছন্দ করল না। ছুটির দিন বাজার করতে গেলে ছোটনের সঙ্গে প্রায়ই ওর দেখা হয়। পরের রোববার বাজারের পথে যেতে যেতে ছোটন বলল, 'শুনেছেন সাইফ ভাই, বড়দির সঙ্গে এহতেশাম ভাইয়ার বিয়ের কথা চলছে!'

'এহতেশাম ভাইয়া মানে?'

'ভূপালী জেঠিমার এক ভাই-এর ছেলে। বিরাট বড়লোক।'

'যার সঙ্গে তোমরা প্রায় বিকেলে বেড়াতে বেরোও?'

'হ্যাঁ, দেখেছেন ওকে?'

'একদিন মোড়ের ডিস্পেন্সারিতে দেখেছিলাম। কী নিয়ে মালিকের সঙ্গে তর্ক করছিল। কথাবার্তা শুনে তো খুব কালচার্ড মনে হল না।'

কাষ্ঠ হেসে ছোটন বলল, 'ওদের অনেক বড় বংশ। ভূপালে সবাই জেঠিমাদের পরিবারকে চেনে।'

'সে তো তোমাদের জেঠিমা বলেছেন। তোমরা নিশ্চয় যাচাই করতে যাও নি।'

'আমরা যাই নি। ওঁদের বিয়েতে দাদু, জেঠুরা গিয়েছিলেন। ওঁরা বলেছেন বনেদি পীর বংশ জেঠিমাদের।'

'তোমাদের বড়দির কি মত আছে এ বিয়েতে?'

'বড়দি আপত্তি করে নি। শুধু বলেছে ইন্টার্নিশিপটা শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে।'

BANGLADF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

'বড়লোকের বউদের জন্য ইন্টার্নিশিপটা নিশ্চয় জরুরি নয়।'

শুকনো গলায় ছোটন বলল, 'বড়দির তাই ইচ্ছে।'

সাইফ কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না। দুজন চুপচাপ হাঁটতে লাগল সূত্রাপুরের বাজারের দিকে। একসময় আপন মনে সাইফ বলল, 'জাহানারা সম্পর্কে আমার ধারণা অন্যরকম ছিল।'

ছোটন একটু ইতস্তত করে জানতে চাইল—'বড়দিকে আপনি কী ভাবতেন?'

সাইফ ছোটদের মুখের দিকে তাকাল। ওকে কেমন যেন অপরাধী মনে হচ্ছিল। একটু হেসে ছোটনের কাঁধে হাত রেখে সাইফ বলল, 'যে মেয়ে এত চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, জীবনানন্দ দাশ আর বিষ্ণু দের কবিতা ছন্দ করে, ভালো আবৃত্তি করে, সে কেন বিয়ের জন্য একটা হাফ-খোট্টাকে পছন্দ করবে?'

কথাটা বলা উচিত হবে কিনা কিছুক্ষণ ভাবল ছোটন। তারপর বলেই ফেলল—'আপনি কিছু মনে করবেন না সাইফ ভাই। সেদিন পিকনিকে আপনাকে আর বড়দিকে ঝোপের আড়ালে কথা বলতে দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম আপনারা বুঝি একজন আরেকজনকে পছন্দ করেন। এহতেশাম ভাইয়ার সঙ্গে বড়দির বিয়ে হোক এটা ইতুর আর আমার ভালো লাগে নি। আমরা নিজেরা বলাবলি করছিলাম আপনার সঙ্গে বড়দির বিয়ে হলে ভালো হত। কিন্তু বড়দি যখন বিয়ের কথা শুনে কিছু বলল না, তখন মনে হল আমরা আপনাদের ভুল বুঝেছিলাম।'

ছোটনের কথা শুনে সাইফ অস্বস্তিতে পড়ে গেল। বলল, 'সেদিন আমি জাহানারাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিলাম। তাছাড়া বাড়িতে বাবাও বললেন, 'পিকনিকে যেতে।'

ছোটন অভিযোগের গলায় বলল, 'আমাদের ধারণা যদি ঠিক না হয়, তাহলে বড়দির সঙ্গে হাফখোট্টা না ফুলখোট্টার বিয়ে হল—এ নিয়ে আপনি কেন ভাবছেন?'

ছোটনের কথার কী জবাব দেবে সাইফ ভেবে পেল না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আস্তেআস্তে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ ছোটন। তোমাদের বড়দি কাকে পছন্দ করবে, কাকে বিয়ে করবে—এ নিয়ে আমার কিছু উচিত হয় নি।'

ছোটনের মনে হল সাইফ কিছু একটা বলতে চেয়েও ঠিক বলতে পারছে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, 'এহতেশাম ভাইয়া মানুষ হিসেবে খুবই ভালো। কিন্তু বড়দির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে এটা আমি এখনো মানতে পারছি না।' একটু থেমে আবার বলল, 'আপনার সঙ্গে যদি পরিচয় না থাকত তাহলে হয়তো এ নিয়ে ভাবতাম না।'

সামান্য হেসে সাইফ বলল, 'কথাটা তোমার বড়দিকে বল, আমাকে কেন বলছ?'

'বলছি—আপনাকে আমরা সবাই পছন্দ করি বলে।'

'তোমাদের বড়দি নিশ্চয় করে না।'

'জানি না। আগে একবার মনে হয়েছিল করে।'

'সেটা মীর্জা এহতেশামের সঙ্গে পরিচয়ের আগে।'

'পিকনিকের দিনও বড়দি আপনার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছে।'

BANGLAPDF.NET

'তেমন কোনো কথা নয় ছোটন—যাতে মনে হতে পারে তোমাদের বড়দি আমাকে পছন্দ করে।'

'আপনিও কি বড়দিকে পছন্দ করেন না?'

'কেন করব না? তোমাদের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিনই বলেছিলাম জাহানারা খুব ভালো মেয়ে।'

কথা বলতে বলতে বাজার এসে গেল। বাড়ি ফেরার সময় ছোটন সাইফকে বলল, 'বড়দির সঙ্গে কথা বলে আপনাকে জানাব।'

হীরের নেকলেস চুরি

ছোটনের কাছে সব কথা শুনে ইতু বলল, 'এখন আর বলে কী লাভ। এহতেশাম ভাইয়া তো জেনে গেছে বড়দির এ বিয়েতে অমত নেই।'

'বড়দি দুবছর অপেক্ষা করতে বলেছে, এটা ভুলে যাচ্ছিস কেন?' জবাব দিল ছোটন।

'তাহলে কি তুই মনে করিস বড়দিকে সাইফ ভাইয়ের কথা বলা দরকার?'

'সাইফ ভাইকে আমি কথা দিয়েছি যে!'

বড়দিকে একা পাওয়া কঠিন কিছু নয়। বেশিরভাগ সময় বড়দি ওর নিজের ঘরে পড়াশোনা করে সময় কাটায়। ছোটন আর ইতু এসে যখন সাইফের সব কথা খুলে বলল, শুনে অনেকক্ষণ গম্ভীর মুখে চুপচাপ বসে রইল বড়দি। একবার ছোটনদের দিকে তাকাল। ওর মনে হল এতদিন ওদের যতটা ছোট ভাবত আসলে ওরা ততটা ছোট নয়। ভালো লাগল মেজো ও সেজো কাকার ছোট ছেলে দুটো তাকে নিয়ে ভাবছে বলে। বলল, 'আমি সাইফ ভাইর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। কলেজে নয়, বাইরে কোথাও।'

'নৌকা ভাড়া করে বুড়িগঙ্গার ওপার থেকে ঘুরে এসো না, ভালো লাগবে।' এই বলে ছোটন একবার ইতুকে দেখল। তারপর বলল, 'আমরা একদিন ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া করে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। দারুণ মজার। মাত্র ছআনা ঘণ্টা।'

বড়দি মৃদু হেসে বলল, 'একটা চিঠি দেব সাইফ ভাইকে। লুকিয়ে পৌঁছে দিতে পারবি? মিতু, রন্টু, ঝন্টু, রিমকি, সিমকি কেউ জানতে পারবে না।'

'তুমি ভেবো না বড়দি।' ইতু বলল, 'আমরা ঠিক পৌঁছে দেব। কাকপক্ষিও টের পাবে না।'

বড়দি অল্পকথায় ছোট্ট একটা চিঠি লিখে খামে পুরে মুখ বন্ধ করে ইতুর হাতে দিল। সঙ্গেসঙ্গে ওটা প্যান্টের পকেটে লুকিয়ে ফেলল ইতু। তারপর ওরা দুজন ভালো মানুষের মতো মুখ করে বড়দির ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ছোটন চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এখনই যাবি?'

ইতু মাথা নেড়ে সায় জানাল—'তুই ওপরে যা। দুজনকে একসঙ্গে বেরোতে দেখলে মিতু রন্টুরাও আসতে চাইবে। বলিস, সাইফ ভাইর কাছ থেকে আমি গল্পের বই আনতে যাচ্ছি।'

BANGLAPDF.NET

ছোটন মুখ টিপে হেসে চিলেকোঠার ঘরে চলে গেল। ভেজা বেড়ালের মতো ইতুও ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল, কেউ লক্ষ করল না।

চিঠি পড়ে সাইফ বলল, 'জাহানারা আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে।'

ইতু বলল, 'জানি। আমি আর ছোটন বলেছি নৌকা ভাড়া করে বুড়িগঙ্গা থেকে বেড়িয়ে আসতে। মিলব্যারাক ঘাট থেকেই ভালো নৌকা পাবেন।'

'ভালো বুদ্ধি বের করেছ তো! তোমাকে একটা উপহার দেয়া উচিত।' এই বলে সাইফ ওর বইয়ের আলমারির ভেতর থেকে নতুন একখানা 'পথের পাঁচালী' বের করে ইতুকে দিল—'এ বই পড়েছ?'

'নাম শুনেছি, পড়ি নি। এটা কি বড়দের বই?'

'আমি ক্লাস সিক্সে থাকতে প্রথম পড়েছি। এখনো পড়ি। বলতে পারো সব বয়সের বই।'

ইতু ক্লাস এইটে পড়ে। ভয় ওর ছোড়দিকে নিয়ে। একদিন নীহাররঞ্জনের 'উল্কা' পড়তে দেখেছিল ছোড়দি। বড়দাকে বলে বকুনি খাওয়াল—ও নাকি আজে বাজে নভেল পড়া শুরু করেছে। বড়দাকে বলার অবশ্য কারণও ছিল। ওর আগে ছোড়দি নিজে পড়তে চেয়েছিল,—দেয় নি বলে যত রাগ! রঙচঙে মলাট দেখে একবার স্কুলের লাইব্রেরি থেকে এনেছিল সঞ্জীবচন্দ্রের 'কণ্ঠহার' বইটা। লাইব্রেরিয়ান টিচার গম্ভীরমুখে বলেছিলেন—'কার বই নিচ্ছ জানো তো!' ইতু মাথা নাড়তে তিনি বললেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের ভাই হচ্ছেন সঞ্জীবচন্দ্র।' লাইব্রেরিয়ান কিছু বললেন না, অথচ ছোড়দি দেখেই—'এ মা, এসব অসভ্য নভেল পড়িস তুই!' বলে বইটা ওর হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। ও চেঁচামেচি করতে পারত, বড়দার বকুনির ভয়ে কিছু বলল না। শুধু লুকিয়ে ছোড়দির হোমওয়ার্ক-করা খাতার দু'পাতার মাঝখানটায় চিবোনো চুইংগাম সেঁটে দিয়েছিল।

'পথের পাঁচালী' দেখে ছোড়দি আবার কী কাণ্ড বাধায়, এই ভেবে ওটাকে জামার ভেতর গুঁজে বাড়ি এল ইতু। বাইরের বসার ঘর পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাবে—একেবারে বড় জেঠুর মুখোমুখি। চোরের মতো ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললেন, 'তোর পেটটা অমন ফুলে আছে কেন, ফেঁপেছে নাকি?'

শুকনো গলায় ইতু বলল, 'না জেঠুমণি।'

'তবে?'

'ও কিছু নয় এমনি।' বলে জেঠুর সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচল ইতু।

চিলেকোঠার ঘরে রিমকি-সিমকিরাও ছিল। রিমকি, ছোটন, মিতু আর ঝন্টু লুডু খেলছিল। সিমকি আর রন্টু খাতা নিয়ে বসে খেলছিল কাটাকুটি।

রিমকিকে দেখে সাইফ ভাই আর বড়দির কথাটা বলার জন্য ইতুর বুকের ভেতরটা আঁকুপাঁকু করছিল। এসব ক্ষেত্রে কথা না বলে থাকতে পারাটা দারুণ কঠিন ব্যাপার। ইতু ভাবল বড়দি বিশ্বাস করে ওকে একটা কাজ দিয়েছে। বড়দির বিশ্বাসের দাম ওকে আর ছোটনকে দিতেই হবে। খাটে উঠে বালিশ টেনে আধশোয়া হয়ে ইতু 'পথের পাঁচালী' পড়তে বসল।

BANGLAPDF.NET

বিকেলে ওকে একা পেয়ে ছোটন বলল, 'দিয়েছিলি ঠিকমতো?' ইতু মাথা নেড়ে সায় জানাল। ছোটন আবার বলল, 'বড়দিকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, নাকি কাল যাবে।'

'আমি ভাবছি বড়দি যদি মত পাল্টায়, এহতেশাম ভাইয়ার কী অবস্থা হবে!'

'তোর কি মনে হচ্ছে বড়দি মত পাল্টাবে?'

'তাই তো হওয়া উচিত। সাইফ ভাইর সঙ্গে এহতেশাম ভাইয়ার কোনো তুলনাই হতে পারে না।'

পরদিন বিকেলে বড়দি বান্ধবীর বাড়িতে যাবার নাম করে বেরিয়ে গেল। ইতু আর ছোটন খেলা ফেলে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল বড়দির ফেরার জন্য। রিমকিরা লুডু খেলতে বসে দুবার ডেকেছিল ছোটনকে। মাথা ব্যথার কথা বলে ও এড়িয়ে গেল। ইতু বসেছিল 'পথের পাঁচালী' নিয়ে। কয়েক পাতা পড়ে একবার নিয়ে যায়, আবার ছাদে আসে—এই করে বিকেল কাটাল।

ঠিক সন্ধে নাগাদ ছোটন আর ইতু বড়দিকে ঢুকতে দেখল সিং দরজা দিয়ে। কাউকে কিছু না বলে দুজন চুপিচুপি বড়দির ঘরে এল। ওদের দেখে বড়দি ম্লান হাসল। ছোটন বলল, 'তুমি কী ঠিক করলে বড়দি?'

বড়দি শুকনো গলায় বলল, 'সবাইকে একবার মত জানিয়ে দিয়েছি। এখন অন্য কথা বললে রাঙা জেঠিমার কাছে কারো মুখ দেখাবার জো থাকবে না।'

'সাইফ ভাই কী বললেন?'

'বললেন, আমি যা ভালো মনে করি তাই করতে।'

ইতু ভেজা গলায় বলল, 'কী হয় বড়দি, এখন যদি মত পাল্টাও! আমরা সবাই দিদাকে বলব।'

'না রে, তা আর হয় না। এ-বাড়িতে আমিই প্রথম মেয়ে, বিয়ের ব্যাপারে যার মত জানতে চাওয়া হয়েছে। একবার বলেছি এহতেশামকে বিয়ে করতে আমার আপত্তি নেই। আবার বলব আরেকজনকে বিয়ে করতে চাই—বাবা শুনলে ভারি কষ্ট পাবেন।'

বড়দির কথা শুনে ইতু আর ছোটন কষ্ট পেল। কাছে এসে দুজনের কাঁধে হাত রেখে বড়দি বলল, 'এসব কথা ভুলে যা। কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন জানতে না পারে। মনে থাকবে তো লক্ষ্মী ভাই?'

ওরা বুঝতে পারছিল এসব কথা বলতে বড়দির খুব কষ্ট হচ্ছে। ইতু জানে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই বড়দি দরজায় খিল দিয়ে কাঁদতে বসবে। ওদেরও খুব কান্না পাচ্ছিল। বড়দির কথায় সায় জানিয়ে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

তখনো চিলেকোঠার ঘরে রিমকি-সিমকিরা মিতুদের সঙ্গে লুডু খেলছিল। আজ ওদের নানিও এসেছেন। ভূপালী জেঠিমার সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছেন। ইতু আর ছোটন বাইরে রোয়াকের ওপর গিয়ে বসে রইল চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পর ছোটন বিরক্ত হয়ে বলল, 'ধ্যাৎ! কিছুই ভালো লাগছে না।'

ইতু বলল, 'ভূপালী জেঠিমা না এলেই বরং ভালো ছিল।'

ছোটন একটু পরে বলল, 'ভূপালী জেঠিমা না এলে ও-বাড়ির সঙ্গে মেলামেশা যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—ভুলে গেছিস বুঝি।'

BANGLAPDF.NET

কাল আমরা সবাই বাগদাদ কা চোর দেখব

'আসল কালপ্রিট হচ্ছেন সেজকা। পিকনিকের গাড়ি ঠিকমতো জোগাড় হলে এহতেশাম ভাইয়া চান্স নিতে পারত না।'

'আসতে চাইলে অনেক ছুতো করে আসা যায়।'

BANGLAPDF.NET

ইতু কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'এহতেশাম ভাইয়ারই বা কী দোষ! বড়দি মানা করলেই সব চুকে যেত।'

ছোটন সায় জানাল, 'সাইফ ভাই ওকে যতটা খারাপ ভাবছেন এহতেশাম ভাইয়া কি ততটা খারাপ! ভালো বাংলা না জানলে কী হবে, ওর মনটা তো খুব বড়। যারা ভালো বাংলা জানে না, রবীন্দ্রসঙ্গীত তেমন শোনে নি, তাদের ভেতর কি ভালো মানুষ নেই?'

ঠিক তখনই লম্বা সাদা ফোর্ড গাড়ি নিয়ে এহতেশাম ভাইয়া এসে ঢুকল। গাড়ি থেকে নামল দুটো মস্ত বড় আইসক্রিম কেক-এর বাক্স নিয়ে। কাছে এসে হেসে বলল, 'বহুৎ পেরেশান মালুম হচ্ছে! কোনো ঝুটঝামেলা হয় নি তো!'

'না এহতেশাম ভাইয়া।' ইতু বলল, 'ভেতরে যান, বড়দি ঘরেই আছে।'

'কাল আমরা সবাই বাগদাদ কা চোর দেখব। মনে আছে তো তোমাদের?'

ছোটন আর ইতু মৃদু হেসে মাথা নেড়ে সায় জানাল। তারপর মীর্জা এহতেশামের হাত থেকে আইসক্রিমের বাক্স নিয়ে সবাই দোতালায় গেল।

এহতেশাম ভাইয়া এসেছে শুনে চিলেকোঠা থেকে মিতু, রন্টু, ঝন্টু আর রিমকি-সিমকিও নেমে এল। ছোড়দি রোজকার মতো ফাজলামো শুরু করল। বড়দাও নিচে নিজের ঘরে যেতে যেতে বলল, 'যাওয়ার সময় দেখা করে যেও।'

এহতেশাম মিষ্টি করে হেসে সায় জানাল। ইতুরা লক্ষ করেছে এহতেশাম ভাইয়া যখন আসে তখনই বাড়ির সবাই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। প্রত্যেকবার পান খাওয়ার জন্য দুটাকা বখশিস পেয়ে দুখির মারও আহ্লাদের সীমা নেই। রাতে দিদা জোর করে মীর্জা এহতেশামকে খাইয়ে দিলেন।

এহতেশাম চলে যাওয়ার পর বড়রা দিদার ঘরে আলোচনায় বসল। বিয়ের ব্যাপারে নাকি ও দেরি করতে চাইছে না। বলেছে বিয়ের পর জাহানারা ইন্টার্নিশিপ করুক কিংবা বিলেতে গিয়ে আরো ডিগ্রি আনুক, ও কোনো কিছুতেই আপত্তি করবে না। একমাত্র ছেলের বউ দেখার জন্য ওর আব্বা নাকি অস্থির হয়ে পড়েছেন। দিদা বললেন, 'এ-মাসের শেষে একটা ভালো তারিখ আছে। এহতেশাম বলে গেছে সেদিন হলে ভালো হয়। ওর ইচ্ছে রাঙাবউ থাকতে থাকতে বিয়েটা হয়ে যাক।'

ভূপালী জেঠিমা এ-আসরে ছিলেন না। বড় জেঠু বললেন, 'এহতেশামকে বিয়ে করতে জানুর যখন আপত্তি নেই তখন এ-মাসের শেষে হতেই পারে। দিন-কুড়ি সময় হাতে আছে। জানুর মার গয়না তো কম নেই। পুরোনো দু'এক সেট ভেঙে নতুন করে গড়ে নিলেই হবে।'

দিদা বললেন, 'আমাদের হীরের নেকলেসটাও তো জানু পাবে।'

ইতুদের বাড়ির এই এক রেয়াজ। ওদের বংশের এক আদিপুরুষ মোঘল দরবারে কাজ করতেন। নাকি সম্রাট শাহজাহান একটা হীরের নেকলেস দিয়েছিলেন তাঁকে। সেই থেকে বংশে যার প্রথম বিয়ে হয় নেকলেসটা সে পায়। দিদার কাছ থেকে পেয়েছিলেন বড় জেঠিমা। তাঁর একমাত্র মেয়ে জাহানারা। স্বাভাবিকভাবেই নেকলেসটা তার ভাগ্যে রয়েছে। বড় ফুপি দিদার কথা শুনে ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

ফেলে বললেন, 'এই প্রথম হীরের নেকলেস আমাদের বংশের বাইরে চলে যাচ্ছে!'

'ছাগলের মতো কথা বোলো না আকিকুন নেসা। ছেলে হলে বংশ, মেয়ে হলে বংশ নয়—এসব আদ্যিকেলে কথা আমাকে বলতে এসো না। বংশ না হলে তুমিই বা কেন জামাইর বাড়ি ফেলে এ-বাড়িতে থাকো? ভালো করেই জানো আমার কাছে ছেলেমেয়ে সব সমান।'

দিদার ধমক খেয়ে চুপসে গেলেন বড় ফুপি। মেজো জেঠু বললেন, 'সময় যখন বেশি নেই, কাজগুলো ভাগাভাগি করে নিলে ভালো হয়।'

'খাতা কলম নিয়ে বসো। আগে আত্মীয়-স্বজনদের লিস্টি করো।'

ছোটকা উঠে কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসল। বিরাট লিস্টি। রন্টু আর ঝন্টুর ঘুম পাচ্ছিল। ইতুর মনে হল এ-বৈঠক কয়েক ঘণ্টা চলবে। অন্যদের ইশারায় বলল ওপরে যেতে। সবাই ঘরে এসে লেপের তলায় ঢুকল।

ঘরটা চিলেকোঠা হলে কী হবে, এমনিতে বেশ বড়। একটা বড় আর একটা মাঝারি খাট ফেলার পরও অনেক জায়গা রয়েছে। একদিকের দেয়াল ঘেঁসে ওদের পড়ার জায়গা। কাঠের একটা বড় বাক্স আছে—ওপরে এটা-সেটা রাখা যায়, ভেতরে ওদের যাবতীয় সম্পত্তি। পুরানো আমলের জিনিস, খুলতে দু-তিনজন লাগে।

মাঝারি খাটে শোয় ইতু আর ছোটন, বাকি তিনজন বড় খাটে। পৌষ মাস এখনো শুরু হয় নি, এরই ভেতর শীত নেমে গেছে। মিতু লেপের তলা থেকে কচ্ছপের মতো মাথা বের করে বলল, 'বড়দির বিয়েতে দারুণ মজা হবে। এহতেশাম ভাইয়ার কাছ থেকে বাজি পোড়ানোর পয়সা নিতে ভুলিস না।'

রাতে ঘুমের ভেতর ওরা সবাই বড়দির বিয়ে নিয়ে বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখল। মজার স্বপ্ন দেখছিল ছোটন—এহতেশাম ভাইয়া এসেছে হাতির পিঠে চেপে। সাইফ ভাই কোত্থেকে এসে চামরের মতো বড় একটা পালক দিয়ে হাতির পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিল। হ্যাঁক হ্যাঁক করে হেসে উঠল হাতিটা। সামনের দু'পা তুলে একপাক নাচল। সেই সঙ্গে এহতেশাম ভাইয়া ধপাস করে নিচে পড়ে গিয়ে—'পাগড়ি কাহাঁ, পাগড়ি কাহাঁ' বলে চেঁচাতে লাগল। ভূপালী জেঠিমা চেঁচাচ্ছেন—'সেহনাই বাজাও মেঠাও লাও' বলে। স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমের ভেতরই শব্দ করে হাসল ছোটন।

পরদিন সকাল না হতেই দিদা সবাইকে কাজ গছালেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বড়দের কাউকে একদণ্ড বসতে দিলেন না। তবে বিকেলে ছোটরা সবাই হইচই করে এহতেশামের সঙ্গে মায়া সিনেমায় গিয়ে 'বাগদাদ কা চোর' দেখে এল। রাতে খাবারের পর কাজের ভয়ে বড় আর মেজো জেঠু পালিয়েছিলেন ইতুদের চিলেকোঠায়। সিগারেট টানতে টানতে বড় জেঠু বললেন, 'নিচে গিয়ে কেউ পাহারা দে। মা যেন টের না পান আমরা এখানে।'

ষাটের কাছে বয়স হল বড় জেঠুর। এখনো দিদার সামনে সিগারেট খান না। বেশি ইচ্ছে করলে ছাদে এসে নয়তো রাস্তায় গিয়ে মোড়ের চায়ের দোকানে বসে কয়েক টান মেরে আসেন।

সিঁড়ির গোড়ায় বসে পাহারা দিচ্ছিল ইতু। হঠাৎ লক্ষ করল দিদা তাঁর ঘর থেকে

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

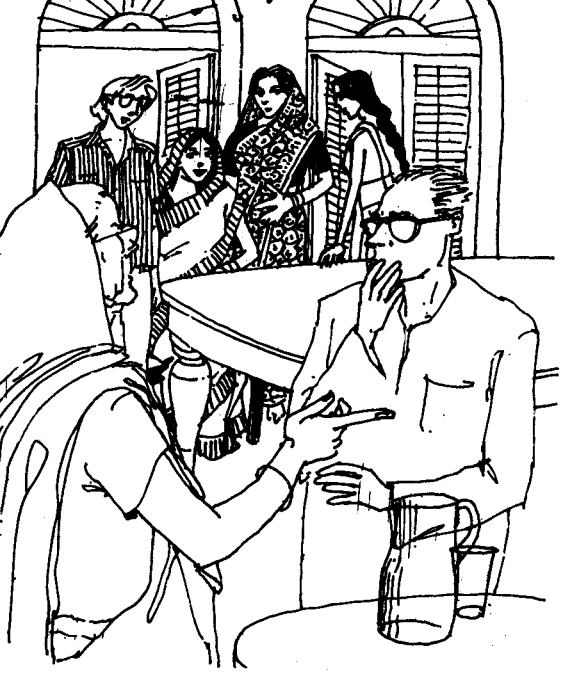

আমাদের হীরের নেকলেসটা পাওয়া যাচ্ছে না

বেরিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে না-দেখে নিচে চলে গেলেন। একটু পরে ব্যস্ত পায়ে আবার উঠে এলন দোতালায়। ইতুকে দেখে চাপা উত্তেজিত গলায় বললেন, 'তোর জেঠুরা কোথায় দেখেছিস?'

'ছাদে বসে কথা বলছে।' ইতু বলল 'ডেকে দেব?'

'শিগগির আমার ঘরে আসতে বল্।' এই বলে দিদা নিজের ঘরে ঢুকলেন।

ইতু দৌড়ে এসে বড় আর মেজো জেঠুকে বলল, 'তোমাদের দুজনকে এক্ষুনি দিদা ওঁর ঘরে যেতে বলেছেন।'

'কেন, কিছু বলেন নি?' শুকনো গলায় জানতে চাইলেন জেঠু। যেন দিদা ওঁর সিগারেট খাওয়ার কথা জেনে গেছেন।

ইতু বলল, ' জানি না কেন! দিদাকে খুব পেরেশান মনে হল।'

দুই ভাইয়ের হাতে সিগারেট—আধখানাও শেষ হয় নি, নিভিয়ে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে বড় জেঠু নেমে যাওয়ার পর ইতুরাও পা টিপে নিচে নামল। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল, ঘরের ভেতর মা, কাকি, জেঠি , ফুপি, বাবা, কাকা, জ্যাঠারা সবাই রয়েছেন। ভূপালী জেঠিমার শরীর ভালো নয় বলে তিনি সবার আগে খেয়ে ঘুমিয়ে গেছেন। দিদা বড় জেঠু আর বড় ফুপির নাম ধরে বললেন, 'শোন সদরুদ্দিন, আকিকুননেসা আর সবাই। বাড়িতে একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।'

দিদার কথার ধরনে সবার মুখ শুকিয়ে গেল। বড় জেঠু মিনমিনে গলায় জানতে জাইলেন—'কী হয়েছে মা?'

'আমাদের হীরের নেকলেসটা পাওয়া যাচ্ছে না।'

'সে কী মা!' আঁতকে উঠলেন বড় ফুপি— 'কোথায় ছিল ওটা?'

'ছিল জায়গামতোই। আমার আলমারির গয়নার বাক্সে। অন্যসব গয়না ঠিক আছে, শুধু হীরের নেকলেসটা নেই।'

'চাবি কার কাছে ছিল মা?'

ইতুর বাবার কথায় বিরক্ত হলেন দিদা—'নেকু নেকু কথা বোলো না কামরুদ্দিন।

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

আমার আলমারির চাবি যে সবসময় আমার আঁচলে বাঁধা থাকে, এটা তোমাদের কারো অজানা থাকার কথা নয়।'

'টের পেলেন কখন ওটা যে নেই?' প্রশ্ন করলেন বড় ফুপি।

'একটু আগে। জাহানারার বিয়েতে ওর মার ক'খানা গয়না দেব স্যাকরাকে নতুন করে গড়ে দেবার জন্য—বাক্স খুলে দেখি ওটা নেই।'

'শেষ কবে দেখেছিলে হীরের নেকলেসটা?' জানতে চাইলেন বড় জেঠু।

'দিন দশেক আগেও দেখেছিলাম, পষ্ট মনে আছে। রাঙাবউ ওর জড়োয়া সেটটা তুলে রাখতে দিল, বাক্স খুলে ওগুলো রাখলাম। তখনো ওটা বাক্সে ছিল।'

'এর মধ্যে চাবিটা একবারও হাতছাড়া করেন নি মা?'

মেজ ফুপির কথায় আবার বিরক্ত হলেন দিদা—'চাবিটা যে আমি কখনো হাতছাড়া করি না এটা তোমার জানা নেই বলতে চাও জরিফুন নেসা?'

ছোটবেলার এমন এক ঘটনার ইঙ্গিত দিলেন দিদা—মেজো ফুপির মুখটা শুকিয়ে গেল, যদিও অন্যরা কিছুই টের পেল না। মেজো ফুপির শুকনো মুখ দেখে দিদার মায়া হল। গলাটা একটু নরম করে বললেন, 'ঘুমানোর সময়ও চাবি আমার আঁচলে বাঁধা থাকে।'

'কে নিতে পারে হীরের নেকলেস?' আপন মনে প্রশ্ন করলেন মেজো জেঠু।

'তুমি কি কাউকে সন্দেহ করো মা?' জানতে চাইলেন বড় জেঠু।

'কাকে সন্দেহ করব?' বলে দিদা বড় ফুপির দিকে তাকালেন—'কারো কারো এটা পছন্দ নয় যে, এ-বংশের নেকলেসটা জাহানারার কাছে যাক।'

বড় ফুপি শুকনো গলায় বললেন, 'সেদিন আমি কথাটা বলেছিলাম বংশের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। আব্বু সবসময় বলতেন, এ-নেকলেসটার জন্যই আমাদের বংশের কাউকে বড় রকমের কোনো বিপদে পড়তে হয় নি।'

বড় ফুপির চোখে চোখ রেখে দিদা খরখরে গলায় বললেন, 'বংশের মঙ্গলের কথা ভেবে তোমরা কেউ যদি নেকলেসটা লুকিয়ে রাখো এই বেলা বের করে দাও। আমার মন বলছে ওটা জাহানারাকে না দিলেই বংশের অমঙ্গল হবে।'

'ছি ছি, এসব আপনি কী বলছেন মা?' বিব্রত গলায় বললেন বড় ফুপি—'আমরা কেন নেকলেস লুকোতে যাব? জানু কি আমাদের মেয়ে নয়?'

দিদার কথায় দুঃখ পেয়ে চোখে আঁচল দিলেন বড় ফুপি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিদা বললেন, 'যেভাবে হোক নেকলেসটা খুঁজে বের করতেই হবে।'

'পুলিসে খবর দিলে হয় না?' ভয়ে ভয়ে কথাটা বললেন মেজ জেঠু।

'পুলিস কবে চোরাই মাল উদ্ধার করেছে আমার জানা নেই বাপু।' দিদা শান্ত গলায় বললেন, 'নিজেরা ভালো করে খুঁজে দেখো। নিতান্তই যদি না পাওয়া যায়, পুলিসকে বলতে হবে বৈকি। তবে এও বলি, পুলিস এসে বাড়ির লোকজনদের উল্টোপাল্টা জেরা করবে—সে বড় লজ্জার কথা।'

মেজ জেঠু বললেন, 'সত্যি সত্যি যদি ওটা চুরি হয়, জানুর বিয়ের আগে পুলিস খুঁজে বের করতে পারবে বলে তো মনে হয় না।'

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

'দরকার হলে জাহানারার বিয়ের তারিখ একবছর পিছিয়ে দেব। হীরের নেকলেস ছাড়া জাহানারার বিয়ে হবে না।'

'বিয়ের তারিখ পেছানোর দরকার কি মা?' বড় জেঠু বললেন, 'এত ভালো একটা ছেলে পাওয়া গেছে—ওরকম না হলেও জানুকে আমি হীরের একটা নেকলেস কিনে দিতে পারব।'

'না সদরুদ্দিন, আমি ওটাই চাই। কীভাবে খুঁজে বের করবে তোমরা জানো। আমার শেষ কথা হল, জাহানারা ওই নেকলেস পরেই বিয়ে করবে।'

কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন দিদা। বাইরে ছোটরা যারা দরজার আড়াল থেকে ঘরের ভেতরের দমবন্ধ করা নাটকের সংলাপ শুনছিল, তারা সবাই পা টিপে গুটিগুটি চলে গেল তাদের চিলেকোঠার ঘরে।

মুশকিল আসানের আগমন

এতবড় একটা ঘটনা জানার পর ইতুরা যে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকবে এ-কথা বলাই বাহুল্য। বড়দির বিয়েতে ওরা কত রকমের মজা করবে ভেবে-ভেবে হদ্দ হয়ে গেছে, সেই বিয়ে পিছিয়ে যাওয়ার দুঃখে মিতু আর রন্টু, ঝন্টুর মন খুবই খারাপ। ইতু আর ছোটন চেয়েছিল সাইফ ভাইর সঙ্গে বড়দির বিয়ে হোক। সেজন্য বিয়ে পিছিয়ে যেতে পারে শুনে মনে-মনে খুশি হলেও দিদা যে বললেন হীরের নেকলেস না পাওয়া গেলে বংশের অমঙ্গল হবে, শুনে ওদের মনেও ভয় ধরে গেছে।

রন্টু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'কতদিন এ-বাড়িতে কোনো উৎসব হয় না। অন্যদের বাড়িতে বিয়ে হতে দেখে কতদিন মনে হয়েছে কবে আমাদের বাড়িতে বিয়ে হবে। শেষপর্যন্ত যা-ও হতে যাচ্ছিল—সবকিছু গুবলেট হয়ে গেল।'

মিতু বলল, 'কী শয়তান চোর! অন্য কিছু নিলেই পারত!'

ছোটন শুকনো গলায় বলল, 'নেকলেসটা যদি সত্যিসত্যি না পাওয়া যায়—কোত্থেকে কোন্ বিপদ আসে কে জানে!'

ঝন্টু বলল, 'এহতেশাম ভাইয়া শুনলে ভারি কষ্ট পাবে।'

মিতু বলল, 'এত বড়লোক যখন ওরকম একটা নেকলেস বড়দিকে কিনে দিলেই তো পারে!'

ছোটন বিরক্ত হয়ে বলল, 'বোকার মতো কথা বলিস না। শুনিস নি দিদা কী বলেছেন? বড়দির বিয়েতে ওই নেকলেসটাই লাগবে, নইলে বংশের অমঙ্গল হবে।'

ইতু বলল, 'বড়রা বড়দের মতো খুঁজুক। কাল থেকে চল্ আমরাও নেকলেসটার খোঁজে নেমে পড়ি।'

'কীভাবে?' বলে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল ইতুর ওপর।

গলাটা এক ধাপ নামিয়ে ইতু ওর পরিকল্পনার কথা সবাইকে বলল। শুনে সবার চোখগুলো চকচক করে উঠল। সারাক্ষণ ইতুর বই নিয়ে পড়ে থাকা ছিল ঝন্টুর

BANGLADRIFT

Banglapdf.net Exclusive!

দু'চোখের বিষ। সবার আগে ও-ই বলল, 'ডিটেকটিভ বই পড়ে তোর তো দারুণ বুদ্ধি হয়েছেরে ইতু।'

ইতু গম্ভীর হয়ে বলল, 'বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়। কাল ভোরে উঠতে হবে।'

দিদা ভেবেছিলেন বাড়ির বাইরে চলে যাচ্ছে বলে কেউ হয়তো নেকলেসটা লুকিয়ে রেখেছে, বিয়ের পর বের করে দেবে। রাতে সবাইকে ডেকে ওভাবে বলার উদ্দেশ্য ছিল যেই নিয়ে থাকুক যেন ওটা ফেরত দিয়ে দেয়। সেজন্য তিনি ভূপালী জেঠিমাকে নেকলেস হারানোর কথাটা জানাতে চান নি। বিয়ে পিছিয়ে দেয়ার ব্যাপারটা নিশ্চয় তাঁর পছন্দ হবে না। ভোর না-হতেই ভূপালী জেঠিমা কথাটা জেনে ফেললেন। মোটা-সোটা বেতো শরীর নিয়ে ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে দিদাকে বললেন, 'হাঁ চাচিজান এসব কী শুনছি?'

দিদা ফজরের নামাজ সেরে জায়নামাজে বসে তসবি গুনছিলেন। শুকনো গলায় বললেন, 'ঠিকই শুনেছ।'

'ওটা তো বহুত কিমতি জেভর ছিল চাচিজান। দিল্লির বাদশাহ শাহজাহান না দিয়েছিলেন?'

কোনো কথা না বলে দিদা মাথা নেড়ে সায় জানালেন।

'কঈ লাখ দু' লাখ থেকে কম না হবে!'

দিদা আগের মতো মাথা নেড়ে সায় জানালেন।

'আপনি কি বলেছেন চাচিজান, ওটা না পেলে জাহানারা বিটিয়ার শাদির তারিখ পিছিয়ে দিবেন?'

দিদা আবারও আগের মতো মাথা নাড়লেন।

'শাদির তারিখ পাক্কা হয়ে গেছে। এখন পিছানো কি ঠিক হবে চাচিজান?'

দিদা কোনো কথা না বলে তসবি গুনতে লাগলেন।

'আমি বলি কি চাচিজান—' ইতস্তত করে ভূপালী জেঠিমা বললেন, 'আমার নওরতনের জাড়োয়াসেট জো আছে, ওটাও বহুৎ কিমতি আছে। জাহানারা বিটিয়ার শাদীতে আমি ওটা ওকে তোহ্‌ফা দিব। আপনি শাদির তারিখ পিছাবেন না।'

দরুদ পড়া শেষ করে দিদা তসবির ছড়ায় চুমু দিয়ে কপালে ছুঁইয়ে জায়নামাজের একপাশে রাখলেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, 'তোমার নওরতনের সেট তুমি জাহানারাকে দেবে কিনা সেটা তোমার ব্যাপার ভূপালী বউ। আমি চাই আমাদের হীরের নেকলেসটা বিয়ের রাতে জাহানারার গলায় থাকবে।'

দিদার কথা বলার ধরন দেখে ভূপালী জেঠিমা মুখ কালো করে চলে গেলেন বড় ফুপির কাছে। দিদার সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছে শুনে বড় ফুপি চাপা গলায় বললেন, 'মার সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি। কাল ভাইজান বলল, আরেকটা হীরের নেকলেস কিনে দেবে, আজ তুমি বলছ নওরতনের সেট দেবে। এরপর কেন বিয়ের তারিখ পেছাতে হবে, আমি কিছুতে বুঝতে পারছি না রাঙাবউ। এহতেশাম কী বলেছে বিয়েতে হীরের ওই নেকলেসটাই দিতে হবে?'

BANGLAPDF.NET

'ছি ছি, আপনি এসব কী বলছেন!' বড় ফুপির কথায় দুঃখ পেলেন ভূপালী জেঠিমা—'এহতেশাম ওরকম খানদানে পয়দা হয় নি যে জেভরের লালচে শাদি করবে! আপনারা একখানা জেভরও যদি না দেন তবু এহতেশাম শাদি করবে। জেভরাত তো ওই দিবে। ওর কি রুপিয়া দৌলতের কমি আছে?'

নিচে রান্নাঘরে যাওয়ার সময় দিদার চোখ পড়ল বড় ফুপির ওপর। ভূপালী জেঠিমার সঙ্গে ওঁর গুজগুজ করাটা মোটাই পছন্দ হল না। বড় ফুপি সেটা টের পেয়ে উঠে পড়ে শুকনো মুখে সকালের নাশতার ব্যবস্থা করতে গেলেন।

দুপুর নাগাদ মীর্জা এহতেশামও জেনে গেল নেকলেস চুরির কথা। প্রথমে পুলিসে খবর দেয়ার কথা বললেও দিদার যুক্তি ওর পছন্দ হল। বলল, 'দাদিজান সহি বাত বলেছেন। পুলিসে খবর দিলে চোররা ভয় পেয়ে ওটাকে ভেঙে ফেলতে পারে।' একটু থেমে এহতেশাম কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'পুলিস ছাড়াও দুসরা এক তরিকা আমার জানা আছে।'

'সেটা আবার কী?' জানতে চাইল বড়দা।

'মিরপুর মাজার শরিফে এক মুশকিল আসান ফকির বাবা এসেছেন। বহুত কামেল ফকির। উনাকে খবর দিয়ে আনতে পারলে উনি জরুর বলতে পারবেন নেকলেস কোথায় আছে।'

দিদা বললেন, 'মুশকিল আসান যদি নেকলেস বের করে দিতে পারে আমি হাজার টাকা দেব।'

'না দাদিজান, তিনি কোনো রুপিয়া নিবেন না। উনার সামনে রুপিয়ার কথা কভি বলবেন না। রুপিয়ার কথা শুনলে উনি বহুত গুস্‌সা হন।'

'তাহলে তো ভালোই মনে হচ্ছে। তুমি ওকে আজই নিয়ে এসো।'

দিদার কথা শুনে সবাই আশ্বস্ত হল। বড় ফুপি তো ভয়ে ভয়ে ছিলেন—মুশকিল আসানের কথা শুনে দিদা না আবার রেগে যান।

বিকেলে মীর্জা এহতেশামের বিশাল ফোর্ড গাড়িতে চেপে লম্বা সাদা চুলদাড়িওলা মুশকিল আসান এলেন। গলায় সাত-আটখানা আকিক পাথরের মালা। দুহাতের বুড়ো আঙুল ছাড়া বাকি সব আঙুলে নানারকমের পাথরের আঙটি। খয়েরি রঙের আলখাল্লা গায়ে, হাতে সাত বাঁকা একখানা শক্ত লাঠি।

গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় উঠতেই মুশকিল আসানের কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। দোতালার টানা-বারান্দার এক মাথায় জাজিম পেতে তাকিয়া বালিশ দিয়ে তাঁর বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাইরের বারান্দায় বড় বালতিতে তাঁর ওজু করার জন্য গোলাপের পাপড়ি ছিটানো পানি রাখা হয়েছে। আগরবাতির সুগন্ধি ধোঁয়ায় বারান্দার বাতাস ভারি হয়ে আছে। এতসব আয়োজন দেখেও মুশকিল আসান প্রসন্ন হলেন না। বেশকিছু সময় নিয়ে ওজু করে তিনি জাজিমে বসে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়লেন। তারপর চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ কী যেন ধ্যান করলেন। দিদা, জেঠি, ফুপি আর কাকিরা সব তাঁকে ঘিরে বসেছিলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে সবাই এরই ভেতর ভক্তিতে রীতিমতো গদগদ হয়ে পড়েছে।

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

এই কমিনা জিনটাকে শায়েস্তা করতে কিছু সময় লাগবে

BANGLAPDF.NET

মুশকিল আসান চোখ মেলে তাকালেন। সবার মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে ভূপালী জেঠিমার ওপর এসে থামলেন। ঠাণ্ডা মোলায়েম গলায় পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'তুমি তো মা ভূপালের নক্‌শবন্দি পীর ঘরানার মেয়ে।'

ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে ভূপালী জেঠিমা বললেন, 'হুজুর সহি বাত বলেছেন। আল্লা পাকের এই গুনাহগার বান্দীকে আপনি হুকুম করুন।'

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুশকিল আসান বললেন, 'আমিও কম গুনাহগার বান্দা নই মা। আমি অবাক হচ্ছি—এ-বাড়ির ওপর এতবড় এক খাবিস জিনের নজর পড়েছে, অথচ তুমি কিছু টের পেলে না! আর কেউ না জানুক তোমার তো জানা উচিত ছিল মা!'

'আমি পহেলা দিনই বুঝছিলাম হুজুর। ভেবেছিলাম আমি এ-বাড়িতে যতদিন থাকব ততদিন ওরা কেউ ঝুটঝামেলা করবে না। এখন মালুম হচ্ছে বহুৎই নালায়েক আছে জিনটা। ভূপালে গিয়েই দরবারের পাক জনাবকে কথাটা জরুর বলব।'

মৃদু হেসে মুশকিল আসান দিদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাকে যে আজকের রাতটা সময় দিতে হবে মা সকল। আপনাদের জিনিস ঠিকই পাবেন, তবে এই কমিনা জিনটাকে শায়েস্তা করতে কিছু সময় লাগবে।'

বড় ফুপি বললেন, 'হীরের নেকলেস কি খবিস জিনটা চুরি করেছে?'

মেজো ফুপি বললেন, 'জিনরা কি নেকলেস পরে?'

ফুপিদের অর্বাচীন কথায় মুশকিল আসান অমায়িক হাসলেন—'না মা, জিনরা নেকলেস কেন, কোনো গয়নাই পরে না। নিজের হাতে চুরিও করে না। তবে কারো ওপর যখন ভর করে তখন সে চুরিও করতে পারে, মানুষও খুন করতে পারে।'

মেজো জেঠিমা বললেন, 'এ-বাড়ির কারো ওপর ভর করলে তো আমরা টের পেতাম। নিশ্চয় বাইরের কেউ হবে।'

'না মা।' হাসিমুখে মাথা নাড়লেন মুশকিল আসান—'জিন কারো ওপর ভর করলেই সে টের পাবে এমন কোনো কথা নেই। ওরা যদি জানাতে না চায় তোমরাও বুঝবে না ঠিক কার ওপর ভর করেছে।'

'সে কী!' বলে আঁতকে উঠলেন বড় ফুপি। সন্দেহ-ভরা চোখে ঘাড় ফিরিয়ে সবাইকে দেখলেন। তারপর হতাশ হয়ে বললেন, 'বোঝার কি কোনোই উপায় নেই হুজুর?'

'না মা, তোমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।' এই বলে মুশকিল আসান ভূপালী জেঠিমার দিকে তাকালেন—'সবাই না বুঝলেও আশা করি তোমার বুঝতে অসুবিধে হবে না।'

ভূপালী জেঠিমা লাজুক হেসে বললেন, 'এই গুনাহগার বান্দীকে শরমিন্দা করবেন না হুজুর। এখানে কারো ওপর খাবিসটার নজর লাগে নি।'

কথাটা শোনার পর ফুপি-জেঠি-কাকিরা সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। মুশকিল আসান কথা না-বাড়িয়ে আবার ধ্যানে বসলেন।

বড়রা যখন মুশকিল আসনকে নিয়ে ব্যস্ত পঞ্চপাণ্ডব তখন ব্যস্ত ওদের তদন্তের কাজে। রিমকি-সিমকিকেও সঙ্গে জুটিয়েছে। বেশ কয়েকবার বাড়ির বাইরে গেছে ওরা। দুখির মা, বনমালী, গিরিবালা আর সব কাজের লোকদের সঙ্গেও কী সব কথা

BANGLAPDF.NET

বলেছে। কাউকে কাউকে রীতিমতো জেরাও করেছে। বাড়িতে মুশকিল আসানের আগমন, খবিস জিনের নজর আর সেইসঙ্গে ছোটদের পুলিস জেরায় কাজের লোকরা সবাই ভয় পেয়ে গেছে। জিনের ভয় সবচেয়ে বেশি দুখির মা আর গিরিবালার। একফাঁকে ওরা ভূপালী জেঠিমার কাছ থেকে পানিপড়া নিয়ে গেছে।

ইতু আবার কোন্ রহস্যের গন্ধ খুঁজে পেয়েছে গলির মোড়ের ওষুধের দোকানে সে-ই জানে। সন্ধের পর 'ওদিকটায় আমি নজর রাখব, তোমরা সবাই কাজের লোকদের ওপর নজর রাখবে।'—বলে একা বেরিয়ে গেল। রিমকি-সিমকির কাজ হচ্ছে বনমালী আর তোরাবালীর ওপর নজর রাখা। ওরা কখন বাইরে যায়, কোনদিকে যায়, কখন ফেরে, ওদের কাছে বাইরের কেউ আসে কি না, এ-বাড়ির কেউ ওদের সঙ্গে কথা বলে কি না—সব খাতায় লিখে রাখতে হবে। এমন এক রোমাঞ্চকর কাজ পেয়ে রিমকি-সিমকি দারুণ উত্তেজিত। খুশি চেপে রাখতে না-পেরে রিমকি একবার বলেই ফেলল, 'ইতুটা একটা জিন্ হয়েছে। ভাগ্যিস কথাটা ইতু শোনে নি।'

ইতুদের বাড়িতে মুশকিল আসান এসেছেন শুনে সন্ধের পর রিমকিদের নানি এলেন দেখতে। বড় ফুপি খরখরে চোখে ওঁকে ভালো করে দেখলেন। তারপর তাকালেন ভূপালী জেঠিমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। ভূপালী জেঠিমা মাথা নেড়ে ইশারায় 'না' বললেন। আশ্বস্ত হয়ে বড় ফুপি বসতে বললেন রিমকির নানিকে।

মুশকিল আসান ধ্যানের মাঝখানে যেই না একবার চোখ মেলে তাকালেন, রিমকির নানি ব্যস্ত গলায় জানতে চাইলেন, 'হুজুর বাবা, খাবিস জিনের নজর কি আমাদের বাড়ির ওপরও পড়েছে? এটার একেবারে লাগোয়া বাড়ি যে ওটা।'

কয়েক মুহূর্ত রিমকির নানির চোখের দিকে তাকিয়ে মুশকিল আসান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এখনো পড়ে নি, তবে পড়তে বেশি বাকিও নেই। এশার নামাজের পর কেউ যেন বাড়ি থেকে না বেরোয়।'

কথাটা শুনে রিমকির নানি আর বসলেন না। মুশকিল আসান একই কথা দিদাকেও বললেন। দিদার অবশ্য ব্যস্ত হওয়ার কিছু ছিল না। খুব জরুরি কাজ না হলে এ বাড়ির বড়রাও এশার পর কেউ বাড়ির বাইরে থাকে না।

ছোটন আর মিতু বাইরের রোয়াকের এককোণে বসে নজর রাখছিল কাজের লোকদের ওপর। জায়গাটা অন্ধকার বলে কারো পক্ষে বোঝার উপায় নেই ওরা যে ওখানে বসে আছে। রিমকির নানি ব্যস্ত হয়ে চলে যাওয়ার একটু পরে ঝন্টু এসে বলল, 'দিদা বলে দিয়েছেন এশার নামাজের পর কেউ বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না, মুশকিল আসানের হুকুম।'

মিতা বলল, 'ভালোই হল। এশার আজান পর্যন্ত পাহারা দিলেই চলবে। ইতুটা এর আগে ফিরলে হয়।'

মিতুর কথা শুনে ছোটন বিরক্ত হল—'তোর ভালো না লাগলে ওপরে গিয়ে নাক ডেকে ঘুমোগে। ইতু বলেছে রাত বারোটা পর্যন্ত পাহারা দিতে। আমি তার আগে নড়ছি না।'

'তোর সবটাতেই বাড়াবাড়ি।' বলে হাঁড়িমুখ করে বসে রইল মিতু। ঝন্টু কাঁধ নাচিয়ে চলে গেল নিজেদের জায়গায়।

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

এশার আজান দিয়েছে সাড়ে সাতটা নাগাদ। চোর-ডাকাত ছাড়া মিতুর অন্য ভয়ও ছিল। এশার নামাজের পর যদি জিনরা সত্যিসত্যি বেরোয়, ওদের দুজনকে হজমি গুলির মতো গিলে খেতে এক সেকেন্ডও লাগবে না। ভাবতে গিয়ে আবার খটকাও লাগল—জিনরা কি মানুষ খায়? কথাটা ছোটনকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না। নির্ঘাত ও কাল সকালে রিমকিদের বলে হাসাহাসি করবে। মিতু যখন একা-একা জিনের কথা ভেবে ভয় পেয়ে ডিসেম্বরের রাতে কুলকুল করে ঘামছিল, তখনই নজরে পড়ল ছোটকা চোরের মতো পা টিপে টিপে বাইরের বৈঠকখানা থেকে বেরোলেন। মিতু বলতে যাচ্ছিল—আজান হয়ে গেছে, এখন কারো বেরোনো চলবে না—ছোটন ইশারায় ওকে চুপ থাকতে বলল।

ছোটকা এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলেন কেউ তাঁকে দেখতে পেল কি না। হাতে ধরা ছোট পুঁটলিটা নিয়েই তাঁর ভয়। একবার ভাবলেন আলোয়ানাটা গায়ে জড়িয়ে বেরোলেই ভালো হত। বেরিয়ে যখন পড়েছেনই, আর কেউ যখন দেখে নি, ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। টুক করে সিং দরজার ফোকর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ছোটকার বাঁ-হাতে ধরা কাপড়ের পুঁটলিটা ছোটনরা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে। মিতু ফিসফিস করে বলল, 'ছোটকা ওভাবে কোথায় যাচ্ছে?'

ছোটন মুহূর্তের ভেতর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। মিতুকে বলল, 'আমি ছোটকাকে ফলো করতে যাচ্ছি। তুই ওপরে গিয়ে এদিকটায় নজর রাখবি।'

মিতু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল—'ফিরতে দেরি করিস না।' বলে ও ছাদে গেল।

এক দৌড়ে সিং দরজা পেরিয়ে রাস্তায় এসে ছোটন দেখল, ছোটকা অল্পদূরে দাঁড়িয়ে রিকশা ডাকছে।

বুড়ো রিকশাওয়ালা কাছে আসতেই ছোটকা দরদাম না করে উঠে বসল। ছোটন হালকা পায়ে একরকম দৌড়ে চলল রিকশার পেছন পেছন।

রাত তখন আটটা বাজতে চলেছে। হেমেন্দ্র দাস রোড়ের সরু রাস্তায় রিকশা আর মানুষের আনাগোনা এতটুকু কমে নি। লোকজনের ভেতর দিয়ে দৌড়োতে সুবিধেই হল ছোটনের। ছোটকা দেখতে পেল না।

রিকশা বাংলাবাজার পেরিয়ে পাটুয়াটুলির রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। বুড়ো রিকশাওয়ালা ছোটকার তাড়া খেয়েও জোরে টানতে পারছিল না। পাটুয়াটুলির রাস্তা পেরিয়ে রিকশা ইসলামপুরে ঢুকতেই ছোটনের বুকের ভেতর ঢিবঢিব করতে লাগল। ইসলামপুরের রাস্তার দুপাশে সব আলো ঝলমলে স্বর্ণকারের দোকান। ও যা সন্দেহ করছিল তাই হল। ছোটকা রিকশা থামালেন রাধাচরণ জুয়েলার্স-এর সামনে। রিকশাওয়ালাকে দাঁড়াতে বলে তিনি ভেতরে ঢুকলেন।

ছোটন রাস্তার ওপার থেকে রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগল ছোটকার কীর্তিখানা। তিন বছর ধরে চাকরি নেই, ঘরে বেকার বসে আছেন—তাই বলে বাড়ির গয়না চুরি করে এনে বিক্রি করতে হবে—ভাবতে গিয়ে ছোটনের দুঃখের আর সীমা থাকল না। ছি ছি ছি! কাল রিমকি-সিমকিরা শুনলে কী ভাববে? রাগে অপমানে ছোটনের রীতিমতো কান্না পেল। দোকানের একেবারে ভেতরে গিয়ে ছোটকা পুঁটলিটা এগিয়ে দিলেন ম্যানেজার

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

গোছের এক লোককে। সে ওটা নিয়ে ভেতরের এক ঘরে গিয়ে মিনিট তিনেক পরে বেরিয়ে এল। ছোটকাকে কী যেন বলল, বোঝা গেল তাঁর পছন্দ হয় নি। পুঁটলিটা গিট বেঁধে ছোটকা দোকান থেকে বেরিয়ে আবার রিকশায় উঠলেন। ছোটন কিছুটা আশ্বস্ত হল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ছোটকার সঙ্গে ওদের দরে বনে নি। রিকশা আবার উল্টোদিকে ঘুরতে ছোটন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ছোটকা তাহলে অন্য কোনো জুয়েলার্সে যাচ্ছে না। তার মানে গয়নাটা রাতের মতো বাড়িতে থাকছে। ছোটন ঠিক করল বাড়ি গিয়ে সবার আগে কথাটা দিদাকে বলবে।

এশার নামাজ শেষ হয়ে গেছে, শিংটোলা মসজিদের মুসল্লিরা ঘরে ফিরছে, অথচ ইতু-ছোটন কারো পাত্তা নেই দেখে মিতু-ঝন্টু-রন্টুর মুখ শুকিয়ে গেল। একটু পরে ওরা ছাদের ওপর থেকে ছোটকাকে দেখল সিং দরজা দিয়ে চুপিচুপি বাড়িতে এসে ঢুকতে। মিতা বলল, 'ছোটকা বোধহয় ভেবেছে খাবিস জিন ওকে ধরার জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে।' পরে ছোটনকে ঢুকতে দেখে ওরা আশ্বস্ত হল। সবাই অপেক্ষা করতে লাগল কখন ও ওপরে আসে। ছোটকাকে ফলো করার মতো কী হয়েছে—মিতু, রন্টু, ঝন্টু, কেউ কিছু বুঝতে পারছিল না। ইতু বলেছে কাজের লোকদের ওপর নজর রাখতে। ছোটনের নির্ঘাত মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নইলে কি আর ছোটকাকে কাজের লোক মনে করে!

দিদাকে ওঁর ঘরে একা ডেকে নিয়ে ছোটকার কীর্তির কথা ছোটন খুলে বলল। সব শুনে দিদা চাপা গলায় বললেন, 'চুপ চুপ, এ-কথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলিস না। যা করার সব আমি করব। তুই মুখে কুলুপ এঁটে থাকবি।'

ছোটন মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে গুটিগুটি পায়ে ছাদের দিকে গেল। ভাবল মুশকিল আসানের ভয়ে বেচারা ছোটকা রাতের বেলা এত দামি জিনিসটা বিক্রি করতে গিয়েছিল। মুশকিল আসান যদি টের পেয়ে যান নেকলেসটা ছোটকার কাছে আছে—দিদা কীভাবে সামলাবেন ভাবতে গিয়ে ছোটন কোনো পথই খুঁজে পেল না। দিদা যেভাবে মানা করেছেন, ইতুকেও কথাটা বলা যাবে না। তবে নেকলেসের সন্ধান যখন যাওয়া গেছে তখন রাত না জেগে আরামে ঘুমোনো যেতে পারে। এই ভেবে ছাদে এসে ছোটন দেখল ইতু তখনো ফেরে নি। সবাই ওকে দেখে একসঙ্গে বলল, 'ছোটকাকে ফলো করতে গেলি কেন? ছোটকা কি চাকর?'

ছোটন কাষ্ঠ হেসে বলল, 'মস্ত এক বোকামি করে ফেলেছি। ছোটকা গেছে ওর বন্ধুর বাড়িতে। আমি ভেবেছিলাম অন্য কিছু—'

ঘড়িতে তখন রাত নটা। এশার নামাজের সময় মেজো জেঠিমা ছোটদের ডেকে খাইয়ে দিয়েছেন। ছোটনও এসে খেয়ে নিয়েছে। বাড়িতে মুশকিল আসানের উপস্থিতি আর রাতে খাবিস জিনের আগমনের সম্ভাবনায় বড়রা সবাই এত ব্যস্ত আর চিন্তিত ছিল—ইতু যে খেতে আসে নি এ-কথা কারো মনেই হয় নি।

দূরে দমকল অফিসের পেটা ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করে রাত নটার ঘণ্টা বাজল তখন ছোটন বলল, 'তোরা শুয়ে পড়। আমি গলির মোড়ে গিয়ে দেখে আসি ইতু এতক্ষণ কী করছে।' অন্যদের চেয়ে ইতু আর ছোটনের সাহস বেশি। মিতু মনে মনে খুশি হল

Banglapdf.net Exclusive!

নিশ্চয় খারাপ জিনটা ইতুকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে

ছোটন ওকে সঙ্গে যেতে বলে নি। বলল, 'রাত তো মোটে নটা বাজে। এখনই শোয়ার কী আছে! তুই ইতুকে নিয়ে আয়। ওর মাথায় নতুন কোনো প্ল্যান এসেছে কি না কে জানে।'

ছোটন পা টিপে নিচে নামল। মুশকিল আসান বারান্দার আলো নিভিয়ে দিয়েছেন। ওঁর ডানপাশে ঝুলবারান্দায় শুধু একটা হারিকেন জ্বলছে। মুশকিল আসান তখনো ধ্যানে বসে আছেন। পাশে আরো কয়েকজন ছিলেন। লোবানের ধোঁয়ায় ঢাকা হারিকেনের আবছা আলোয় তাদের চেনা গেল না। ছোটন যে কোন্ ফাঁকে বেরিয়ে গেল ওরা কেউ টেরও পেল না।

রাস্তায় নেমে ছোটনের মনে হল দিদাকে দেয়া কথাটা অন্তত ইতুর কাছে ভাঙতে হবে। নেকলেস চোরকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিয়েছে ইতু। চোর যখন পাওয়া গেছে তখন ওদের দায়িত্ব শেষ। নজর রাখার বুদ্ধিটা ইতুর হলেও চোরের সন্ধান পাওয়ার কৃতিত্বটা ষোলআনাই ওর। নিজের সাফল্যে ছোটন উৎফুল্ল হলেও চোর যে আর কেউ নয়, ওদের ছোটকা—কথাটা ভাবতেই পৃথিবীটা ওর কাছে অসার মনে হল।

ডিসেম্বর মাসের রাত নটা মানে অনেক রাত। ছোটন গলির মাথায় এসে দেখল বুড়ো বাকের মিঞার পান-দোকান ছাড়া অন্য সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। বাকের মিঞা ওদের সবাইকে চেনে। ইতুরা ওকে চাচা ডাকে। কাছে গিয়ে ছোটন জিজ্ঞেস করল, 'বাকের চাচা, আমাদের ইতুকে দেখেছ আজ সন্ধ্যার পর?'

বাকের মিঞা ভুরু কুঁচকে বলল, 'হ, দেখছিলাম তো মাগরেবের বাদে। বর্মণ বাবুর লোহার দোকানের ভিতরে বইয়া আছিল। ক্যা, বাড়িত যায় নাই?'

'না বাকের চাচা।' শুকনো গলায় জবাব দিল ছোটন।

'দোস্ত-উস্তের বাড়িত যাইবার পারে।' ছোটদের উদ্বেগকে পাত্তা না দিয়ে বাকের মিঞা বলল, 'তোমাগো বাড়িত বলে এক মুসকিল আসান হুজুর আইছে? চাচিজানরে কইও কাইল সেলাম করতে যামু।'

মাথা নেড়ে সায় জানাল ছোটন। বাড়িতে ফিরল বিষণ্ন আর উদ্বিগ্ন এক চেহারা নিয়ে। চিলেকোঠায় এসে ঝন্টুদের বলল, 'ইতু হারিয়ে গেছে।'

BANGLADE.NET

ছোটনের কথা যেন ওদের চিলেকোঠার ঘরে পাঁচশ পাউন্ডের বোমা ফাটাল। কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না রন্টু, ঝন্টু আর মিতু। বসে রইল পাথরের মূর্তির মতো। ইতুকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে ছোটন। ইতুর মতো বুদ্ধিমান আর সাহসী ছেলেও দ্বিতীয়টি দেখে নি। বাকের চাচার সঙ্গে কথা বলার পর থেকে ওর বুকের ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। 'ইতু কীভাবে হারিয়েছে?' ফিসফিস করে প্রথমে জানতে চাইল ঝন্টু।

মিতু চাপা গলায় বলল, 'ও কোথাও যেতেও তো পারে।'

রন্টু বলল, 'কে জানে জাফরদের বাড়িতে গেছে হয়তো বই-টই আনতে।'

ছোটন আস্তে আস্তে বলল, 'ইতু যদি নিজের ইচ্ছায় কোথাও যায়, সবচেয়ে খুশি হব আমি। বাড়িতে এতবড় একটা বিপদ, আমরা সবাই চোর ধরার জন্য রাত জেগে পাহারা দেব, আর ও কারো বাড়িতে বসে এতক্ষণ ধরে আড্ডা মারবে—ইতু এরকম ছেলে নয়।'

মাথা নেড়ে সায় জানাল ঝন্টু—'কিন্তু হারাবে কী করে?'

'আমার মনে হচ্ছে—' চিন্তিত গলায় ছোটন বলল, 'সন্দেহজনক কাউকে ফলো করতে গিয়ে ও কোথাও আটকে গেছে।'

'হতে পারে কেউ ওকে আটকে রেখেছে।' ভয় পাওয়া গলায় বলল মিতু।

'তাও হতে পারে।' সায় জানাল ছোটন।

অনেক রাত পর্যন্ত ওরা কেউ ঘুমোতে পারল না। বারবার ওদের মাথায় ঘুরতে লাগল—ইতু কি নিজের ইচ্ছায় কোথায় গেছে, নাকি গুণ্ডাদের খপ্পরে পড়েছে!

দমকল অফিসের পেটা ঘড়িতে রাত তিনটার ঘণ্টা বাজল। মিতু, রন্টু, ঝন্টু একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিল ছোটন। হঠাৎ ওর মনে হল, গুণ্ডারা ইতুকে নিশ্চয় আদর করে শোয়ায় জন্য বিছানা পেতে দেয় নি। নিশ্চয় ওকে ওদের ফলো করার জন্য খুব মেরেছে। ছেড়ে দিলে যদি বিপদ হয় সেজন্যে ইতুকে ওরা মেরেও ফেলতে পারে। এসব কথা মনে হতেই বালিশে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল ছোটন।

ভোরে দুখির মার ডাকে ওদের ঘুম ভাঙল। ছোটন দেয়ালঘড়িতে দেখল আটটা বাজে। দুখির মা বলল, 'ছোড মায় কইছে তুমাগো জলদি কইরা নাশতা কইরা লইতে। ঘরভর্তি ম্যামান আইছে মুশকিল আসান ফকিরের দোয়া লওনের লাইগা। কেতলিতে কুলান যায় না, ডেকচিতে চা বহাইছি।'

ইতুর নিখোঁজ হওয়ার সংবাদটা বাড়িতে কীভাবে জানাবে এ নিয়ে চিন্তিত ছিল ছোটনরা। দুখির মার কথা শুনে মনে হল ওরা কে কোথায় আছে এদিকে নজর দেয়ার কেউ নেই। ছোটন ভাবল সময় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে বলা যাবেখন।

নাশতা খেতে নিচে নেমে ছোটনরা দেখল দুখির মা মিথ্যে বলে নি। বারান্দায় পাড়ার বয়স্ক মহিলারা মুশকিল আসানকে ঘিরে গোল হয়ে বসেছেন। নিচের ঘরে বড়

BANGLAPDF.NET

জেঠু পাড়ার বুড়োদের সঙ্গে গল্প করছেন। মুশকিল আসান অতীতের অনেক কথা বলে আর সেই সঙ্গে দুটো চোর ধরে সবাইকে চমকে দিয়েছেন।

নাশতা করে ছোটনরা ওপরে গিয়ে ছাদের কোণে দেখল রিমকি-সিমকি বসে আছে। ওদের দেখতে পেয়ে সিমকি ডেকে বলল, 'তোমরা শুনেছ, মুশকিল আসান বলেছেন তিনদিনের ভেতর খারাপ জিনটাকে দেশছাড়া করবেন!'

রিমকি বলল, 'তোমরা চারজন কেন, ইতু কোথায়?'

ছোটন এ-কদিনে বুঝতে পেরেছে লেখাপড়ায় ভালো বলে রিমকি ইতুকে বেশি পছন্দ করে। ওকে ছাদে দেখেই ও বুঝে ফেলেছিল ইতুর হারিয়ে যাওয়ার কথা লুকিয়ে লাখা যাবে না। গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমাদের ওপর ভীষণ বিপদ রিমকি!'

বিপদের কথা শুনে রিমকি-সিমকি দুজনই ঘাবড়ে গেল। শুকনো গলায় রিমকি জানতে চাইল—'ইতুর কিছু হয় নি তো?'

মাথা নেড়ে সায় জানাল ছোটন। নেকলেস চুরি যাওয়া থেকে শুরু করে ইতুর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা সব খুলে বলল। শুধু বলল না ছোটকার কথা।

সিমকি ঢোক গিলে বলল, 'নিশ্চয় খারাপ জিনটা ইতুকে কোথাও উড়িয়ে নিয়ে গেছে। ও জানে না এশার নামাজের পর যে বাইরে যাওয়া বারণ ছিল?'

'না, ইতু জানত না।' জবাব দিল ঝন্টু—'ও বেরিয়ে যাওয়ার পর কথাটা বলেছিলেন দিদা।'

'তোমরা কী করবে ঠিক করেছ?' জানতে চাইল রিমকি।

'কিছুই ভেবে পাচ্ছি না কী করব। বড় জেঠু যদি জানতে পারেন সবাই মিলে প্ল্যান করে ইতুকে গলির মাথায় পাঠিয়েছি—কাউকে আস্ত রাখবেন না।'

সিমকি বলল, 'মুশকিল আসান নিশ্চয় বলতে পারবেন ইতু কোথায় আছে।'

'ওঁকে বলা মানে সবার জেনে যাওয়া।'

রিমকি একটু ভেবে বলল, 'ভাইয়া বাসায় আছে। ওকে বললে হয়তো একটা বুদ্ধি দিতে পারবে।'

ঝন্টু ছোটনকে বলল, 'রিমকি ঠিক বলেছে। সাইফ ভাই নিশ্চয় আমাদের চেয়ে ভালো বুঝবে।'

কথা না-বাড়িয়ে ওরা সবাই রিমকিদের বাড়িতে গেল। সাইফ নিজের ঘরে বসে বই পড়ছিল। সবাইকে একসঙ্গে দেখে একটু অবাক হল—'কী ব্যাপার, সবার মুখ ভার কেন? কোনো ঝামেলা বাঁধাও নি তো!'

ছোটনের মুখে সব কথা শুনে সাইফের মুখ শুকিয়ে গেল—'এক্ষুনি থানায় জানানো দরকার। ইতুর কোনো ছবি আছে তোমাদের কাছে?'

ঝন্টু কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, 'থানায় জানালে বাড়ির সবাই জেনে যাবে। বড় জেঠু আমাদের মেরে ফেলবেন।'

সাইফ গম্ভীর গলায় বলল, 'তোমাদের গোয়েন্দাগিরির সংবাদ বড় জেঠুকে না দিলেও চলবে। ইতু সন্ধেবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, আর ফিরে আসে নি। এর বেশি বাড়িতে বলার দরকার নেই।'

BANGLAPDF.NET

'থানা থেকে ওরা বাড়িতে আসবে না জেরা করতে?'

'আসতে পারে। তবে বেশি হইচই করতে মানা করে দেব। এস পির ছোট ভাই আতিক আমার বন্ধু। ওকে নিয়ে আগে এস পির সঙ্গে কথা বলব। চট করে কেউ গিয়ে ইতুর একটা ছবি নিয়ে এসো।'

ছোটন ছবি আনতে গেল। সিমকি বলল, 'পুলিসে বলার কী দরকার! ওদের বাড়িতে যে মুশকিল আসান ফকির এসেছেন, ওঁকে বললেই তো হয়। ইতু কোথায় আছে ঠিক বলে দিতে পারবেন।'

সিমকির কথা শুনে সাইফ বিরক্ত হল। বলল, 'পীর-ফকিররা যদি ছেলেধরা চোর-ডাকাত ধরতে পারত আর পানিপড়া দিয়ে অসুখ ভালো করত, তাহলে দেশে পুলিসের দরকার হত না, ডাক্তারেরও দরকার হত না।'

সাইফের কথা সিমকির পছন্দ হল না। তবু কিছু বলল না, যদি ও রেগে যায় সেই ভয়ে। ও খেয়াল করেছে কদিন ধরে সাইফ অল্প কথাতেই চট করে রেগে যাচ্ছে। একটু পরে হাঁপাতে হাঁপাতে ছোটন এল ছবি নিয়ে। বলল, 'ইতুর একা ছবি নেই। এটাতে ও আর আমি একসঙ্গে, স্টুডিওতে গিয়ে তুলেছিলাম।'

ছবি দেখে সাইফ বলল, 'চলবে। এবার চলো, তোমাদের বড় জেঠুকে কথাটা বলে আসি আতিকদের বাসায় যাব।'

বাইরে বসার ঘরে আসর জমিয়ে গল্প করছিলেন বড় জেঠু। পাড়ায় ওর কাছাকাছি বয়সের যাঁরা ছিলেন তাদের প্রায় সবাই এসেছেন। সাইফ ওঁর কাছে গিয়ে বলল, 'আপনি একটু বাইরে আসুন। জরুরি কথা আছে।'

রাম্ভুর দাদু তখন কন্দকাটা ভূতের এক ভয়ংকর গল্প বলছিলেন। এমন একটা রোমহর্ষক গল্পের মাঝখান থেকে উঠে আসাটা বড় জেঠুর পছন্দ হল না। ডাক্তার ছোঁড়াটার গলা শুনে মনে হল গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা বলতে চায়, তাই উঠে এলেন। বারান্দায় এসে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?'

'ইতু কাল সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, রাতে ফেরে নি।'

সাইফের কথা শুনে বড় জেঠুর কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। ছোটনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বন্ধু-বান্ধবদের বাসায় খবর নিয়েছিস?'

ছোটন ভয়-পাওয়া গলায় বলল, 'ইতু কখনো অন্য কারো বাসায় রাতে থাকে না।'

'হুম।' চিন্তিত গলায় বড় জেঠু বললেন, 'হুজুরকে তাহলে কথাটা বলতে হয়।'

সাইফ বলল, 'আমি পুলিসে খবর দিতে যাচ্ছি। ছোটন আমার সঙ্গে যাবে।'

'ঠিক আছে যাও।' এই বলে ঝন্টুদের দিকে তাকালেন বড় জেঠু—'আমাকে না বলে কেউ যদি বাড়ির বাইরে এক পা দিয়েছিস পিঠে আস্ত খড়ম ভাঙব।'

ঝন্টুরা সবাই শুকনো মুখে ওপরে ওদের ঘরে গেল। রিমকিদের নানি দুপুর পর্যন্ত এ বাড়িতে থাকবেন। ওরাও ঝন্টুদের সঙ্গী হল।

ছোটনকে সঙ্গে নিয়ে সাইফ সোজা ওর বন্ধু আতিকের বাসায় গেল। হঠাৎ সাইফকে দেখে অবাক হল ওর বন্ধু। বলল, 'এই অসময়ে কোত্থেকে এলি? আমি তো একটু পরেই বেরিয়ে যাচ্ছিলাম!'

BANGLADF.NET

'তোকে নিয়ে আমিন ভাইর কাছে যাব। আমাদের পাশের বাড়ির একটা ছেলে হারিয়ে গেছে।'

কথা না-বাড়িয়ে আতিক বলল, 'দাঁড়া , আমি গাড়ি বের করছি।'

সাইফের এই বন্ধুটি ব্যবসা করে বেশ পয়সা বানিয়েছে। ওর গাড়িতে করে সাইফ আর ছোটন এস পির অফিসে এল। সরাসরি এস পির ঘরে না গিয়ে আতিক ওঁর পি-এর ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ভেতরে যাওয়া যাবে শরীফ?'

কমবয়সী পি এ আতিকের চেনা। বলল, 'স্যার একাই আছেন, চলে যান আতিক ভাই।'

আতিকের সঙ্গে সাইফকে দেখে এস পি আমিন আহমেদ বললেন, 'এই যে ডাক্তার এসো, এসো। হঠাৎ কী মনে করে?'

কোনোরকম ভূমিকা না করে সাইফ এস পি-কে ইতুর নিখোঁজ হওয়া আর ওদের হীরের নেকলেস চুরির কথা জানাল। ছোটনকে দেখিয়ে বলল, 'এ হচ্ছে ইতুর ভাই ছোটন।'

এস পি ছোটনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের কেন মনে হল রাত জেগে গলির মোড়ে পাহারা দিলে তোমরা নেকলেস চোর ধরতে পারবে?'

'মুশকিল আসান চোর ধরতে পারবে, ইতু আর আমি কখনো বিশ্বাস করতে পারি নি।' ছোটন বলল, 'আমরা ভেবেছি কাজের লোকদের কেউ চুরি করতে পারে। ওদের কারো চলাফেরায় সন্দেহ করার মতো কিছু চোখে পড়ে কিনা, অচেনা কেউ ওদের কাছে আসে কিনা, ওরা কোথাও যায় কিনা—সেসব দেখার জন্য আমরা ভেবেছিলাম রাত জেগে পাহারা দেব।'

'তোমরা বুদ্ধিমান ছেলে।' এস পি বললেন, 'মনে হচ্ছে ইতু সন্দেহজনক কাউকে ফলো করতে গিয়ে আটকা পড়েছে, নয়তো ছেলেধরার পাল্লায় পড়েছে।'

ছেলেধরার কথা শুনে ছোটনের মুখ শুকিয়ে গেল। কিছুদিন আগে গিরিবালা ধোপানী খবর দিয়েছে কোথায় এক পাহাড়ী নদীর ওপর পুল বানানো হচ্ছে আর বারবার পুলটা ভেঙে যাচ্ছে। নাকি একশ' আটটা ছেলের কাটা মুণ্ডু পেলে সেই নদী শান্ত হবে। গিরিবালাদের এক আত্মীয়ের ছেলের মুণ্ডু-ছাড়া ধড় পাওয়া গেছে মাস দুয়েক আগে।

ছোটনকে ভয় পেতে দেখে এস পি বললেন, 'ইতু যেখানেই থাকুক, আমরা খুঁজে বের করব। তোমরা বাড়ি যাও। বিকেলে আমি নিজেই আসব। এবার বলো ইতুর খুব কাছের বন্ধু কারা আছে যাদের বাড়িতে ও সবসময় যাওয়া আসা করে।'

'ইতু যে দুই বন্ধুর বাড়িতে মাঝেমাঝে বই আনতে যায় সেখানে আমি ফোন করেছি, যায় নি। নিজের ইচ্ছায় কোথাও গেলে ও সঙ্গেসঙ্গে ফোন করত।'

সাইফের কাছ থেকে ইতুর ছবিটা নিয়ে ভালো করে দেখলেন এস পি। আপন মনে বললেন, 'চোখ দেখে মনে হয় খুব শার্প ছেলে।'

আতিক ওর গাড়িতে করে শিংটোলা গলির মোড়ে সাইফ আর ছোটনকে নামিয়ে দিল। ছোটন বলল, 'বর্মণদের লোহার দোকানে একটু খোঁজ করা দরকার, সাইফ ভাই। বাকের চাচা বলছিল ও নাকি এখানে বসেছিল।'

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

সাইফ কোনো কথা না বলে ছোটদের সঙ্গে এল। বর্মণদের দোকানে ফুটফরমাশের কাজ করে নিতাই, ছোটনদের বয়সী, ভালো করেই চেনে ওদের। ছোটন ওকে দোকানের বাইরে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করল—'কাল সন্ধ্যায় ইতু তোদের দোকানে বসে কী করছিল রে?'

নিরীহ গলায় নিতাই বলল, 'কিছু তো করে নাই ছোটন দাদা। খালি বইয়া আছিল। দুকান বন্ধ করণের অল্প আগে আৎকা আমার সাইকল লইয়া বাইর ওইয়া গেল। কইলো কাইল দিয়া যামু। মনে ওইলো চিনা কাউরে দেখতে বুঝি। ক্যান ইতু দাদা কী করছে?'

ছোটন গম্ভীর হয়ে বলল, 'ইতু রাতে বাড়ি ফেরে নি।'

'কও কী ছোটনদাদা!' ভয় পাওয়া গলায় নিতাই বলল, 'কই যাইবার পারে কুন হদিশ পাও নাই?'

'না, মনে হচ্ছে ছেলেধরার পাল্লায় পড়েছে।'

'হায় ভগমান! অখন কী ওইব?'

'পুলিসে খবর দিয়েছি। তুই নজর রাখিস আমাদের পাড়ায় অচেনা সন্দেহজনক কোনো লোক ঘোরাফেরা করে কি না। দেখলে সোজা এসে খবর দিবি।'

'ঠিক আছে।' সায় জানাল নিতাই।

বাকের চাচাকেও একই কথা বলল ছোটন। সাইফ বাড়ি যেতে যেতে জিজ্ঞেস করল—'পাড়ায় তুমি সন্দেহজনক কাকে আশা করছ ছোটন?'

ছোটন গম্ভীর গলায় বলল, 'ইতু যদি ছেলেধরার খপ্পরে পড়ে ওরা নিশ্চয় মুক্তিপণ চাইবে আমাদের কাছে।'

'মুক্তিপণ' কথাটা কিছুদিন আগে ইতুর মুখেই শুনেছে ছোটন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজেদের ডেরায় নিয়ে আটকে রেখে ছেলেধরারা ওদের বাড়িতে চিঠি পাঠায় টাকা চেয়ে। বলে টাকা না দিলে কিংবা পুলিশে খবর দিলে নাকি মেরে ফেলবে।

ছোটন আশা করছিল বাড়ি গিয়ে দেখবে ইতু এসে গেছে, না বলে বাইরে রাত কাটানোর জন্য বড় জেঠুর বকুনি খাচ্ছে। যদি তা না হয় তাহলে হয়তো দেখবে রক্তের ছাপমারা চিঠি হাতে চিন্তিত মুখে বসে আছে বাবা, কাকা, জেঠুরা—যে চিঠিতে ইতুর জন্য মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছে।

বাড়ি এসে দেখল বাইরের ঘরের আড্ডা ভেঙে গেছে। শুধু বড় আর মেজ জেঠু চুপচাপ বসে আছেন। ছোটনকে দেখে বড় জেঠু জিজ্ঞেস করলেন—'খবর দেয়া হয়েছে?'

ছোটন মাথা নেড়ে সায় জানাল—'হয়েছে।'

'কী বলল?'

'বলল, ইতু যেখানে থাকুক খুঁজে বের করবে।'

মেজ জেঠু আপনমনে বললেন, 'পুলিস সবসময় এরকম কথা বলে।'

ছোটন আবার বলল, 'এস পি সাহেব বিকেলে আসবেন।'

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

'এস পি নিজে আসবেন?' বড় জেঠু একটু অবাক হলেন।

'হ্যাঁ, সাইফ ভাইর খুব পরিচিত।'

'ঠিক আছে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বড় জেঠু বললেন, 'মাকে গিয়ে বল্। মা একেবারে ভেঙে পড়েছেন।'

দিদা ওঁর ঘরে একা শুয়েছিলেন। ছোটনকে দেখে উঠে বসলেন—'কোনো খবর পাওয়া গেছে?'

'না দিদা।'

কথাটা শুনে দিদা আবার শুয়ে পড়লেন। ছোটন বলল, 'বিকেলে এস পি সাহেব নিজে আসবেন।'

'পুলিসকে কি নেকলেস চুরির কথা বলেছিস?'

'বলেছি দিদা।'

'বলে দিস নি তো ছোটকা ওটা নিয়েছে?'

'না দিদা।'

'দরজাটা টেনে নিয়ে নিজের কাজে যা।' গম্ভীর গলায় কথাগুলো বলে দিদা পাশ ফিরে শুলেন।

ছোটন ওপরে এসে দেখল সবাই ওর জন্য অপেক্ষা করছে। ও চিলেকোঠার ঘরে ঢুকতেই সবাই একসঙ্গে জানতে চাইল কী হয়েছে।

এস পির সঙ্গে কী কথা হয়েছে, নিতাই আর বাকের চাচাকে কী বলেছে সব ওদের জানাল ছোটন। সিমকি ওকে বলল, 'বড় জেঠু হুজুরকে ইতুর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন মাগরেবের পর বলতে পারবেন ইতু কোথায় আছে। আমি ঠিকই বলেছিলাম। হুজুর বলেছেন এর পেছনেও নাকি খাবিস জিনটা আছে।'

রন্টু বলল, 'এহতেশাম ভাইয়া এসেছিল কিছুক্ষিণ আগে। ইতুর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। বলল, পুলিসের ওপর মহলে নাকি ভালো জানাশোনা আছে। কাকে নাকি ফোন করবে।'

এস পি আমিন আহমেদ এলেন ঠিক সন্ধের সময়। সঙ্গে সূত্রাপুর থানার দারোগা আর দুজন পুলিস অফিসার। ওঁরা নাকি ডিটেকটিভ ব্র্যাঞ্চের। কাজের লোকদের জেরা করার জন্য ডাকার সময় ধরা পড়ল দুখির মা পালিয়েছে। বাবুর্চি হামিদ আলী আর সেজ কাকির আয়া বশিরন বলল, দুপুরে খাওয়ার সময়ও দুখির মাকে নাকি দেখে নি। ভেবেছে বাড়ি গেছে, ছেলের অসুখ বেড়েছে হয়তো।

দিদা শক্ত গলায় বশিরনকে বললেন, 'দুখির মা পালিয়েছে আমাকে এতক্ষণ বলিস নি কেন?'

বশিরন ঢোক গিলে বলল, 'আফনের শরীল ভালা না হুইন্যা আমি ছোড মারে কইছি। মনে করছি হাইনঝের আগে আইয়া পড়ব।'

দিদা দারোগাকে বললেন, 'যেখানেই পালাক ওকে খুঁজে বের করা চাই।'

দারোগা ব্যস্ত গলায় বললেন, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না, হারামজাদিকে আমি চব্বিশ

Banglapdf.net Exclusive!
BANGLAPDF.NET

ঘণ্টার ভেতর এনে হাজির করব"। ওর একটা ছবি দিন মা।'

'চাকর বাকরের ছবি কোন্ আহ্লাদে রাখতে যাব শুনি? ছবি-টবি হবে না।'

'ঠিক আছে মা। ছবি না হলেও চলবে। ওর ঠিকানাটা কি জানা আছে?'

'কোন্ বস্তিতে থাকে বাবুর্চিকে জিজ্ঞেস করো বাছা। ইতুর তো ছবি দেয়া হয়েছে। ওর কি কোনো হদিস পেয়েছ?'

'পেয়ে যাব মা। বজ্জাত বেটিটাকে ধরতে পারলে সব খবর পাওয়া যাবে।'

এস পি অন্যঘরে বড় জেঠুর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। একবার দোতালায় গিয়ে ধ্যানে-বসা মুশকিল আসানকেও দেখে এলেন। যাওয়ার সময় দিদাকে বললেন, 'আপনি ভেঙে পড়বেন না। চোখকান খোলা রাখুন, যেন আর কিছু ঘটতে না পারে। ইতুকে আমরা শিগগিরই খুঁজে বের করব।'

'দুখির মা নচ্ছারটার কথাও যেন মনে থাকে।' দিদার ধমক খেয়ে এস পি কাষ্ঠ হাসলেন।

বাঘের গুহায় ইতু

মুশকিল আসান যখন ইতুর হদিশ জানালেন, রাত তখন বারোটা। বাড়ির সবাই রাতের খাওয়া সেরে তাঁর চারপাশে গোল হয়ে বসেছিল। পাড়ার কয়েকজন মহিলা কৌতূহলী হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। জেঠিমা মিষ্টি হেসে শক্ত গলায় ওদের বিদায় করেছেন। রিমকিদের নানি অবশ্য সন্ধ্যার পরই চলে গিয়েছিলেন।

মুশকিল আসান অনেকক্ষণ ধরে ধূপ পোড়ালেন। ধূপের ঝাঁঝালো গন্ধভরা ধোঁয়ায় গোটা বারান্দা অন্ধকার হয়ে গেল। তাঁর সামনে একটা আয়না রাখা। আয়নার ওপর ভুসোকালি মাখানো। তাঁর চোখ দুটো বোজা ছিল। কখনো বিড়বিড় করে। কখনো শব্দ করে কী সব আরবি দোয়া পড়েছিলেন।

ঠিক বারোটার সময় তিনি বাংলা কথা বললেন, 'বাঘের গুহায় আটকা পড়েছে। পালানোর কোনো পথ নেই।'

ইতুর মা কাঁদোকাঁদো গলায় বললেন, 'বাঘের গুহা কোথায়, সুন্দরবনে?'

'একটা ঘরের মধ্যে আছে। কোনো জানালা নেই, দরজায় ডবল তালা দেয়া। বাইরে পাহারাও আছে। বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছে।'

'এখান থেকে-কতদূরে জায়গাটা?'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আয়নার ভেতর কী যেন দেখার চেষ্টা করলেন মুশকিল আসান। তারপর চিন্তিত গলায় বললেন, 'রাস্তাটা মা চেনা যাচ্ছে না। পুরোনো একটা গলি। বাড়িটাও পুরোনো। গলির মাথায় সাদা গম্বুজওয়ালা মসজিদ দেখতে পাচ্ছি।'

'রাস্তা চেনা না গেলে বাছার কাছে যাবো কীভাবে?' বলতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন ইতুর মা।

'উতলা হবে না বেটি। সবর করো, আল্লাহকে ডাকো। আমার পোষা জিনকে

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

পাঠিয়ে সঠিক খবর আনতে হবে। খবিসটাকে ও ছাড়া আর কেউ শায়েস্তা করতে পারবে না।'

জেঠিমা বললেন, 'আপনার পোষা জিন বসে আছে কেন হুজুর? ওকে বলুন না এখনই গিয়ে ইতুকে নিয়ে আসুক।'

'ও তো এখন এখানে নেই মা। সফরে গেছে। কাল বাদ এশা ফিরবে। তার আগে কিছুই বলা যাবে না।'

মেজো ফুপি বললেন, 'দুখির মা বজ্জাতটা কোথায় আছে, জানার কোনো উপায় নেই হুজুর?'

'নিশ্চয়ই আছে। একটু অপেক্ষা করো'—বলে আবার চোখ বুজে ধ্যানে বসলেন মুশকিল আসান।

ছোটদের ভেতর মিতু আর রন্টু, ঝন্টু খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ধূপের ঘন সাদা ধোঁয়ার ভেতর লম্বা চুলদাড়িওয়ালা মুশকিল আসানকে মনে হচ্ছিল এ-পৃথিবীর বাসিন্দা নয়। তিনি কথাও বলছিলেন টেনে টেনে, যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে তাঁর গলা। ছোটন লক্ষ করল, বড়দি, ভূপালী জেঠিমা আর দিদা ছাড়া বাড়ির সবাই বারান্দায় বসে আছে। এমনকি ছোটকাও ভালো মানুষের মতো মুখ নিয়ে বসে আছে বড়দার পাশে, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।

অনেকক্ষণ বিড় বিড় করার পর মুখ খুললেন মুশকিল আসান—'মেয়েটা খুব ভয় পেয়েছে। পালাচ্ছে গ্রামের পথে। বাঁশবনের ভেতর ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। সঙ্গে আরো দুজন আছে।'

'দুখি আর দুখির বাপ।' চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন মেজো জেঠিমা—'পালিয়ে কোথায় যাচ্ছে বলা যাবে না হুজুর?'

'এখনো তো ওরা পথে। কোথাও না যাওয়া পর্যন্ত কী করে বলি কোথায় যাচ্ছে!'

মুশকিল আসানের আসর ভাঙতে রাত একটা বাজল। তাও ভাঙত না, যদি না তিনি জোর করে সবাইকে উঠিয়ে দিতেন। বললেন, ফজর পর্যন্ত তিনি হালকায়ে জিকিরে বসবেন। এ সময় কারো কাছে থাকা চলবে না।

মিতু, রন্টু, ঝন্টু ওদের ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়ল। বাড়ির অন্য সবাই যে যার ঘরে গিয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। ঘুম আসছিল না ছোটনের। বিছানায় শুয়ে শুধু ছটফট করল। ইতু কোথায় আছে, কীভাবে আছে, যারা ওকে আটকে রেখেছে তারা ওকে খেতে দিচ্ছে কিনা, মারধোর কি বেশি করেছে—এসব কথা সারাক্ষণ দাপাদাপি করছিল ওর মাথায়।

অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে শেষে উঠে বসল ছোটন। ঝন্টু বাতি নিভিয়ে দিয়েছিল। অন্ধকারে বিছানা থেকে উঠে ছাদে গেল ছোটন।

চাঁদ ডুবে গেছে অনেক আগে। দমকল অফিসের পেটাঘড়িতে এরই ভেতর দুটোর ঘণ্টা বেজেছে। চাঁদ না থাকলেও সারা আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিল হীরের কুচির মতো তারার মেলা। তারার আবছা আলোয় ফিনফিনে কুয়াশার ভেতর গায়ে আলোয়ান

BANGLAPDF.NET

জড়িয়ে ছোটন ছাদের ওপর পায়চারি করতে লাগল। মুশকিল আসান যে বলেছেন রাতে কেউ ঘর থেকে বেরোবে না, বেরোলে ভয়ানক বিপদ হতে পারে—ওসব কথা ছোটনের মনেই নেই। হাঁটতে হাঁটতে একসময় ছাদের পশ্চিম কিনারে এসে দাঁড়াল। তখনই ওর চোখে পড়ল গলির মোড়ে বাকের চাচার পান-দোকানের সামনে তেরপাল ঢাকা তিনটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। কুয়াশার ভেতর বোঝা গেল না ট্রাক থেকে মাল নামানো হচ্ছে না তোলা হচ্ছে। লাইটপোস্টের মিটমিটে আলোয় মনে হল ও বুঝি কোনো নির্বাক বায়স্কোপ দেখছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই, কালো কালো কয়েকটা মানুষ ট্রাকের চারপাশে শুধু বাক্স মাথায় আনাগোনা করছে। একবার ভাবল কাছে গিয়ে দেখবে, পরে ইতুর কথা মনে হল। ইতুকে ছাড়া একা কোনো এ্যাডভেঞ্চারের কথা ওর ভাবতে ইচ্ছে করল না।

পুরো তিরিশ ঘণ্টা পর ইতুর যখন জ্ঞান ফিরল তখন ওর চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। প্রথমে মনে হল ওদের চিলেকোঠার খাটে বুঝি শুয়ে আছে ও, হাত বাড়ালে ছোটনকে ছুঁতে পারবে। কথাটা মনে হতেই দিব্যি ঘুমিয়ে যাচ্ছিল। ঘুম আসার ঠিক আগে মনে পড়ল ও জেগেছিল পানি খাওয়ার জন্য। তেষ্টায় গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। ওর ঘুমঘুম ভাবটা চলে গেল। উঠে বসতেই টের পেল এটা ওদের জাজিম বিছানো খাট নয়। শক্ত কাঠের তক্তপোষের ওপর একটা কম্বল বিছানো। বালিশটাও শক্ত আর তেলতেলে। মাঝারি আকারের বদ্ধ ঘরের ভেতর ভ্যাপসা একটা গন্ধ। ঘরের কোনো জানালা নেই। দুটো দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। ইতু এখানে এল কী করে? ভাবতে গিয়ে ওর মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে রইল। তারপর ধীরেধীরে ওর সব কথা মনে পড়ল।

সন্ধেবেলা বর্মণদের দোকানে বসে ইতু তাকিয়েছিল ওদের গলির মুখের দিকে। ভাবছিল কাজের লোকদের কেউ যদি সন্দেহজনকভাবে গলি থেকে বেরোয় তাহলে তাকে লুকিয়ে অনুসরণ করবে। অনেকক্ষণ পর বনমালীকে বেরোতে দেখে ইতুর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রাস্তার এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজল বনমালী। তারপর রাস্তা পেরিয়ে বাকের চাচার পান-দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। দোকানের খদ্দের বিদেয় না হওয়া পর্যন্ত বনমালী দাঁড়িয়ে রইল। এর ভেতর কয়েকবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে যেন খুঁজল। ইতুর মনে পড়ল পিকনিকের দিন ওদের বাড়িতে অসুস্থ ভূপালী জেঠিমা আর দুখির মা ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। হতে পারে, দুপুরে খেয়ে-দেয়ে জেঠিমা ঘুমিয়েছেন আর দুখির মার তো রোজ দুপুরে দু'ঘণ্টা না ঘুমোলে নাকি পেটের ভাত হজম হয় না। সেই ফাঁকে বনমালী গিয়ে যদি হীরের নেকলেসটা চুরি করে, ধরার কারো সাধ্য নেই। বনমালী জানে বাড়িতে যে মুশকিল আসান এসেছেন—ভূপালী জেঠিমা বলেছেন চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর নাকি তিনি চুরি-যাওয়া হারের সন্ধান দিতে পারবেন। বনমালী নিশ্চয় বুঝেছে হারটি বাড়িতে রাখা নিরাপদ নয়। রাত পোহাবার আগেই ওটা কোথাও পাচার করে দিতে হবে। এত দামী

Banglapdf.net Exclusive!

হার চট করে তো বিক্রিও করা যাবে না। খোঁজখবর নিয়ে বিক্রি করতে এক-দুমাস লেগে যেতে পারে।

বাকের চাচাকে একা পেয়ে বনমালী নিচু গলায় কী যেন বোঝাচ্ছিল। তাকে বাকের চাচা বারবার মাথা নেড়ে বারণ করছিল। তবে কি বাকের চাচা হারটা রাখতে রাজি হচ্ছে না? ইতু মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিল বনমালী এরপর যেখানে যাক ওকে অনুসরণ করবে। বনমালী আর বাকের চাচা নিবিষ্ট মনে কথা বলছিল।

বর্মণদের দোকানে বসে থাকতেও অস্বস্তি লাগছিল ইতুর। এর ভেতর বর্মণদের ম্যানেজার রহমতউল্লাহ দুবার ওকে জিজ্ঞেস করেছে, 'কি ইতুমিয়া, সাইজের কালে এইহানে একলা বয়া বয়া মাক্ষি মারতাছ কেলা?' পরে আবার বলেছে—'রাইত ওইয়া গেল, বাড়িত যাও না কন, কেউ বকা-উকা দিছে?'

বনমালী আর বাকের চাচা তখনো কথা বলছিল। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার শব্দে শোনার কোনো উপায় নেই—ওরা কী নিয়ে কথা বলছে। বনমালী গলি থেকে বেরোবার আধঘণ্টা পরে ইতু দেখল মীর্জা এহতেশামের লম্বা সাদা গাড়িটা গলির মুখে এসে থেমেছে। গাড়ি চালাচ্ছিল ড্রাইভার। ইতু ধরে নিয়েছিল এহতেশাম ভাইয়া ওদের বাড়িতেই যাচ্ছে। কিন্তু না ওদের গলিতে ঢোকার বদলে এহতেশাম মোড়ের ডিস্পেন্সারিতে গিয়ে ঢুকল। বর্মণদের লোহার দোকান থেকে ডিস্পেন্সারির ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যায়। মীর্জা এহতেশাম ডিস্পেন্সারির মালিকের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলল। একসময় তাকে বেশ উত্তেজিত মনে হল। মালিককে কিছু বোঝাতে চাইছে, ও বুঝতে চাইছে না, বিরক্ত হচ্ছে, কথা না শোনা গেলেও হাত আর মুখ নাড়া থেকে ইতু এটুকু বুঝতে পেরেছিল। শুধু বুঝতে পারছিল না কী এমন ঝামেলায় পড়েছে মীর্জা এহতেশাম।

ইতুর হঠাৎ মনে হল এহতেশামের কোনো বিপদ হতে পারে। বনমালীর কথা ভুলে গিয়ে ও তাকিয়ে রইল ডিস্পেন্সারির দিকে, যেখানে আরো উত্তেজনাকর দৃশ্যের অভিনয় হচ্ছিল। মালিককে মনে হল খুবই রেগে গেছে। এহতেশামকে আঙুল তুলে শাসাল কয়েকবার। তারপর ইতু যা দেখল—ওর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। পকেট থেকে এহতেশাম ছোট্ট একটা পিস্তল বের করে মালিককে কী যেন বলল। ভয় পেয়ে মালিক দুহাত ওপরে তুলেছিল, এহতেশামের ধমক খেয়ে আবার হাত নামাল। তারপর ভয়ে ভয়ে ডিস্পেন্সারি থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁপ নামিয়ে বন্ধ করে দিল। মনে হল সুযোগ পেলেই ও ঝাঁপিয়ে পড়বে এহতেশামের ওপর। আড়চোখে এহতেশামের দিকে তাকাতে তাকাতে ওর ফোর্ড গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল। এহতেশাম ওর পিস্তলটা মালিককে একবার দেখিয়েই পকেটে পুরে ফেলেছিল। মালিকের পেছন-পেছন এহতেশাম গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল।

ইতু সঙ্গেসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিল বনমালীকে নয়, এই মুহূর্তে এহতেশামকেই অনুসরণ করা উচিত। হীরের নেকলেসের চেয়ে বড়দির কথাই ভাবল। মনে হল ডিস্পেন্সারির মালিকটা নিশ্চয় খারাপ লোক, এহতেশামকে কোনো ব্যাপারে ঠকিয়েছে। আজ কায়দা-মতো পেয়ে ওকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যাচ্ছে কোথায়? উল্টো কোনো

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

বিপদে পড়বে না তো? আর কদিন বাদে বড়দির সঙ্গে মীর্জা এহতেশামের বিয়ে। যদি ওর কোনো বিপদ হয়—ভাবতেই শিউরে উঠল ইতু।

নিতাইকে ডেকে চাপা গলায় ইতু বলল, 'তোর সাইকেলটা নিচ্ছি। কাল ফেরত পাবি।'

নিতাই কী যেন বলতে যাচ্ছিল, ওকে কোনো সুযোগ না দিয়ে ইতু সাইকেল চালিয়ে অনুসরণ করল এহতেশামের সাদা ফোর্ড গাড়িটাকে। এদিকের রাস্তাঘাট বেশ সরু। রাত তখন সাড়ে আটটা হলেও রাস্তায় রিকশা, ঘোড়াগাড়ি, সাইকেল আর পথচারী খুব কম ছিল না। সাইকেলে করে ফোর্ড গাড়ি অনুসরণ করতে ইতুর কোনো অসুবিধে হল না।

দু'তিনটে রাস্তা পেরিয়ে ফোর্ড গাড়িটা ফরাশগঞ্জ এসে দিলীপদের পুতুলওলা বাড়ির পাশে দাঁড়াল। এই রাস্তা, এই বাড়ি ইতুর অচেনা নয়। দিলীপ আর ও এক ক্লাসে পড়ে। ক্লাস ফাইভ-সিক্সে থাকতে যখন ও স্বপনকুমার সিরিজ পড়ত তখন প্রায়ই দিলীপের বাসায় আসত বই বদলাবার জন্য।

দিলীপদের বিশাল জমিদারবাড়ির বাঁ-পাশ দিয়ে সরু অন্ধকার একটা গলি চলে গেছে ভেতরের দিকে। ইতু আগে কখনো এ গলিতে ঢোকে নি। অবাক হয়ে ও দেখল ডিস্পেন্সারির মালিক আর মীর্জা এহতেশাম গাড়ি থেকে নেমে ওই গলির ভেতর ঢুকল। ইতু সাইকেলটা দিলীপদের দারোয়ানের কাছে রেখে পায়ে হেঁটে অনুসরণ করল ওদের।

গলিটা বেশ অন্ধকার। আশেপাশের বাড়ির জানালা থেকে আসা সামান্য আলোয় কালো পথটুকু শুধু দেখা যাচ্ছিল। দিলীপদের ছ'টা বাড়ি পরে বড় আঙিনাওলা একটা পুরোনো বাড়িতে ঢুকল মীর্জা এহতেশাম আর ডিস্পেন্সারির মালিক। বাড়িটার চেহারা এমন যে পূর্ণিমার আলোয় রীতিমতো ভুতুড়ে বাড়ির মতো দেখাচ্ছিল। ভূতের ভয় না থাকলেও ওদের পেছন পেছন বাড়ির আঙিনায় পা রাখতেই ইতুর শিরদাঁড়া বেয়ে সরসর করে ঠাণ্ডা রক্তের স্রোত বয়ে গেল। মনে হল সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ! দোতালার দুটো কামরায় শুধু আলো জ্বলছে, সারা বাড়ি অন্ধকার। জানালা থেকে একটুকরো আলো আঙিনায় এসে পড়েছে। গুণ্ডাদের আস্তানা হওয়ার জন্য এরকম হানাবাড়ি আদর্শ জায়গা।

বাড়ির আঙিনায় ঢোকার পর এহতেশামকে বেশ নার্ভাস মনে হচ্ছিল। কয়েকবার আশেপাশে তাকাল, পেছনেও তাকাল। আঙিনার আলোয় দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিল বলে গলির অন্ধকারে ইতুকে দেখতে পেল না। ইতুর মনে হল মীর্জা এহতেশাম এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে একা গুণ্ডাদের আস্তানায় এসে বোকামি করেছে। এসে যখন পড়েছে পালিয়েও যাওয়া যাবে না। এটা ভেবে একরকম মরিয়া হয়েই সে ভেতরে ঢুকল। ইতু যথারীতি অনুসরণ করল ওকে, এহতেশাম ঘুণাক্ষরেও টের পেল না।

দোতালায় ওঠার সিঁড়ির কাছে এসে ইতু টের পেল বাড়িতে আরো লোকজন আছে। দোতলায় কয়েকজনের গলা শোনা যাচ্ছিল। কাঠের সিঁড়ির ওপর পা রাখতেই ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল। ভীষণ ঘাবড়ে গেল ইতু। প্রথম কটা সিঁড়ি যদি ওর পায়ের ভারে শব্দ করে তাহলে বাড়িসুদ্ধ সবাই টের পেয়ে যাবে। দ্বিতীয় সিঁড়িতে খুব সাবধানে পা ফেলল। কোনো শব্দ হল না। ইতুর বুকের ভেতর ঢিবঢিব করছিল। চুপচাপ

BanglaBook.org

দোতালায় উঠতে না পারলে ওর দশাও নির্ঘাত মীর্জা এহতেশামের মতো হবে। ওর কপাল ভালো, মাঝের একটা সিঁড়ি ছাড়া আর কোনো সিঁড়িতে শব্দ হল না।

দোতালায় উঠে আশেপাশে তাকিয়ে দেখল ইতু। সামনে টানা-বারান্দা, ডান দিকটা খোলা, বাঁ-দিকে ঘরের দরজাগুলো সব বন্ধ। শেষ মাথায় ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক করা। সেই ঘরেই আলো জ্বলছিল। বারান্দায় দরজার ফাঁক দিয়ে সরু একচিলতে আলো এসে পড়েছে বারান্দায়। পা টিপেটিপে সেই ঘরের দিকে এগিয়ে গেল ইতু।

ঘরের ভেতর চাপা উত্তেজিত গলায় কারা যেন কথা বলছে। ইতু আরো কাছে যেতেই একটা কথা পরিষ্কার শুনতে পেল—'বাঘের গুহায় পা দিয়ে কেউ জান নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।' কথাটা যে মীর্জা এহতেশামকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, বুঝতে অসুবিধে হল না ওর। ইতু কী করবে, ঘরের ভেতর ঢুকবে না দৌড়ে পুলিসে খবর দেবে? কথাটা ভাবতে না ভাবতেই পেছন থেকে সাঁড়াশির মতো শক্ত দুটো হাত ওকে জাপ্টে ধরল। চমকে উঠে ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়াতে গিয়ে টের পেল ওকে যে ধরেছে তার গায়ের জোর ওর চেয়ে দশগুণ বেশি। ঠিক তখনই আরেকজন ভেজা একটা রুমাল ওর নাকে চেপে ধরল। ক্লোরোফর্মের গন্ধে ও জ্ঞান হারাবার আগে মীর্জা এহতেশামের কথা শুনেছিল। কথাটা ছিল চমকে ওঠার মতো, ইতু অন্ধকার ঘরে শক্ত তক্তপোশে বসে মনে করতে পারল না এহতেশাম কী বলেছিল।

বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল ইতু। বন্ধ দরজার পাশে টেবিলের ওপর হারিকেন আর একটা টিনের থালা রাখা রয়েছে। হারিকেনের আলোটা কমিয়ে রেখেছে। কাছে গিয়ে দেখল থালায় শুকনো দু'খানা আটার রুটি ছাড়া আর কিছু নেই। পাশে ময়লা তোবড়ানো জগে পানিও রয়েছে। কোনো কিছু না ভেবে ইতু অর্ধেকটা পানি খেয়ে ফেলল। এতক্ষণ ধরে যে অস্বস্তিটা ছিল সেটা খানিকটা কাটল। রুটি দেখে মনে হল ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে। একটুকরো রুটি ছিঁড়ে মুখে দিল। বাসি শুকনো আটার রুটি যে খেতে এত উপাদেয় এটা ওর আগে জানা ছিল না। আস্তে আস্তে দুটো রুটির সবটাই খেয়ে ফেলল ও। জগ থেকে আরো পানি খেল। তারপর তক্তপোশের ওপর বসে ভাবল এটাই তাহলে বাঘের গুহা। বাড়ির কথা মনে হল ওর। ছোটনরা কী করছে এখন? কতক্ষণ এখানে আটকে আছে ও? বাড়িতে নিশ্চয় হইচই শুরু হয়ে গেছে। মুশকিল আসান যদি লুকোনো নেকলেসের কথা বলতে পারেন ওর সন্ধানও দিতে পারবেন।

কোথাও কোনো শব্দ নেই। বোঝার কোনো উপায় নেই বাইরে এখন রাত না দিন। এটা কি দিলীপদের পাশের গলির সেই হানাবাড়ি না অন্য কোথাও—কিছুই বুঝতে পারল না ইতু। শুধু এটুকু বুঝল যারা আটকে রেখেছে তারা ওকে এখনই মেরে ফেলবে না। কারা এরা, ছেলেধরা গুণ্ডা না অন্য কিছু? ভাবতে গিয়ে ইতুর আবার ঘুম পেল।

সব ভালো যার শেষ ভালো

ছোটন যখন ঘুমিয়েছে তখন বাড়ির মসজিদে ফজরের আজান হচ্ছিল। ঘুম ভাঙল দিদার ডাকে। চাপা গলায় দিদা ওকে বলছিলেন, 'ওরে ছোঁড়া ওঠ না, আর কত ঘুমোবি?'

BANGLAPDF.NET

চোখ মেলে তাকাতেই দিদা বললেন, 'এক্ষুনি নাশতা করে নে, আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবি।'

ঝন্টু, রন্টু আর মিতু আগেই উঠে গেছে। দিদাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছিল। ছোটন বলল, 'ইতুর কোনো খোঁজ পেয়েছ দিদা?'

'কোনো কথা নয়।' চাপা গলায় দিদা বললেন, 'যা বলছি তাই কর। নাশতা করে আমার ঘরে আয়।'

নিচে এসে ঝটপট মুখহাত ধুয়ে নাশতা করে ছোটন দিদার ঘরে এল। পরনের কাপড় বদলে গায়ে শাল জড়িয়ে তিনি ওর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, 'রিমকিদের বাসায় চল্, ডাক্তার ছোঁড়ার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

ছোটনদের হাত ধরে দিদা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ছোটন অবাক হয়ে বলল, 'কী হয়েছে দিদা, কিছু বলছ না কেন? ছোটকা কি হীরের নেকলেসটা বেচে দিয়েছে?'

'আঃ চুপ চুপ! নেকলেস নিয়ে কোনো কথা নয়!'

বাইরের রোয়াকে বসেছিল রন্টু, ঝন্টু আর মিতু। দিদা আর ছোটনকে বেরোতে দেখে ওরা কোরাসে জানতে চাইল—'কোথায় যাচ্ছ দিদা?'

ছোটন দিদার মুখের দিকে তাকাল। দিদা অসহায় গলায় বললেন, 'রিমকিদের বাড়িতে।'

'আমরাও যাব।'

'আস্তে বল্।' চাপা গলায় ধমক দিলেন দিদা—'যেতে চাইলে যাবি। ডাক্তারের সঙ্গে আমার প্রাইভেট কথা আছে। ওখানে কারো থাকা চলবে না।'

ওরা তিনজন অবাক হয়ে দিদা আর ছোটনের সঙ্গী হল। রিমকির নানিও কম অবাক হলেন না দিদাকে দেখে। বললেন, 'কোনো বিপদ হয় নি তো বুবু?'

কাষ্ঠ হেসে দিদা বললেন, 'মাথার ওপর পাহাড় সমান বিপদ। কোন্ বিপদটা হতে বাকি আছে বোন? আগে আমি একটা প্রাইভেট টেলিফোন করব। তারপর ডাক্তারের সঙ্গে কিছু কথা বলব।'

'ওপর থেকে ওদের দেখে রিমকি-সিমকি নেমে এসেছে। রিমকির নানি দিদাকে নিয়ে গেলেন। রিমকি অবাক হয়ে বলল, 'দিদা কেন এসেছেন? ইতুর কিছু হয় নি তো?'

ছোটন বলল, 'ইতুর খবর পাই নি। সাইফ ভাইর সঙ্গে দিদা কী প্রাইভেট কথা বলবেন তাও জানি না।'

'দিদার চেহারা দেখে মনে হল সাংঘাতিক কিছু একটা তিনি জেনে ফেলেছেন।' বিজ্ঞের মতো বলল রিমকি।

'কী জেনেছেন?' জানতে চাইল ঝন্টু।

'ইতু কিংবা নেকলেস চুরির কোনো ব্যাপার।'

BANGLAPDF.NET

ছোটন চিন্তিত গলায় বলল, 'আমি ভাবছি বাড়িতে টেলিফোন থাকতে দিদা এখানে কেন ফোন করতে এলেন?'

'তোমাদের টেলিফোন খারাপও তো হতে পারে।'

'তা নাহয় হল, প্রাইভেট কথা কার সঙ্গে বলবেন?'

সবজান্তার মতো বলল, 'মনে হচ্ছে দিদা কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভের সঙ্গে কথা বলতে চান।'

রন্টু বলল, 'এহতেশাম ভাইয়ার সঙ্গেও কথা বলতে পারেন। তাঁর নাকি ওপর মহলের লোকজনদের সঙ্গে ভারি খাতির।'

ছোটনরা কথা বলছিল রিমকিদের বসার ঘরে। ছোটন যেখানে বসেছিল সেখান থেকে দোতালার ওঠার সিঁড়ি দেখা যায়। রিমকিদের সঙ্গে কথা বলার সময় ও লক্ষ রাখছিল দিদা কখন নিচে নামেন।

খুব বেশি হলে পনের মিনিট দোতালায় ছিলেন দিদা। তারপর রিমকির মা আর সাইফকে নিয়ে নিচে নামলেন। ছোটন বুঝল দিদার প্রাইভেট কথা শেষ হয়েছে। সাইফের সঙ্গে কথা বলছিল দিদা। শুধু ওঁর শেষ কথাটাই ওদের কানে এল—'সাবধান, কাকপক্ষীটিও যেন টের না পায়।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন দিদা। যেভাবে বলেছেন সবকিছু সেভাবেই হবে।' এই বলে সাইফ কাউকে আর কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

ছোটনদের ওপর চোখ পড়ল দিদার। মুখ টিপে হেসে বললেন, 'এরই মধ্যে আড্ডায় জমে গেছিস মনে হচ্ছে!'

সিমকি পুট করে বলল, 'আমরা কি এখন ক্যারাম খেলতে পারি দিদা?'

'খুব পারিস। তবে ক্যারাম খেলতে নিশ্চয় পাঁচজন লাগে না! ছোটন আমার সঙ্গে আয়।'

ক্যারাম খেলতে ছোটনেরও ইচ্ছে ছিল না। ওর মনে হল দারুণ উত্তেজনাকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে বাড়িতে। দিদার সঙ্গে আসতে পেরে ও খুশিই হল।

ঘরে এসে দিদা সবেমাত্র পানের বাটা নিয়ে বসেছেন—হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন ভূপালী জেঠিমা। বললেন, 'বহুৎ মসিবত হয়ে গেল চাচিজান। আপনি ছিলেন না। একটু আগে ভূপাল থেকে জরুরি টেলিফুন আসল। আপনার ভান্‌জার তবিয়ৎ বহুৎ খারাপ আছে। আমাকে তুরন্ত্ যেতে বলেছে।'

দিদা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'সে কি রাঙা বউ! কী হয়েছে আশফাকউদ্দিনের?'

ভূপালী জেঠিমা কাঁদোকাঁদো গলায় বললেন, 'মালুম না আছে চাচিজান। আমাদের এক পড়োসান বলল, বহুবিবি জলদি চলা আও, ভাইসাব কি তবিয়ৎ নামাজ হায়। তারপর টেলিফুন লাইনটা কেটে গেল।'

'একবার কি তুমি ট্রাঙ্ককল করবে?'

'না চাচিজান। দো রোজ লেগে যাবে লাইন পেতে। আমার বহুৎ পেরেশান লাগছে। আপনি মেহেরবানি করে কাউকে বলুন আমার টিকেটটা আজ নয়তো কালকের করিয়ে দিতে।'

BANGLAPDF.NET

'ওটা করা যাবে রাঙাবউ। কিন্তু জাহানারার বিয়েতে তুমি থাকবে না, ভাবতেই যে খারাপ লাগছে আমার।'

'আমি খাসদিল থেকে দোয়া করব জাহানারা বিটিয়াকে। ও বহুৎ আচ্ছা লাড়কি আছে চাচিজান। মীর্জা এহ্‌তেশামের সাথে শাদি হলে ও হামেশা খুশ থাকবে।'

'ঠিক আছে রাঙাবউ। তোমার এতবড় বিপদ জেনে আর বিয়ে খেতে বলব না। টিকেটটা দাও, আমি কলিমউদ্দিনকে পাঠাচ্ছি এয়ার ইন্ডিয়ার অফিসে।'

টিকেট ভূপালী জেঠিমার হাতেই ছিল। ওটা ছোটনকে দিয়ে দিদা বললেন, 'কলিমউদ্দিনকে নিয়ে এক্ষুনি যা। আজকের সিট পেলেই সবচেয়ে ভালো হয়।'

কলিমউদ্দিন মানে ছোটকা। হীরের নেকলেসের ঘটনা জানার পরও দিদা কেন ছোটকাকে নিয়ে যেতে বলছেন কিছুই বুঝতে পারল না ছোটন। ভূপালী জেঠিমার ট্রাঙ্ককল আসা মানে বাড়ির টেলিফোন ঠিকই আছে। তবু দিদা ফোন করতে কেন গেলেন রিমকিদের বাড়িতে? কার সঙ্গে দিদা এমন কী কথা বলেছেন যা নিজেদের টেলিফোনে বলা যেত না? মাঝেমাঝে দিদার আচরণ বাড়ির সবার কাছেই রহস্যময় মনে হয়।

এয়ার ইন্ডিয়ার সন্ধ্যার ফ্লাইটে একটাই সিট খালি ছিল। কাউন্টারের মহিলাটি মিষ্টি হেসে বললেন, 'আপনাদের কপাল ভালো। একঘণ্টা আগে এলেও পেতেন না। একটু আগে একজন জানিয়েছেন, তিনি যেতে পারবেন না।'

বাড়ি ফেরার পথে ছোটকা একগাল হেসে ছোটনকে বললেন, 'আমাদের কেন কপাল ভালো হতে যাবে? কপাল ভালো ভূপালী জেঠিমার। ওঁর এবাদত-বন্দেগির কী রকম তেজ দেখেছিস! আজ যেতে চাইলেন, অমনি একজন প্যাসেঞ্জার টিকেট বাতিল করল।' কথা বলার সময় ভক্তিতে ছোটকার গলা গদগদ করছিল।

সেদিন নেকলেস নিয়ে ওঁকে স্বর্ণকারের দোকানে যেতে দেখার পর থেকে ছোটন ওঁর সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পারছিল না। কিন্তু বাড়িতে সবাই ছোটকার এই কথায় খুব গুরুত্ব দিল। গম্ভীর হয়ে বড় ফুপি বললেন, 'হবে না কেন, কত বড় পীর বংশের মেয়ে!'

ভূপালী জেঠিমা চলে যাচ্ছেন—এ-খবর পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। বেশ কয়েকজন বয়স্ক মহিলা ওঁকে ঘিরে বসে আছেন। দুখির মা পালিয়ে যাওয়ার পর সকাল থেকে কাজে লেগেছে বদনার মা। দফায় দফায় চা দেয়ার জন্য দোতালায় উঠলেও ওর মুখে হাসি মাখানো ছিল। সকালে এসেই ও শ্বশুরের বাতের জন্য তেল পড়িয়ে নিয়েছে ভূপালী জেঠিমার কাছ থেকে। এ-সুযোগ গিরিবালা ধোপানীও ছাড়ে নি। ভূপালী জেঠিমা ঘন ঘন রুমালে চোখ মুছছেন, পাড়ার গরিব মানুষদের আনা বোতলের পানি আর বাটির তেলে দোয়া পড়ে ফুঁ দিচ্ছেন। পাড়ার মহিলারা দুঃখী মানুষের জন্য ওঁর দয়ামায়া দেখে অভিভূত হয়ে গেল।

ছোটনকে দিদা বললেন, 'আজ সারাদিন কেউ চিলেকোঠার ঘরে যাবি না।'

'কেন দিদা?' অবাক হল ছোটন।

BANGLAPDF.NET

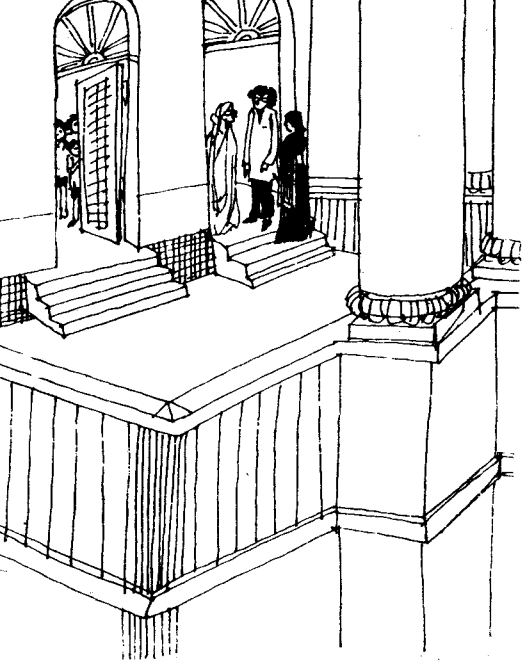

সাবধান কাকপক্ষীটিও যেন টের না পায়

'এখানে লোকজনের হইচই বেশি। মুশকিল আসান ওখানে বসেছেন। রাতে ওঁর পোষা জিন আসবে। তাই নিরিবিলি জায়গা দরকার।'

খবরটা শোনামাত্র ছোটন ছুটল রিমকিদের বলা জন্য। সিমকি উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তার মানে, পোষা জিন আজই ইতুকে নিয়ে আসবে!'

ঝন্টু শুকনো গলায় বলল, 'দিদার মাথায় কি কোনো বুদ্ধি নেই? কোন্ আক্কেলে মুশকিল আসানকে আমাদের ঘরে পাঠালেন পোষা জিন আনার জন্য? বাড়িতে আর কোনো ঘর ছিল না?'

রিমকি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'পোষা জিন নিশ্চয় তোমার ঘাড় মটকাতে আসবে না। ওটা আসবে ইতুকে আনার জন্য।'

ছোটন ফোঁড়ন কাটল —'ইতুর জন্য ওর কোনো দরদ থাকলে তো!'

'হুঁ, যত দরদ সব তোরই আছে!' মুখ কালো হয়ে গেল ঝন্টুর।

ছোটন একটা শক্ত কথা বলতে যাচ্ছিল, তখনই রিমকির নানি আর মা এসে ঘরে ঢুকলেন। নানি ছোটনকে বললেন, 'হ্যাঁরে, গিরিবালার কাছে শুনলাম তোদের ভূপালী জেঠি নাকি আজই চলে যাবেন?'

মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে ছোটন বলল, 'ঠিকই শুনেছেন। সন্ধে ছটার ফ্লাইটে যাচ্ছেন। ভূপালী জেঠুর নাকি খুব অসুখ করেছে।'

রিমকির মা বললেন, 'মা চলো, এ বেলা গিয়ে ওঁর দোয়া নিয়ে আসি।'

'চল্ বাছা।' হতাশ হয়ে নানি বললেন, 'হাঁপানির জন্য আমাকে একটা তাবিজ দিতে চেয়েছিলেন। সেটা বুঝি আর কপালে জুটল না।'

ওঁরা দুজন বেরিয়ে যাওয়ার পর ছোটন রিমকিকে জিজ্ঞেস করল, 'সাইফ ভাইকে দিদা কোথায় পাঠিয়েছেন কিছু জানতে পেরেছ?'

ফিক করে হেসে সিমকি বলল, 'ছোট্‌পা গিয়েছিল মাকে জিজ্ঞেস করতে। ধমক খেয়ে ফিরে এসেছে। মা বলেছে বড়দের ব্যাপারে ছোটদের নাক গলানো মোটেই ভালো নয়।'

BANGLAPDF.NET

রিমকির গম্ভীর চেহারা দেখে ছোটনের মায়া হল। বলল, 'পৃথিবীর সব খারাপ কাজ বড়রাই করে। হীরের নেকলেসটা তো ছোটরা নেয় নি, বড়দেরই একজন সরিয়েছে ওটা।'

ছোটনের এক কথায় রিমকির মন ভালো হয়ে গেল। উত্তজিত গলায় জানতে চাইল, 'কে নিয়েছে ওটা?'

ছোটন বলল, 'ইতু ফিরে আসুক। সব জানতে পারবে।'

রিমকি বলল, 'আমার মন বলছে ইতু আজই ফিরে আসবে।'

ছোটরা অনেক কিছুই আগে থেকে বুঝতে পারে, বড়রা যা পারে না। দিদা যে বলেন—ছোটরা হল ফেরেশতা, সে তো মিছে কথা নয়। ইতু ঠিকই ফিরে এল সন্ধ্যার পর।

বিকেলে ভূপালী জেঠিমা বাড়িসুদ্ধ সবাইকে কাঁদিয়ে নিজেও কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছেন। কাঁদেন নি শুধু দিদা। বড় ফুপি আড়ালে গিয়ে রিমকির নানিকে বলেছেন, হীরের নেকলেস চুরির শোকে নাকি দিদা পাথর হয়ে গেছেন। ছোটরা অবাক হয়েছিল—ভূপালী জেঠিমা চলে যাচ্ছেন, অথচ মীর্জা এহতেশামের কোনো খবর নেই! সেই সকালে বেরিয়ে সাইফও লাপাত্তা হয়ে গেছে।

ভূপালী জেঠিমা চলে যাওয়ার পর রিমকির মা আর নানিও চলে যাচ্ছিলেন। দিদা ওদের আটকে রেখেছেন এই বলে—'রাতে মুশকিল আসানের পোষা জিন ইতুকে আনবে। না দেখে চলে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

অগত্যা থেকেই যেতে হল ওঁদের। ইতু ফিরে আসবে জেনে রিমকি-সিমকির আনন্দ উত্তেজনাও কম নয়।

ঠিক ছটার সময় সাইফ এল ইতুকে নিয়ে। সঙ্গে এস পি আমিন আহমেদ। ইতুর মা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন উস্কখুস্ক চেহারার ইতুকে। দিদা সাইফের থুতনি নেড়ে আদর করে বললেন, 'এটা বুঝি মুশকিল আসানের পোষা জিন! দেখলেই যে আদর করতে ইচ্ছে করে!'

বাড়ির সবাই তখন বাইরের বসার ঘরে। কেউ সোফায় বসা, কেউ চেয়ারে, কেউ মাটিতে, কেউ দাঁড়িয়ে। বড় জেঠু অবাক হয়ে একবার এস পিকে বললেন, 'কোথায় পেলেন ইতুকে?' আরেকবার সাইফকে বললেন, 'তুমি কবে থেকে মুশকিল আসানের পোষা জিন হলে?'

সাইফ দিদার দিকে তাকাল, মুখে মিটিমিটি হাসি। দিদা ওকে চোখ টিপলেন—'যা জানো বলে ফেলো বাপু ঝটপট। সব কথা না শুনে বৌমারা এখান থেকে নড়বে না। তোমাদেরও চা-নাশতা জুটবে না। সারাদিন ধকল তো কম যায় নি!'

সাইফ বলল, 'ইতুকে উদ্ধার করার ব্যাপারে আমার কিংবা আমিন ভাইর তেমন কোনো ভূমিকাই নেই। কৃতিত্বটা ষোলআনা দিদার।'

দিদা চোখ মটকে সাইফকে বললেন, 'আমাকে কেন তেল দিচ্ছ বুঝতে বাকি নেই বাছা!'

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

বড় জেঠু এমনই উত্তেজিত ছিলেন যে দিদাকেই ধমক দিয়ে বসলেন—'আহ্ মা, কথার মাঝখানে কথা বোলো না তো!'

দিদাকে এভাবে কেউ ধমক দিতে পারে দেখে ফুপি, জেঠিমা, কাকিমাদের মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। শুধু দিদা হাসি চেপে বললেন, 'ঠিক আছে বাপু, এই আমি মুখে কুলুপ আঁটলাম। শেষে আমায় কিছু বলতে পারবে না।'

সাইফ মৃদু হেসে বলল, 'সকালে দিদা এসে বললেন, ইতুকে মীর্জা এহতেশাম কিডন্যাপ করেছে। ও কাল রাতে এসেছিল ভূপালী জেঠিমার কাছে। বাড়ির সবাই তখন মুশকিল আসানকে নিয়ে ব্যস্ত। ও সোজা ভূপালী জেঠিমার ঘরে ঢুকে তাকে নিচে ডেকে নিয়ে বললে, ছোঁড়াটাকে নিয়ে খুব বিপদ হচ্ছে। অনেক কথা জেনে ফেলেছে। দলের সবাই চাইছে মেরে ফেলতে। ভূপালী জেঠিমা ওকে বলেছেন, কিছুদিন লুকিয়ে রাখো। তোমাদের বিয়েটা আগে হয়ে যাক। তারপর যা ভালো মনে করো করবে। দিদা আড়ালে থেকে ওদের কথা শুনে যা বোঝার ঠিক বুঝে নিলেন। সকালে আমাকে বললেন, এক্ষুনি এস পিকে গিয়ে বলো মীর্জা এহতেশামকে এ্যারেস্ট করতে। ধরে পিটুনি দিলেই বলে দেবে ইতুকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। আমার কাছে সব শুনে আমিন ভাই নিজেই ফোর্স নিয়ে এহতেশামের বাড়িতে গেলেন। ওকে এ্যারেস্টের কথা বলাতে প্রথমে কী হম্বিতম্বি। নাকি আইজিকে ফোন করবে, মিনিস্টারকে ফোন করবে। এস পির চাকরি খাবে। থানায় নিয়ে জেরা করে কথা বের করতেই বিকেল হয়ে গেল। তারপর ওকে নিয়ে ফরাশগঞ্জের একটা বাড়ি রেইড করে ইতুকে উদ্ধার করেছি। এহতেশামের ছিল নকল ওষুধের কারখানা। যে-বাড়িতে ইতুকে ওরা লুকিয়ে রেখেছিল সেটা ছিল ওদের গুদাম। ওর লোকজনদের ধরার জন্য আরো কয়েকটা জায়গা রেইড করতে হয়েছে।'

সাইফের কথা শোনার সময় কারো চোখের মণি ঠিকরে বেরিয়ে আসার দশা হল, কারো চোয়াল ঝুলে গেল। ওর কথা শেষ হওয়ার পর কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলল না। সবাই ইতুর দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল যেন ও ভিন্ন কোনো গ্রহ থেকে এসেছে। বড় জেঠু ভাঙা গলায় ওকে বললেন, 'তুই কী করে জানলি এহতেশামের নকল ওষুধের কারখানা আছে?'

'আমি তো নেকলেস চোর ধরার জন্য বসেছিলাম বর্মণদের দোকানে।' লাজুক হেসে ইতু ওর অভিযানের ঘটনাটা খুলে বলল। হানাবাড়িতে ক্লোরোফর্মের গন্ধে জ্ঞান হারাবার আগে যে কথাটা শুনে ও চমকে গিয়েছিল, পরে ওর মনে পড়েছে। সেটা ছিল এহতেশামের গলা, কাকে যেন বলছিল—'তোমার কোনো কথা শুনব না। এবার নকল ওষুধের লেবেল আমরা বড় প্রেস থেকে ছেপেছি। লেবেল দেখে কেউ ধরতে পারবে না। কোন্‌টা আসল কোন্‌টা নকল।'

ছোটন উত্তেজিত গলায় বলল, 'কাল মাঝরাতে গলির মোড়ে ট্রাক থেকে মাল ওঠানামা করতে দেখেছি। ওগুলো নির্ঘাত এহতেশামের ট্রাক ছিল।'

ছোটনের মা রেগে গিয়ে বললেন, 'মাঝরাতে তুই ছাদে গেলি কোন্ সাহসে? হুজুর

BANGLAPDF.NET

বলেন নি এশার নামাজের পর সব খারাপ জিনরা ঘুরে বেড়ায়?'

ছোটন শুকনো গলায় বলল, 'ইতুর জন্য খুব খারাপ লাগছিল মা। ঘুম আসছিল না। জিনের কথা তখন মনে ছিল না।'

ছোটনের কথা শুনে ইতুর বুকের ভেতর কেমন যেন করতে লাগল। বলল, 'কিসের জিনের কথা বলছেন' সেজো কাকিমা? ওটা হচ্ছে মুশকিল আসানের বুজরুকি। ও এহতেশামের দলের লোক। জিনর কথা বলছে—রাতে যেন কেউ ঘর থেকে না বেরোয়। ওতে মাল সাপ্লাই দিতে সুবিধে হয়।'

সাইফ দিদাকে বলল, 'হীরের নেকলেস কীভাবে উদ্ধার করলেন, এ-কথা কিন্তু সকালে আমার জানা হয় নি। আমিন ভাইও কিছু জানেন না।'

বড় জেঠু চোখ কপালে তুলে বললেন, 'হীরের নেকলেস কোথায় পেলে মা, কিছু তো বলো নি?'

মুখ টিপে হেসে দিদা বললেন, 'একটু আগে আমাকে ধমক খেতে হল কথা বলার জন্য। কোন্ মুখে আবার কথা বলি বাছা!'

বড় জেঠু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'তুমি যে কি মা! ছোটদের সামনে এভাবে জব্দ করা ঠিক হচ্ছে?'

ইতু ছুটে এসে দিদাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বড় জেঠুকে না বললেও আমাকে বলতে হবে। তোমার নেকলেসের জন্য গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে আর একটু হলে জানটা যেত।'

ইতুকে আদর করে চুমু খেয়ে দিদা বললেন, 'তোর শত্তুরদের জান যাক। তুই একশ' বছর বাঁচবি। তবে গোয়েন্দাগিরিতে ছোটন পাস করবে কিনা সন্দেহ!'

ছোটন অবাক হয়ে বলল, 'ওটা যে ছোটকা নিয়েছে তোমাকে বলি নি বুঝি?' ছোটকা আরো অবাক হয়ে বললেন, 'তুই বলছিস কি ছোটন! হীরের নেকলেস আমি নিয়েছি?'

'তুমি বুঝি পরশু রাতে ওটা বিক্রি করার জন্য স্বর্ণকারের দোকানে যাও নি?' মরিয়া হয়ে বলল ছোটন।

ছোটকা অসহায় গলায় বললেন, 'হায় আল্লাহ্, এ ছোঁড়া বলে কি মা?'

মৃদু হেসে দিদা ছোটনকে বললেন, 'কলিমউদ্দিনকে আমিই পাঠিয়েছিলাম স্যাকরার দোকানে। ভূপালী বউ জাহানারাকে যে জড়োয়া সেটটা দিতে চেয়েছিল, সেটা খাঁটি না মেকি যাচাই করে দেখার জন্য।'

বড় ফুপি অবাক হয়ে বললেন, 'ওটা কি মেকি ছিল?'

'হ্যাঁ বাছা।' সায় জানিয়ে দিদা বললেন, 'তখনই আমি বুঝলাম হীরের নেকলেসটা ভূপালী বউই সরিয়েছে।'

'কীভাবে সরাল মা?' প্রশ্ন করলেন মেজো ফুপি।

'যেদিন আমরা পিকনিকে গেছি সেদিনই সরিয়েছে। এহতেশাম ওকে সাহায্য করেছে। ও তো নিজেই বলেছিল দুপুরে এহতেশাম আসবে।'

BANGLAPDF.NET

'তুমি সেটা উদ্ধার করলে কীভাবে?'

'অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। গোবিন্দ মিস্ত্রিকে এনে লুকিয়ে ওর ট্রাঙ্কের চাবি বানিয়েছি। কাল রাতে ও যখন এহতেশামের সঙ্গে নিচে বসে শলা করছিল তখন ট্রাঙ্ক খুলে ওটা উদ্ধার করেছি। জিনিসটা যখন পাওয়াই গেছে তখন আমি চাই নি এ নিয়ে আত্মীয়-কুটুম্বদের ভেতর কথা উঠুক। তাই ওকে তড়িঘড়ি পাঠিয়ে দিলাম।'

ছোটন অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে সকালে তুমিই রিমকিদের বাসায় বসে ভূপাল থেকে জেঠিমাকে ফোন করেছিলে?'

একগাল হেসে দিদা বললেন, 'ঠিক ধরেছিস, আমিই ওর পড়োসান হয়ে ফোন করেছিলাম। অবশ্য চোরাই নেকলেস হারাবার দুঃখে ও এমনিতেই চলে যেত। যখন ও দেখেছে ওটা ট্রাঙ্কে নেই তখনই বুঝে নিয়েছে ওর চালবাজি শেষ। বিয়ের আগে এহতেশামের পাকাপাকিভাবে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার খবর পেলে ও হার্টফেলও করতে পারত। তাই ওকে পাঠিয়ে দিতে হল।'

এস পি আমিন আহমেদ দিদাকে বললেন, 'মুশকিল আসানটাকে ঠিকমতো আটকে রেখেছেন তো?'

দিদা হেসে বললেন, 'দরজার বাইরে তালা দিয়েছি। ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরতে না চাইলে ওকে ঘরেই পাবে। যাওয়ার সময় নিয়ে যেও।'

বড় জেঠু কী বলতে যাবেন তখনই ঘরে ঢুকল সূত্রাপুর থানার দারোগা। মোটাসোটা মানুষটা হাঁসফাঁস করে দিদাকে বলল, 'বলি নি বজ্জাত বেটি আমার চোখে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না! ঠিকই ধরে ফেলেছি ফতুল্লা থেকে।'

দারোগার পেছনে দাঁড়িয়ে ফোঁৎফোঁৎ করে কাঁদছিল দুখির মা। দিদা ছুটে গিয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—'আর কাঁদিস না বাছা! কাল থেকে তোর কথা ভেবে মনটা পেরেশান হয়ে আছে। পালিয়েছিলি কেন, ভূপালী বউয়ের কথায়?'

'হ বড়মা।' দিদার আদর পেয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল দুখির মা—'রাঙ্গা বিবি আমারে কয় খবিস জিনডার নজর বলে আমার উপরে পড়ছে। এ-বাড়ির দশ মাইলের ভিতরে থাকলে আমার বাঁচন নাই, গুষ্টি সুদ্দা মরণ লাগব। এই কথা কাউকে কইলেও বলে জিন লাইগা যাইব। হেই ডরে আমি পুলিসেরও কিছু কই নাই গো। হাউ হাউ হাউ!'

মেজো ফুপি বললেন, 'তোকে এসব কথা বলার কারণটা কী? তুই কি নেকলেস সরাতে দেখেছিলি?'

'দেখতেও পারত।' দিদা সোফায় বসে শান্ত গলায় বললেন, 'সেদিন ও কিছু দেখেছে কিনা ভূপালী বউ তো জানে না। ওর ভয় ছিল দুখির মাকে নিয়ে। ওকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছে পুলিসের জেরায় যেন ও বেফাঁস কিছু বলে না ফেলে। তাছাড়া ও পালালে নেকলেস চুরির দায়টাও ওর কাঁধে ফেলা যাবে।'

'কী সাংঘাতিক!' এতক্ষণ পর মুখ খোলেন রিমকির নানি—'ভাগ্যিস জাহানারার বিয়ের আগে এদের শয়তানিটা ধরা পড়ল।'

BANGLAPDF.NET

'জাহানারার বিয়ের তারিখ কিন্তু ঠিকই থাকছে।' মুখ টিপে হেসে দিদা রিমকির নানি আর সাইফকে দেখলেন। তারপর বললেন, 'শুধু বরের নামটা কার্ডে পাল্টানো হবে।'

জেঠিমা, কাকিমারা সবাই হইচই করে উঠিল—'এসব কী মা! আমরা তো কিছুই জানি না! বরের জায়গায় কার নাম বসবে?'

জাহানারা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। ওর বিয়ে নিয়ে বড়দের এ-ধরনের হইচই করতে দেখে লজ্জা পেয়ে পালাল। দিদা বললেন, 'বৌমারা যতক্ষণ মিষ্টি না খাওয়াচ্ছে, বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কোনো কথা নয়।' তারপর ছোটনদের দিকে তাকালেন—'তোরাও এখন পালা। বড়দের বিয়ের কথায় থাকতে নেই। মিষ্টির ভাগ ঠিকই পাবি। সেজো বউ ইতুকে আগে একগ্লাস দুধ দাও।'

জেঠিমা, কাকিমাদের পেছন-পেছন ছোটরাও সবাই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সাইফকে বসে থাকতে দেখে দিদা বললেন, 'তুমি তো বাছা তোমার ছাত্রীর ঘরে যেতে পারো। নিজের বিয়ের কথা কি নিজের কানে না শুনলে নয়?'

দিদার কথায় জেঠুরা, কাকারা সবাই ঘর ফাটিয়ে হাসলেন। বেচারা সাইফ তখন লাল-টাল হয়ে পালাবার পথ খুঁজে পায় না। দোতালায় সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে রিমকি ইতুর কানে কানে বলল, 'খুব খুশিখুশি লাগছে না ইতু?'

ইতু মৃদু হেসে রিমকির হাত ধরল।

—

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!